আকবরের স্বপ্ন

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

কোহিনুর থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

১২ই কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩১৭ সাল।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়-প্রণীত

Calcutta:

THE BENGAL MEDICAL LIBRARY,

201, Cornwallis Street.

রঙমহলে

শুভ উদ্বোধন

২৪শে ডিসেম্বর ১৯৪০

প্রথম সংস্করণ

মাঘ ১৩৫।

এই পুস্তক মূল্যবান স্বদেশী
দীর্ঘস্থায়ী ক্লাসিক এন্টিক
উভ্ কাগজে ছাপা হইল।

প্রকাশক

গ্রন্থকারের নিবেদন

ইংলণ্ডের স্বনামধন্য রাজকবি, লর্ড টেনিসনের 'Dreams of Akbar" নামক সুপ্রসিদ্ধ কবিতাটীর, ক্ষীণ ছায়ামাত্র অবলম্বনে এই নাটকের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। আমার সংস্পর্শে, লর্ড টেনিসনের পবিত্র যশোভাতি বিমলিন হইয়াছে, ইহাই আমার বিশ্বাস। গ্রন্থের প্রারম্ভে টেনিসনের কবিতার ছায়া আছে—কিন্তু সমগ্র গ্রন্থের নায়ক-নায়িকার একটীও টেনিসনে নাই। সবই আমার দুর্ব্বল কল্পনাসৃষ্ট। সে গুলি উত্তমরূপে ফুটিয়াছে কি না—সে বিষয়ে আমি সন্দিগ্ধ। তবে সুধীগণ, সহৃদয় দর্শকগণ, এই দীনের "আকবরের স্বপ্ন" নাটকের অভিনয়কে সবিশেষ কৃপাচক্ষে দেখিয়াছিলেন—ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। আকবর, বীরবল, হরিদাসস্বামী, প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র। প্রমোদ, চন্দ্রশ্রী, দোলগোবিন্দ প্রভৃতি কল্পনার সৃষ্ট স্ত্রীচরিত্রে সেফালী, বেলা, চামেলীও তাই। আর হেনা—প্রাচীন কোন গ্রীসিয়ান্ ট্রাজিডির হেলেনা নাম্নী এক গ্রীসিয়-গণিকার ছায়াপাতে সৃষ্ট, একটা নূতন ধরণের চিত্র।

আকবরের স্বপ্ন, প্রথমে যাহা ছিল—এখন তাহা নাই। অভিনয় সৌকর্য্যার্থে ইহার কতক অংশ পরিবর্জ্জিত ও কতক বা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এজন্য সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ—এ অধীনের সর্ব্ববিধ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

নাটকখানি প্রকাশে অসম্ভব বিলম্ব হইল। ঘটনাস্রোতে কেহ বাধা দিতে পারে না। এ দীন গ্রন্থকারও সেই ঘটনাস্রোতের প্রবল শক্তির অধীন তৃণমাত্র। তবে সাধারণে এই গ্রন্থখানি পুস্তকাকারে দেখিতে বড়ই উৎসুক ছিলেন, সেইজন্য ইহা প্রকাশিত হইল।

কোহিনুর নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী, আমার হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ, শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার রায় মহাশয়, এই নাটকখানির সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয়-ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

স্বনাম প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, সঙ্গীতাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর আমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন। "আকবরের স্বপ্ন" নাটকের সংগীতগুলির স্বরযোজনা করিয়া দিয়া,রায়বাহাদুর আমায় দুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

আমার পরম স্নেহভাজন, সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত "বসুধা"-সম্পাদক শ্রীমান্ বঙ্কুবিহারী ধর এ পুস্তক প্রকাশে সম্পূর্ণ উদ্যোগী হইয়া মুদ্রাঙ্কণ ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। এজন্য তিনিও ধন্যবাদার্হ। এক্ষণে সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ, নাটকখানিকে কৃপানেত্রে দেখিলে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

নাট্যোল্লিখিত পাত্রগণ

আকবর সাহ্	...	ভারত সম্রাট।
হরিদাস স্বামী	...	স্বনাম প্রসিদ্ধ সাধু।
বীরবল	...	আগরার শান্তিরক্ষক ও সম্রাট-বয়স্য
চন্দ্রশ্রী	...	মথুরার জনৈক ধনী শ্রেষ্ঠী।
বিনায়ক	...	চন্দ্রশ্রীর খুল্লতাত।
গঙ্গাধর	...	ঐ শ্যালক।
প্রমোদ	...	চন্দ্রশ্রীর প্রতিপালিত এক ভাগ্যহীন যুবক।
শ্রীপতি	...	বাদসাহের প্রধান চিত্রকর ও প্রমোদের বাল্যবন্ধু।
দোলগোবিন্দ	...	ফতেপুর শিক্রীর জনৈক চরিত্র হীন ধনীযুবক।
রহিম কুলকফ্	...	হেনা বিবির কাফ্রি বান্দাদ্বয়।
মিশ্রঠাকুর	...	দোলগোবিন্দের কুল-পুরোহিত।

আশ্রম বালকদ্বয়, বাদসাহের সভাসদগণ, দোলগোবিন্দের ইয়ারগণ, পথিকদ্বয়, আহত বালক, কারারক্ষী, প্রহরীগণ, ডাকাতগণ, বদ্‌মায়েসগণ ইত্যাদি।

নাট্যোল্লিখিত পাত্রীগণ

সেফালী	...	চন্দ্রশ্রী শ্রেষ্ঠীর পত্নী।
বেলা	...	চন্দ্রশ্রীর কন্যা।
চামেলী	...	বেলার সখী।
হেনাবিবি	...	আগরার জনৈক ঐশ্বর্য্যশালিনী বিলাসিনী
গুলসানা	...	হেনা বিবির বাঁদী।

পুঁটুর মা, চোর বাঁদী, চুড়ীওয়ালী, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি—ইত্যাদি।

ঘটনাস্থল

আগরা ও মথুরা।
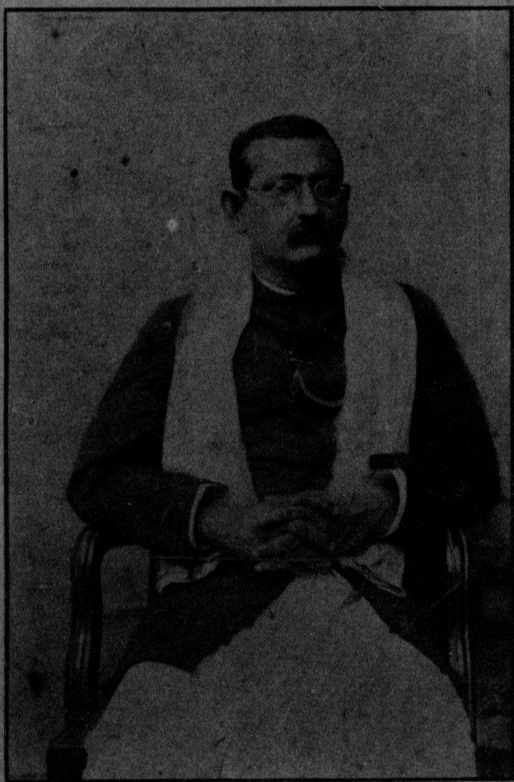
শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

আকবরের স্বপ্ন

প্রথম অঙ্ক
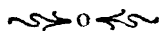
প্রথম দৃশ্য

আগরা প্রাসাদ—আকবরের শয়ন-কক্ষ

আকবর।

আকবর। (স্বগতঃ) কি স্বপ্ন দেখলুম ! এ প্রভাত-স্বপ্নে ভাবী অশুভ আশঙ্কা হৃদয়ে বদ্ধমূল হচ্ছে কেন ? কত ভীষণ স্বপ্ন দেখেছি—কই কখনও এ হৃদয় ত এত বিচলিত হয়নি। মেহেরবান্ খোদা ! তোমার নাম নিয়ে শয্যা ত্যাগ কল্লুম। মঙ্গলামঙ্গল তোমার ! তুমিই আমার আশ্রয় ! তুমিই আমার পথপ্রদর্শক। আমি তোমার দাসানুদাস। কার্য্য তোমার—ফলাফল তোমার—আমি নিমিত্তমাত্র।

বীরবলের প্রবেশ।

বীরবল। জাঁহাপনা ! দীন-দুনিয়ার মালিক ! এ দাসকে স্মরণ করেছেন কেন ?

আকবর। মহারাজ! রাত্রি প্রভাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। সে স্বপ্ন দেখে আমার মন বড়ই চঞ্চল হয়েছে। এ বিশাল সাম্রাজ্য পালনে তোমরা আমার সহায়। ত্রুটীর ফলে যে মহাপাপ, তা একা আমার নয়—তোমরাও তার অংশভাগী। ভগবানের নাম গ্রহণ ক'রে বল দেখি বীরবল! তুমি ন্যায় ও ধর্ম্মের সহায়তায় নিজের কর্ত্তব্য পালন কচ্ছো কি না?

বীরবল। ভগবান সাক্ষ্য করে বলছি, আমার জ্ঞানতঃ ধর্ম্মতঃ বিবেক বিচারে, জাঁহাপনার আদিষ্ট কার্য্য প্রাণপণেই করে থাকি। সাহান্ সা! এমন কি দুঃস্বপ্ন দেখেছেন—যাতে আপনার অটল হৃদয় বিচলিত? অলীক স্বপ্নে এমন কি বিশ্বাস-ভিত্তি স্থাপিত হলো—যে এ বিশ্বাসী দাসের অকপট কার্য্যে বিনা কারণে সন্দেহ কচ্চেন?

আকবর। বীরবল! সন্দেহ তোমায় একা নয়—আমি নিজেকে নিজেই সন্দেহ কচ্ছি। মনে হচ্ছে—আমি ন্যায় বিচারে রাজ্য শাসনে অক্ষম। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে কোটি কোটি প্রজাপালন—পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন বাসনা মাত্র। স্বপ্ন বিবরণ শুনলে বুঝবে, ভ্রম-প্রমাদ-পূর্ণ মানবে ন্যায়াভিমান ও গর্ব্ব সম্ভবে না।

বীরবল। জাঁহাপনা—এ দাস স্বপ্ন বিবরণ শুনে কৌতুহল নিবৃত্তি কর্ত্তে ইচ্ছা করে।

আকবর। শোন বীরবল! স্বপ্নে দেখলুম, আমি ভিখারী বেশে বসে আছি, এমন সময়ে এক দরিদ্র যুবক এসে আমার অবস্থা দেখে দুঃখে বিগলিত হয়ে, তার যথাসর্ব্বস্ব আমায় দান কল্লে! আমি তার দানের উদারতায় মুগ্ধ হলেম। প্রাসাদে ফিরে এসে চিন্তা কচ্ছি, কি দিয়ে এ দানের প্রতিদান কর্ব্বো—এমন সময়ে দেখি, সেই যুবক হত্যাপরাধে বিচারের জন্য আমার সম্মুখে আনীত। আমি প্রমাণ পেয়ে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলুম।

বীরবল। কি জটিল রহস্যময় স্বপ্ন জাঁহাপনা!

আকবর। তারপর দেখলুম, এক অন্ধকারময় কক্ষে শুয়ে আছি, অকস্মাৎ অপূর্ব্ব জ্যোতিতে সেই গৃহ আলোকিত হয়ে উঠলো। এক শ্বেতশ্মশ্রু নবী, আমার সম্মুখে এসে পার্শ্বে বসে, গম্ভীরস্বরে বল্লেন, "জালাল উদ্দিন আকবর! কচ্ছো কি? অমরকোটের মরুক্ষেত্র হতে তোমার দীন ভাগ্যকে টেনে এনে, খোদা তোমায় এ দুনিয়ার বেহেস্ত হিন্দুস্থানের মালিক করে দিলেন। এই কি তাঁর করুণার প্রতিদান?"

বীরবল। জাঁহাপনা! এ স্বপ্নের মর্ম্ম গভীর রহস্যময়! আপনি ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র। মানব বুদ্ধির অগম্য—অজানিত কোন ত্রুটি দেখে খোদা আপনাকে সতর্ক কচ্ছেন। সম্রাট! আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, স্বর্গীয় দূতের পুণ্যময় আজ্ঞা—"খোদাকে অন্তরে ধ্যান করে সর্ব্ব-কার্য্য কর্ত্তে হবে", এ পবিত্র বাক্য স্মৃতিমধ্যে জ্বলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত করে, স্থিরবুদ্ধিতে আজ হতে প্রত্যেক কার্য্য করবো। দেখি, তাঁর মনোমত কর্ম্ম কর্ত্তে পারি কি না?

আকবর। আপনার কথায়, পরম পরিতোষ লাভ কল্লুম। আমার নিরাশাময় প্রাণ, আশার আলোকে উজ্জ্বলিত হলো। একা আমার দ্বারা এ বিশাল সাম্রাজ্য পালন সম্ভব নয়। যখন আপনাদের কর্ম্মদোষে আমি দোষী—আপনাদের পাপে আমায় পাপগ্রস্ত হতে হয়—তখন আপনাদের আমি সকল বিষয়েই সাবধান করে দিচ্ছি। অদ্য হতে আশা করি, এ বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের—রাজপুরুষগণ ঐ পবিত্র নীতিবাক্য স্মরণ করে রাজকার্য্যে আমায় সহায়তা করবে। দরবারে যাবার সময় উপস্থিত প্রায়। আপনার আর এখানে অপেক্ষার প্রয়োজন নেই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যানের চাঁদনী

মথুরা।

বেলা ও বিনায়ক।

বেলা। হাঁ ঠাকুরদাদা! তা হলে তুমি ঠান্‌দিদিকে প্রাণভরে ভাল-বাস্‌তে—না?

বিনায়ক। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) আর দিদি! সে কথা তুলিস্‌নে। তোর ঠান্‌দিদির যে রূপ ছিল, তাতে ভাল না বেসে কি থাকা যায়!

বেলা। হাঁ—দাদা! বিরহে কি বড় কষ্ট হয়! সে কষ্ট কেমন ধারা দাদা?

বিনায়ক। নিমের পাতা—না চিবুলে কি তেত টের পাওয়া যায় দিদি! যদি কখনও বিরহে পড়িস্—ত বুঝবি।

বেলা। বালাই! আমার বিরহ হতে গেল কেন? আমরা চির মিলনে থাক্‌বো।

বিনায়ক। তাই থাকিস্—ভাই—তাই থাকিস্। প্রমোদ শালার প্রাণ আলো করে, হাসিমুখে যেন তোর জীবন কাটে। আয়—ভাই! পাকাচুল তুলে দিবি আয়। তুই অই নরম আঙ্গুলে, যখন এই শণের নুড়ীগুলো ধরে নাড়াচাড়া করিস, তখন বড্ড আয়েস পাই।

বেলা। আমার মেহনত আনা—কি দেবে!

বিনায়ক। আমার আর কে আছে দিদি! তোকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি—আমার যা কিছু—সবই ত তোর।

বেলা। তাঁকে কিছুই দেবে না।

বিনায়ক। কাকে? প্রমোদ শালাকে? তোকে ষোল আনা দখল না করে যদি ছেড়ে দিই, তা হলেই তাব ঢের হলো।

বেলা। সে না হয় হলো! কিন্তু এখন হাতাহাতি কিছু চাই ত?

বিনায়ক। কি চাস্! খুলে বল্‌না—ভাই!

বেলা। তোমার সেই "শ্যামের বাঁশী" গানটা গাওনা দাদা! পাকা-চুল তুলে দিচ্ছি।

বিনায়ক। এইখানে বোস্—গাচ্ছি।

(গীত)

শ্যাম হে! তোমার মন-মজান মোহনবাঁশি, কেড়ে নিলে বালাই যায়।
বেণুরবে উন্মাদিনী, ব্রজবালা, যাবে না আর নীল-যমুনায়।
লাজমান পরিহরি, ছুট্‌বে না কো রাই-কিশোরী
ঝুলবে না—আর কলঙ্ক-হার, গোপিনীর গলায়।
ডাকবে না আর কোকিল তমালে—
লহরধারা ছুটবে না আর, যমুনা জলে,
জ্বলবে না আর ব্রজবালা, বিরহ জ্বালায়।

বেলা। সত্যি দাদা! তোমার গলাটী বেশ মিষ্টি। হাঁ দাদা! বাবা কাল অত রাত্রে বাড়ী ফিরে এলেন কেন জান?

বিনায়ক। কেমন করে জানবো ভাই! এখন বুড়ো হয়েছি বলে চন্দর আর গ্রাহ্যই করে না। তোর মতন—তোর বাপকেও এই কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। তুই একটা কাজ করনা দিদি! আমার

মৌতাতের সময় হয়েছে—একটু আফিমের সরবত করে নিয়ে আয় দেখি। আর একটা গান শোনাব।

বেলা। তা হলে আমি খুব খিজ্‌মৎ খাটতে পারি। দেখো—যেন পালিও না।

[প্রস্থান।

গঙ্গাধরের প্রবেশ।

গঙ্গাধর। একলা এখানে বসে কি হচ্ছে বাবাজী ?

বিনায়ক। হবে আর কি! বেলার হাঙ্গামে পড়ে, তাকে গান শোনাচ্ছিলাম।

গঙ্গাধর। সরলা বালিকা! এখনও আমোদ প্রমোদ নিয়ে আছে। এদিকে তার যে মহা সর্ব্বনাশ উপস্থিত—তা সে জানে না।

বিনায়ক। কেন ? কি হয়েছে !

গঙ্গাধর। আর কি হয়েছে! কাল শেঠজী অত রাত্রে বাড়ী ফিরে এসেছিলেন কেন জানেন ? ফতেপুরের দোলগোবিন্দ শেঠীর সঙ্গে, বেলার বিবাহের সব ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে গেছে!

বিনায়ক। তা হ'লে কি হবে গঙ্গাধর! প্রমোদের দশা কি হবে ? এ বিবাহ কি বন্ধ করবার উপায় নেই ?

গঙ্গাধর। উপায় ভগবান! মানুষ উপলক্ষ্য মাত্র। চেষ্টায় কি না হয় বাবাজী ?

বিনায়ক। বাবা গঙ্গাধর! তোমার প্রাণ মহত্বে পূর্ণ। লোকে তোমায় গাঁজাখোর—ভগ্নীপতির অন্নদাস বলে নিন্দা করে—কিন্তু পরের উপকারে—তুমি প্রাণ বলি দিতে পার। বাবা! আমার বেলাকে এ বিপদে বাঁচাও।

গজাধর। কোন ভয় নেই! ভগবান পথ করে দেবেন। সতীকে রক্ষার জন্য, মা আদ্যাসতীই সহায় হবেন। আমি চল্লুম—আবার আসবো! বেলা—এদিকে আস্‌ছে,—সাবধান! তাকে কোন কথাই ভাঙ্গবেন না!

[প্রস্থান।

বেলার প্রবেশ।

বেলা। গজা-মামা তোমায় কি বল্‌ছিল ঠাকুরদাদা!

বিনায়ক। (স্বগতঃ) আহা! সারল্যের পূর্ণ প্রতিমা! (প্রকাশ্যে) গজা—গাঁজার পয়সা চাচ্ছিল। তোকে দেখে লজ্জায় চলে গেল।

বেলা। আমি বলি আর কিছু! এই নাও দাদা—সরবৎ!

(সরবৎ পাত্র প্রদান)

বিনায়ক। (সরবৎ পান করিয়া) আঃ! প্রাণটা ঠাণ্ডা হোল! আজ আমায় যেমন ঠাণ্ডা কল্লি—ভগবান যেন চিরদিন তোকে সুখে রাখেন।

বেলা। দাদা আজ গান গেয়েছ—তার বদলে তোমায় একটা মজার জিনিস দেখাব। এই দেখ! (মালতী মালা বাহির করণ)

বিনায়ক। বাঃ! বেশ সুন্দর মালা গেঁথেছিস্‌ ত! দেনা ভাই! একবার পরি।

বেলা। তুমি যে বুড়ো! আমার মালা যে মাথা খুঁড়ে মরবে।

বিনায়ক। তবে ঐ তোর যুবো এই দিকে আস্‌ছে—তাকে দিগে যা! ফুলের মালা ফেলে, আমি জপের মালা ঘুরাই গে।

[প্রস্থান।

বেলা। ঠাকুরদাদা গুরুজন! আজ তাঁর আদেশ পালন করবো।

প্রমোদের প্রবেশ

প্রমোদ। এ মালা কোথায় পেলে বেলা?

বেলা। নিজের হাতে ফুল তুলে, তোমার জন্য গেঁথেছি।

প্রমোদ। এ মালা দেব-ভোগ্য। গোবিনজীর গলায় দোলাও গে। প্রাণে শান্তি পাবে—পুণ্য হবে!

বেলা। তুমিই আমার গোবিনজী! তুমিই আমার পুণ্য! এ মালা তোমার! (মাল্যদান)

প্রমোদ। কি সর্ব্বনাশ কল্লে বেলা! মালা দিলে যে বিবাহ হয়!

বেলা। স্বামিন্! হৃদয়ের দেবতা! বিবাহ সামাজিক আচার বইত নয়। প্রাণের বিনিময়, মনের আদানপ্রদান ত আমাদের অনেক দিন হয়েছে। এ হৃদয়ে সোণার সিংহাসন পেতে, তোমার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছি। স্বামী! আমার এ প্রেমোপহার চিরদিন যত্নে রেখ!

প্রমোদ। এ প্রাণ যতদিন থাক্‌বে—দেবতার অর্ঘ্যের মতন একে সমাদরে রাখবো। আশ্রয়হীন—অর্থহীন, দরিদ্র আমি। তুমি ধনীর কন্যা। কিন্তু কে যেন বল্‌ছে—এতে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে! সব আশা, নিরাশায় পরিণত হবে।

বেলা। ছিঃ! ওসব অমঙ্গলের কথা ভাব্‌তে নেই। এসো।

[হাত ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

চামেলীর প্রবেশ।

চামেলী। বেলা আমার মূর্ত্তিমতী প্রেম! আর প্রমোদ! সে যেন পুণ্যের পূর্ণ-মূর্ত্তি। ভগবান কি মুখ তুলে চাইবেন? শেঠজী প্রমোদের মত দরিদ্রকে, কি বেলার মত রত্ন দান করবেন? এই যে বেলা হাস্‌তে হাস্‌তে এই দিকেই আসছে!

বেলার পুনঃ প্রবেশ।

বেলা। চামেলী! একটা মজার কথা শুন্‌বি বোন্? আজ তাঁর গলায়, একছড়া ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছি।

চামেলী। বেশ করেছ। কিন্তু—

বেলা। কিন্তু কি? তিনি দরিদ্র—এই কথা ত সই! কে বলে তিনি দরিদ্র! রূপে গুণে তিনি রাজ-রাজেশ্বর। অত ভালবাসা যার প্রাণে, তাঁকে পেলে পর্ণকুটীরও আমার চোখে—সোণার প্রাসাদ হয়ে দাঁড়াবে। আজ্ গোবিন্দজীকে এক ছড়া মালা পর্‌তে সাধ হয়েছে। তুই রাশ্ খানেক ফুল তুলে নিয়ে আয় না বোন্! আমি হাওয়া-মহলে আছি।

[বেলার প্রস্থান।

চামেলী। আহা! আমার কপালে কি এমন দিন হবে, যে দিন মালা গেঁথে কারুর গলায় পরিয়ে দিয়ে, বেলার মত সুখী হবো। না এ পোড়া কপালে ভালবাসা সইবে না।

গজাধরের প্রবেশ।

গজাধর। সইবে—ঠিক সইবে! তোমার মালা আমি নোব!

চামেলী। কে—র্যা তুই! ওঃ! গজামামা!

গজাধর। ওরে—মামা ফামা ছাড়। আমি তোকে প্রেমের চোখে-দেখি, আর তুই কি আক্কেলে আমায় মামা বলিস্ চামেলি!

চামেলী। অত রসে কাজ নেই! এগুলেই ঝাঁটা ধরবো।

গজাধর। অমন কাজও করিস্‌নে। তোর ঐ চাঁপাফুলের মত আঙ্গুলে ব্যথা হবে। সত্যি ত আর আমি আঁস্তাকুড় নই—যে ঝেঁটিয়ে সাফ্ করবি!

চামেলী। গঙ্গামামা! ভাল কথায় বলছি—চলে যাও।

গঙ্গাধর। তুই নেহাত যখন গররাজি—তখন চল্লুম। কিন্তু একটা কাজের কথা বলতে এসেছিলুম—বলা হোল না। শেঠ্জী কাল অত রাত্রে বাড়ী ফিরে এলেন কেন জানিস্? কাল বেলার বিয়ের কথা ঠিক্ হয়ে গিয়েছে।

চামেলী। ভালই হয়েছে। বেলাও প্রমোদকে মালা দিয়েছে।

গঙ্গাধর। বলিস্—কি? শেঠজী যে অন্য পাত্র ঠিক করেছে। ফতেপুরের দোলগোবিন্দ শেঠী, যে বেলার বর হবে।

চামেলী। সেত একটা কাঠগোঁয়ার—বদ্ধমাতাল! তা হলে কি হবে গঙ্গাধর? বেলা একথা শুনলে যে যমুনায় ঝাঁপ দেবে! গঙ্গাধর! বেলা তোমারই ভাগ্নী। তাকে বাঁচাও!

গঙ্গাধর। ওরে! তারই চেষ্টা হচ্ছে। খুড়ো যখন আমার সহায়, তখন ভগবানকে ডেকে, একটা কিছু কর্ত্তে পারবো!

চামেলী। গঙ্গাধর! জানি—আমি, যে তোমার প্রাণ মহত্বে পূর্ণ। তোমায় চিনেও চিন্‌তে পারিনি!

গঙ্গাধর। পারবি—পারবি। চেনা ত এখনও দিই নি! যখন তোকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে, রাবড়ী আর ল্যাংড়া মিশিয়ে খাওয়াব, তখন বুঝবি যে এ শর্ম্মারাম কে! তুই এখন ফুল তোল্—আমি বেলার উদ্ধারের মতলব আঁটিগে!

[প্রস্থান।

চামেলী। গোবিন্জী—তোমার চেষ্টা সফল করুন! আমিও বেলার সন্ধানটা একবার নিই গে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

দোলগোবিন্দের বিলাস-কক্ষ

দোলগোবিন্দ ও ইয়ারগণ।

দোলগোবিন্দ। দেখ! কাল একটা ভারি জবর স্বপন দেখেছি!

১ম ইয়ার। বটে—বটে!

২য় ইয়ার। স্বপন ত বড় লোকেরই জন্য! টাকার স্বপন—সুদের স্বপন—বাড়ী বালাখানার স্বপন, হীরে জহরতের স্বপন!

দোলগোবিন্দ। আরে তা নয়! তা—নয়।

সকলে। আরে তা নয়—তা নয়।

২য় ইয়ার। তবে কি স্বপন দেখলেন্ হুজুর! এ বান্দাদের বলে ফেলুন—শুনে প্রাণটা খুসী হোক্।

দোলগোবিন্দ। (শায়িত অবস্থায়) দেখ দেখ—একটা—হু—রী—

সকলে। কেয়া মজাদার—হু—রী! হু—রী!

দোলগোবিন্দ। থামো—থামো। আগে কথাটাই শোননা।

২য় ইয়ার। শুন্‌বো আর কি হুজুর। বুঝেছি—হেনা বিবির স্বপন দেখেছেন।

দোলগোবিন্দ। ওহে—তা নয়—তা নয়। (গোঁফে তা দেওয়া)

১ম ইয়ার। (ক্রন্দনের সুরে) বলুন—বলে ফেলুন! আমাদের প্রাণ কেমন কচ্ছে!

দোলগোবিন্দ। দেখ! আসমান থেকে একটা হুরী না এসে—মুচ্‌কে না হেসে—একটু না কেসে—শে—যে—হাঃ হাঃ—হাঃ।

সকলে। হাঃ—হাঃ—হাঃ।

দোলগোবিন্দ। থাম—থাম! গোল করোনা। তারপর শোন। আমার পায়ে না ধরে, মাথা না খুঁড়ে, সুর না করে, বল্লে তুমি আ—মা—র। যেমন আমায় গলায় মালা দিতে এলো—অম্‌নি এক লা—থি!

১ম ইয়ার। হবেনা—কেন! হুজুব যে লাখ টাকার হাতি। তবু এখনও জ্যান্ত! লাথি মেরেছেন বেশ করেছেন—কিন্তু আপনার পায়ে লাগেনি ত?

(পায়ে হাত বুলাইয়া দেওয়া)

২য় ইয়ার। সর্‌সের তেল আনবো! আকন্দ পাতার সেক দোবো! আহা হা! বড্ড্ লেগেছে। পা—টা একবারে গ্যাছে!

দোলগোবিন্দ। থাম—থাম। যেমন লাথি মারা—অমনি ডানা-এলিয়ে আসমানে সরা।

১ম ইয়ার। হুজুব! তা হ'লে দেখ্‌ছি—জবর স্বপন! কথায় বলে—

হুরীর গায়ে মার্লে লাথি
স্বর্গে তার জ্বলে বাতি,
বিয়ে হয় রাতারাতি—
ফুলিয়ে বেড়ায় বুকের ছাতি।

২য় ইয়ার। ঠিক বলেছ ভাই! হুজুর! আপনার স্বপনের কথাতেই আমরা দিশে হারা হয়ে গিছলুম। দিল্লী থেকে যে সেই নাচওয়ালি গুলো এসেছে, সেকথা আর বলতে মনে নেই। তাদের ডাক্‌বো?

দোলগোবিন্দ। (গোঁফে চাড়া দিয়া) আলবৎ!

১ম ইয়ার। আলবৎ!

২য় ইয়ার। ওগো! চাঁদমুখীরা—একবার এদিকে এস!

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

দোলগোবিন্দ। বাঃ—বাঃ তোফা! তোফা!

২য় ইয়ার। তবুও এখন আওয়াজ ছাড়েনি! গাও—গো—গাও একটা রংদার গান গাও।

(গীত)

নর্ত্তকীগণ।

সরলা অবলা প্রাণ, ফাঁকি দিয়ে নিওনা
ছলেতে মজায়ে তারে, অনাথিনী করোনা।
সরমে গলিয়ে যায়, মরমেতে ব্যথা পায়,
কোমল পরাণে তার—নিরাশ/ জাগায়োনা,
যদি প্রাণ দিতে পার, তবে এসে পায়ে ধর
মিছে লোক হাসাহাসি করোনা—
মনে জেনো, ছলনাতে ভালবাসা মেলেনা।

১ম ইয়ার। ! স্বপ্ন বা সত্য হয়। এই যে মিশির ঠাকুর এদিকে আসছেন

মিশ্র ঠাকুরের প্রবেশ

দোলগোবিন্দ। হ্যাঁচ্ছো—হাঁচ্ছো—

সকলে। হ্যাঁচ্ছো—হ্যাঁচ্ছো—জীব—জীব!

১ম ইয়ার। কি আক্কেল তোমার মিশির ঠাকুর! বাবু হাঁচলেন, আমরা হাঁচলুম, আর তুমি খাড়াদম দাঁড়িয়ে রইলে!

মিশ্র। তোমাদের সঙ্গে হাঁচির তাল জমাব বলে, একরাশ নস্যি নিলুম। পোড়া হাঁচি যে এলনা বাপধন! ছিচকে-টিটকে একটা আন, নাকে গুঁজে দিয়ে না হয় তাল রাখি।

দোলগোবিন্দ। থাক্ থাক্। আপনি আশীর্ব্বাদ কল্লেই ঢের হবে।

ইয়ারগণ। তা—ত বটেই—তাত বটেই! বাবু ঠিক বলেছেন।

দোলগোবিন্দ। থাম হে থাম। মিশির ঠাকুর—একবার পাঁজিটা দেখুন ত! নারকোল পান আমাদেরও ত পাঠাতে হবে।

মিশ্র। (পাঁজি দেখিয়া) হাঁ—আজ দিনটা ভাল! তবে তেরোস্পর্শের একটু খোঁচা আছে!

১ম ইয়ার। হুঁ—বাবুর আবার তেরোস্পর্শ? কি বল ভায়া?

দোল। এই নিন্—পাঁচটা টাকা। স্বস্ত্যয়নে লাগাবেন। (মুদ্রাদান)

মিশ্র। বাবুর জয় জয়কার হোক্। হাত ঝাড়লেই পর্ব্বত। কলিতে এমন দাতা কটা আছে? আপনার কোন কাজই আট্‌কাবে না। ঠিকুজিতে দেখেছি, আপনার স্কন্ধে শনি—পার্শ্বে রাহু, মস্তকে কেতু! একাবারে রাজ-যোটক! আজই লোক পাঠাবার চেষ্টা করুন।

ইয়ারগণ। ঠিক বলেছ! ঠাকুর ঠিক বলেছ!

দোলগোবিন্দ। প্রাতঃ প্রণাম!

ইয়ারগণ। (সমস্বরে কোলাহল করিয়া) প্রাতঃ প্রণাম!

[মিশ্র ঠাকুরের প্রস্থান।

১ম ইয়ার। বাবু! আজ আমাদের বড় আমোদের দিন। আমাদের বাপ-পিতেমোর বেতেও এত আমোদ হয়নি!

দোলগোবিন্দ। দেখ আমোদ ত বটেই। কিন্তু আমার এই বে—তে একটা শেকুলে-কাঁটা লেগে আছে। প্রমোদ বলে একটা ছোঁড়া, সেই বাড়ীতে থাকে। ছুঁড়ীটা নাকি তাকে বড্ড ভালবাসে।

১ম ইয়ার (অঙ্গভঙ্গীও চীৎকার করিয়া) কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা তার! মাথাটা লাঠিয়ে ভেঙ্গে দোবনা!

২য় ইয়ার। ব্যাটা জানেন্'—যে আমাদের বাবুর পরিবার!

দোলগোবিন্দ। ও সব আস্ফালন এখন থো কর। দেখ! যে করে ঘরে এনে ফেল্‌লেই, ও হাঙ্গাম মিটে যাবে। এখন একটু আমোদের বন্দোবস্ত কর।

১ম ইয়ার। তাকি আর বল্‌তে হবে হুজুর! আপনার বিয়ে—আমোদের ফোয়ারা ছুটে যাবে! ও গো নাচওয়ালীরা আবার এই ঘরে এসত গা!

নর্ত্তকীগণের পুনঃ প্রবেশ।

২য় ইয়ার। পাত্র গুলো ধরে দিই। (মগুপাত্রাদি রক্ষা)

১ম ইয়ার। বাবুর বিয়ে! হরদম্ রগড়! খুব রংদার গান গাও।

[মদ্য প্রদান।

নর্ত্তকীগণ। (গীত)

যেমন আছ তেমি থাক—আমি চাইনা তোমার ভালবাসা,
আশাতে নিরাশা আশে—মেটেনাকো প্রেম-পিয়াসা।
ফুলের মত অতি কোমল, রমণীর এ প্রাণ—
নারী নয় কো তোমার খেলার জিনিস, এরা সয়না কথার টান,
যদি প্রাণ বিকাতে পার, কাছে এসে পায়ে ধর
বুকের রতন নাও হে বুকে—মিট্‌বে তখন প্রাণের আশা।

দোলগোবিন্দ। ব্যস্! ব্যস্! বন্ধকর। আমার বড় নে—শা—আ হয়ে—ছে।

[ইয়ারগণের দোলগোবিন্দকে লইয়া প্রস্থান
সঙ্গে সঙ্গে নর্ত্তকীদের প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য

কক্ষ

প্রমোদ ও বিনায়ক।

প্রমোদ। হাঁ—দাদা! মালা-বদল কল্লে নাকি গান্ধর্ব্ব-বিবাহ হয়?

বিনায়ক। শাস্ত্রে ত ঐ লেখে দাদা! তুমি হালফিল্ এ কাজটা করেছ নাকি?

প্রমোদ। হাঁ—করেছি বৈ কি?

বিনায়ক। ব্যাপারটা কি শুনি!

প্রমোদ। বেলা—কাল আমায় একছড়া ফুলের মালা পরিয়ে দিলে। আমিও গোবিন্জীর সাম্নে তাকে একছড়া সোনার হার পরিয়ে দিয়েছি। মন্দ কাজ করেছি কি দাদা!

বিনায়ক। নেহাত যে মন্দ—তা নয়। তবে এ মালা-বদল টেঁকে কি না সন্দেহ! চন্দ্র বাবাজী—এক আকাট-মুখ্যু, ধনীর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বের সম্বন্ধ কচ্ছেন। ফতেপুরের সেই বখাট দোলগোবিন্দ, তাঁর মনোমত পাত্র। এমন কি—নারকোল পানি অবধি গেছে।

প্রমোদ। তা হলে উপায়?

বিনায়ক। উপায় অনেক আছে! কিন্তু তা পারবে কি?

প্রমোদ। ধর্ম্ম-বিগর্হিত কাজ না হ'লে পারবো!

বিনায়ক। মহাভারত খানা পড়েছ ত ভাই! রুক্মিণী-হরণ, উষা-হরণের কথা মনে আছে ত? আর একালের দিল্লীর রাণী সংযুক্তা ও পৃথ্বীরাজের ব্যাপারটাও ত শুনেছ ভাই!

প্রমোদ। তা হ'লে কি আপনি বল্‌তে চান্—যে বেলাকে নিয়ে আমি গোপনে পলায়ন করবো!

বিনায়ক। ক্ষেত্র বুঝে ব্যবস্থা ত। কল্লেই বা ভাই!

প্রমোদ। না—দাদা! এ নীচ কাজ আমার দ্বারা হবেনা। শেঠজী অন্ন দিয়ে আমায় প্রতিপালন করেছেন। আমি বিশ্বাসঘাতক হ'য়ে তাঁর পবিত্র কূলে কালী দিতে পারবো না।

বিনায়ক। তবে কাঁদ—আর হা-হুতাশ কর। তা না হলে ত, এ সব ব্যাপারের জের মেটে না! কিন্তু আমার কথাটা আর একবার ভেবে দেখো। জেনো—উপায় তোমার নিজের হাতে।

[প্রস্থান।

চন্দ্রশ্রীর প্রবেশ।

চন্দ্রশ্রী। প্রমোদ তুমি এখানে! আমি চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

প্রমোদ। আদেশ করুন পিতঃ! কি কর্ত্তে হবে।

চন্দ্রশ্রী। আদেশ-টাদেশ নয়। তোমার ভালর জন্যই বল্‌ছি। জোয়ান ছেলে—লেখাপড়া, চিত্রবিদ্যা, হাতিয়ার চালানো—সবই ত শিখেছ! আমি বলি কি—ঘরে বসে না থেকে, রাজধানী আগ্রায় গিয়ে একবার ভাগ্য-পরীক্ষা কর না বাবা!

প্রমোদ। যদি আপনার অভিপ্রায় তাই হয়—তা হ'লে শীঘ্রই এ স্থান ত্যাগ করবো!

চন্দ্রশ্রী। বেশ—বেশ! বড় সুবোধ ছেলে। আর একটা কথা! দেখ—বেলা আর তুমি আমার চোখে ভিন্ন নও। কিন্তু বেলা এখন বিবাহ-যোগ্যা হয়েছে। এখন আর তোমাদের একসঙ্গে বসা-দাঁড়ান ভাল দেখায় না।

প্রমোদ। আপনার আদেশে এ স্থান ত্যাগ করবো। কিন্তু বেলাকে ত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব!

চন্দ্রশ্রী। কি! আমার মুখের উপর এই উত্তর! তোর ত বড়ই স্পর্দ্ধা হয়েছে দেখতে পাই। ভিক্ষুক! আমারই অন্নে পুষ্ট হয়ে, আমার সম্মুখেই এই কথা! তোর সাহস ত কম নয়! জানিস্! এ সহরে আমি কাজির সহকারী। আবার ওরকম কিছু বল্‌লে তোর বিপদ ঘট্‌বে!

প্রমোদ। পিতঃ! বিপদ অতি তুচ্ছ! কিন্তু আপনার বংশগৌরব আর বেলার সম্মান—সকলের আগে। যা বলবেন্, যে তিরস্কার করবেন্, মুখ বুজে তা সহ্য করবো। আপনি পিতার স্নেহে আমায় প্রতিপালন করেছেন। আমি অকৃতজ্ঞ নই! কিন্তু যদি সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সত্য হয়, শাস্ত্রের বিধান যদি তার অঙ্গ ব'লে গৃহীত হয়—তাহ'লে বেলা আমার ধর্ম্মপত্নী! ধর্ম্ম সাক্ষী করে, সে আমার গলায় মালা দিয়েছে। ধর্ম্মসাক্ষী করে মাল্যদানে যদি বিবাহ সিদ্ধ হয়—তাহ'লে বেলা আমার ধর্ম্মপত্নী। দেবতার সাক্ষ্যে, যদি পতি-পত্নীত্বের শাস্ত্রসম্মত প্রতিষ্ঠা হয়—তাহ'লে আপনার কুলদেবতা গোবিন্দজী আমার সাক্ষী। আমি বেলার গলায় সোনার-কণ্ঠী দিয়ে তাকে পত্নী বলে গ্রহণ করেছি।

চন্দ্রশ্রী। বটে! দেখ্ তোর কি হাল করি! কে আছিস্!

(পত্র লিখন।)

দুইজন দৌবারিকের প্রবেশ।

একে কাজির কাছে নিয়ে যা—শীঘ্র—যা! বেঁধে নিয়ে যা!

[প্রস্থান।

(প্রহরী কর্ত্তৃক প্রমোদের আবদ্ধ হওন।)

প্রমোদ। বেলা! স্বর্গের দেবী! তোমার মুখ চেয়ে অপমান লাঞ্ছনা সবই অঙ্গের ভূষণ করবো। মৃত্যু অতি তুচ্ছ! কারাগারই এখন আমার সুখের স্থান হবে।

বেলার বেগে প্রবেশ।

বেলা। না—তা হবে না। (হৃদয় দেখাইয়া) এ কারাগার ভিন্ন আর কোথাও তুমি যেতে পার্ব্বে না। আমি আড়াল থেকে সব দেখেছি, সব শুনেছি। কাজী—পিতার পরম বন্ধু! নিশ্চয়ই সে তোমায় কারা-দণ্ডিত কর্ব্বে। কি হবে প্রিয়তম? কে তোমায় বাঁচাবে? (প্রহরীর প্রতি) ওগো! তোমাদের পায়ে ধরি, এই সব অলঙ্কার তোমাদের দোব, এঁকে ছেড়ে দাও!

১ম প্র। মায়ি! তোকে কোলে করে মানুষ করেছি। আমাদের কোন ক্ষমতাই নেই। জানিস্‌ত মা! নোকর—কুকুরের চেয়েও ছোট। কাঁদিস্‌ কেন মা! গোবিন্দজী একে বাঁচাবে!

বেলা। ওগো! তোমরা ওঁকে ছেড়ে দাও—তোমাদের পায়ে ধর্‌ছি। (পদ-ধারণোদ্যত)

প্রমোদ। বেলা! প্রিয়তমে! কাতর হয়োনা! অত হীনতায় বিনিময়ে, আমায় ফিরিয়ে নিও না। গোবিন্দজীকে ডাক, তিনিই আমায় রক্ষা করবেন। তুমি আবার আমায় ফিরে পাবে।

[প্রহরীদ্বয়ের সহিত প্রমোদের প্রস্থান।

বেলা। কেন বিনা মেঘে বজ্রপাত কল্লে ভগবান? কি করবো! কোথায় যাবো! কে আমাকে এ বিপদ থেকে বাঁচাবে! যাই—স্নেহময় ঠাকুরদাদার কাছে যাই—তিনিও কি কিছু কর্ত্তে পারবেন না?

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বাগানবাটীর বারান্দা

গজাধর।

গজাধর। শেষ কিনা—উদোরবোঝা বুদোর ঘাড়ে! যেমন ব্যাটা কাজি—বিচারও তেম্‌নি! বিনাদোষে প্রমোদকে কারাগারে পাঠালে! আকবরসার ন্যায়ের-রাজত্বে, এমন আহাম্মুখ বিচারকর্ত্তাও আছে! আহা! বুড়ো যে একথা শুন্‌লে মাথা খুঁড়ে মর্‌বে।

বিনায়কের প্রবেশ।

বিনায়ক। বাবা গজাধর! কি হলো? প্রমোদ কি মুক্তি পেয়েছে?

গজাধর। না—প্রবঞ্চনা অপরাধে, তার কারাদণ্ড হয়েছে!

বিনায়ক। কি সর্ব্বনাশ! স্বপ্নে যা ভাবিনি—তাই হলো! তাকে কারামুক্ত করবার উপায় কি গজাধর?

গজাধর। দশহাজার আসরফী পেলে দেখ্‌তে পারি, ঘুস্‌খোর কাজি বিচারটা উল্‌টে দিতে পারে কি না?

বিনায়ক। একটু দাঁড়াও—আমি এলুম বলে!

[সহসা প্রস্থান।

গজাধর। বেলাকে বুড়ো বড় ভালবাসে! প্রমোদকে বড় স্নেহ করে! দেখ্‌ছি—যথাসর্ব্বস্ব এনে হাজির করবে!

বিনায়কের প্রবেশ।

বিনায়ক। এই নাও! এই পেটিকায় দশহাজার টাকার জহরৎ আছে। যাও এই নিয়ে—প্রমোদকে খালাস করে আন। বেলাকে যৌতুক দোব বলে এগুলি লুকিয়ে রেখেছিলুম। ভগবান—তাতেও বাদ সাধ্‌লেন।

গজাধর। ধন্য আপনি! ধন্য আপনার নিঃস্বার্থ স্নেহ! আপনার এ মহত্ত্ব দেখে, আমার প্রাণেও একটা নূতন মতলব এসেছে! একটা জ করতে পারবে বাবাজী!

বিনায়ক। বেলার জন্য সব কর্ত্তে পারি! কি কাজ বাবা!

গজাধর। এমন বেশী কিছু নয়, তবে দু'চারটে সাংঘাতিক মিথ্যে কথা কইতে হবে। কাজি ব্যাটা ঘুস্‌খোর হলেও, আমার গুণধর বৌনাই যখন এর পিছনে, তখন ব্যাটা কিছুতেই ঘুস্ নেবে না। আমি এই গহনা গুলো নিয়ে কোতোয়ালের হাতে দোব। ব্যস্—তা হ'লেই সব ঘুরে দাঁড়াবে!

বিনায়ক। কেন! কোতোয়ালের হাতে দেবে কেন? সে এক্ষেত্রে কি সাহায্য কর্ত্তে পারে!

গজাধর। আহা—হা সাহায্য করবে কেন? সে আমায় গ্রেপ্তার করবে। আমি কবুল দোব—তোমার গহনা গুলি চুরী করেছি! নেশাখোর ভবঘুরে আমি! কাজিও একথায় বিশ্বাস ক'রে আমায় কারাগারে দেবে। এ মহল্লার কারাগারে, ভদ্র কয়েদীদিগের জন্য একটীব বেশী ঘর নেই। কাজেই প্রমোদ যে ঘরে আছে—তারা আমাকেও সেই ঘরে রাখ্‌বে। তারপর যা করবার—তা কোর্‌বো।

বিনায়ক। কে বলে তুমি নেশাখোর? তুমি স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ! কিন্তু বাবা! তোমায় বিপদে ফেলে, আমি প্রমোদকে বাঁচাতে চাইনি!

গজাধর। আমার জন্য ভাব্‌বেন না। দুই একদিন গাঁজা টাজা না পেলে বরঞ্চ মরতে পারি—কিন্তু কারাকষ্টে আমার কিছুই হবে না।

আমিও গাঁজার পয়সা থেকে বাঁচিয়ে—পেটে না খেয়ে, দুশো আসরফী জমিয়েছি। আপনার মহত্ব দেখে—আমার প্রাণেও মহত্ব ফুটে উঠেছে! প্রহরীদের এই টাকা ঘুস্ দিয়ে প্রমোদকে বাঁচাব। তারপর আমিও কলা দেখাব! আর সময় নেই—আমি চল্লুম।

[গহনার পেটিকা লইয়া প্রস্থান।

বিনায়ক। আশা ভরসা—সবই সেই ভগবান! প্রভু! গোবিনজী! দেখো—যেন এ বৃদ্ধ বয়সে, বেলার শোকে আমাকে আত্মহত্যা না কর্ত্তে হয়!

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

কক্ষ

চন্দ্রশ্রী।

চন্দ্রশ্রী। (পরিক্রমণ করিতে করিতে) একবারে দেড়লাখ! একটা ছোট-খাট বাদসার সম্পত্তি! লোককে ঠকিয়ে, মজিয়ে—এত দিন ধরে যা জমিয়েছি—বাস্—একদিনেই তার সিকি হাতে আসবে। ছোঁড়াটা যে রকম মদ—ভাং চালাচ্ছে, তাতে টিকছে না! মেয়েটা—বিধবা হবে! তা আমি কি করবো? ললাট ছাড়া ত পথ নেই বাবা! জামাই-ব্যাটা যদি নেহাৎই মরে, তা'হলে ত সবই আমার! আর

না ম'রে, তাহ'লে বেনামীতে—বন্ধকীতে সবই টেনে নোব! বিষয়টা হাতে এলে, একাবারে হুসেন-খাঁর খাপ্পা—খাঁ মোসবদার। ঘোড়ায় সওয়ার না হয়ে—এই হাতিয়ার না খুলে—সহরের পথে চলবো। দু—ধারে সেলাম! এখন একবার এই বে-টা লাগাতে পাল্লে হয়!

সেফালির প্রবেশ।

সেফালি। তোমার পায়ে পড়ি! আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী! একটা অনুরোধ রাখ। আমার প্রমোদকে বাঁচাও। ওগো! তাকে যে আমি কত কষ্টে মানুষ করেছি। আমার সব অলঙ্কার নাও—তাকে বাঁচাও!

চন্দ্রশ্রী। বটে! একাবারে দাতাকর্ণ হয়ে বস্‌লি যে! বলি অলঙ্কার গুলো কি বাপের বাড়ী থেকে আনা হয়েছিল! আমি কত মতলব করে তাকে গারদে পুরলুম, আর নেকী এলেন কিনা—আব্দার কর্ত্তে! যা—যা—

সেফালি। তুমি স্বামী! স্বামী—নারীর ইষ্টদেবতা। লাথি মারো—দূর করে দাও, সব সইবো। কখনও কিছু মুখফুটে চাইনি—তোমার পায়ে ধরে বলছি—আমার বাছাকে বাঁচাও! কাজী সাহেব—তোমার বন্ধু! তুমি বল্‌লেই সে আমার বাছাকে খালাস করে দেবে।

চন্দ্রশ্রী। বুদ্ধির বহরটা একবার দেখলে! আমি কত মাথা ঘামিয়ে ছোঁড়াকে গারদে পুরলুম—আর উনি বল্লেন কিনা—খালাস করে দাও! দেখ্! যদি অপমান না হতে চাস্ ত ভালয় ভালয় চলে যা—

সেফালি। যাবো! জন্মের মত চলে যাবো! যে মেয়ে পেটে ধরেছি—তাকেও এই বুকে লুকিয়ে নিয়ে যাবো, তবু সেই মাতালের সঙ্গে মেয়ের বে দোবনা।

চন্দ্রশ্রী। পাজি! নচ্ছার!—শয়তান মেয়ে মানুষ! আমার উপর চাল চাল্‌তে চাস্। দেখ্—এখনি কি কাণ্ড করি!

[প্রস্থান।

সেফালি। কি নূতন মতলব আঁটিতে গেলো জানি না। ভগবান! ভগবান! আমার স্বামীর সুমতি দাও!

বেলাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া চন্দ্রশ্রীর পুনঃ প্রবেশ।

ভগবান! প্রভু! একি দেখি! মা! মা! আয় আমার কোলে আয়!

চন্দ্রশ্রী। (ঠেলিয়া দিয়া) সরে যা! এখন বুঝছিস্—যে তোর ক্ষমতা বেশী, কি আমার ক্ষমতা বেশী। মেয়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে, সেই হাঘরে ব্যাটাকে দেবেন—আর আমার লাখ-টাকার দাস্ত স্বপ্নটা মাঠে মারা যাবে! না? এই অবাধ্য মেয়েটাকে তেতালার ঘরে বন্দী করে রাখবো। এত বড় আস্পর্দ্ধা—যে সেই হতভাগার গলায় মালা দেয়!

সেফালি। দিয়েছে—ভালই করেছে। দেবী—দেবতাকে বরণ করেছে, পুণ্য—প্রেমকে আশ্রয় করেছে। নিষ্ঠুর অর্থপিশাচ পিতা তুমি! এ পবিত্র মিলনের মর্ম্ম তুমি কি বুঝবে? নির্য্যাতন করবে—যত পার কর। বিষ—এনে দাও—হাসিমুখে খাব! হাসিমুখে মরবো! কিন্তু তবু সেই গণ্ডমূর্খ মাতালের হাতে আমার বেলাকে দেবোনা!

চন্দ্রশ্রী। দূর হয়ে যা—আমার সুমুখ থেকে!

(পদাঘাত।)

সেফালি। পদাঘাত কল্লে—কর। তোমার পায়ের ধূলো আমার আশীর্ব্বাদ। স্বামি! দেবতা! সদয় হও! দেখছো না—বাছার আমার মুখ শুকিয়ে গেছে! চোখ্ দিয়ে জল বেরুচ্ছে।

চন্দ্রশ্রী। থাম্! থাম্! আর মায়া কান্না কাঁদতে হবে না।

সেফালি। কি নিষ্ঠুর! কেন—তুমি এর পিতা হয়েছিলে! মেয়ের চোখে জল দেখেও কি তোমার পাষাণ প্রাণে দয়া হলোনা! টাকাই কি তোমার বড় হ'লো!

চন্দ্রশ্রী। (স্বগতঃ) উঃ! এত ধৃষ্টতা। না—না—কঠোর শাসন চাই। এ মাগীকেও কৌশলে আটক কর্ত্তে হবে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা তোকে এখনও একটা অনুগ্রহ কর্ত্তে পারি। যা ঐ ঘরে যা—মেয়ে তোরই কাছে থাকবে। কিন্তু জেনে রাখ্—তিন দিনের মধ্যে, যদি তোর মত পরিবর্ত্তন না হয়, বুঝ্‌বি—তোদের দুজনেরি সর্ব্বনাশ করবো!

সেফালি। তাও আমাদের ভাল। মা ও মেয়ে—প্রাণে প্রাণে মলিয়ে কাঁদবো। তোমার সুমতির জন্য ভগবানকে ডাকবো। আয় মা। আমার কোলে আয়।

চন্দ্রশ্রী। কোলে করা এখন থাক্—যা ঐ ঘরে যা—

সেফালির গৃহমধ্যে প্রবেশ ও চন্দ্রশ্রী কর্ত্তৃক গৃহদ্বার বন্ধন হওন।

আমি বড় বোকা—না? থাক্ শয়তানী ঐ ঘরে! এই বার এই হতভাগিনীর কি দুর্দ্দশা করি দেখ্। শয়তানীর বেটী শয়তানী! আজ দেখাব—তোর মালা বদলের কি পারণাম।

বেলা। পিতা! পিতা! (পদ ধারণ।)

চন্দ্রশ্রী। কোন কথা শুন্‌তে চাইনা। আয় আমার সঙ্গে!

[শৃঙ্খলাবদ্ধ বেলাকে লইয়া প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

কারাগার—মথুরা

প্রমোদ

প্রমোদ। ধন্য তুমি অদৃষ্ট! শেষ কি আমার এই পরিণাম হলো! নরঘাতী দস্যু, চোরের মত, আমি বিনাদোষে কারাবন্দী। পবিত্র প্রেম কি এতই অপরাধ? প্রেমময় উপহার গ্রহণও কি মহাপাপ! আর ত এ নির্জ্জনতা সহ্য হয় না। একটুও আলো নেই—একটুও শব্দ নেই। ভীষণ অন্ধকার চারিদিক থেকে গ্রাস কচ্ছে। চোর হোক, ডাকাত হোক, খুনে হোক, একটা মানুষ মিলিয়ে দাও ভগবান?

গঙ্গাধরের প্রবেশ।

গঙ্গা। (স্বর-পরিবর্ত্তন করিয়া) ভগবানের কাছে মানুষ চাচ্ছিলে? মানুষ এসেছে। ভীষণ দুঃখের মধ্যেও যে মানুষে সুখের আশা করে, তা আজ বুঝলুম। আমি ত একজন চোর। কিন্তু তোমার কি অপরাধ?

প্রমোদ। আমার অপরাধ যে কি, তা আমি এখনও বুঝতে পারিনি, কাজীর বিচারে বিনা অপরাধে আমি কঠোর দণ্ড পেয়েছি।

গঙ্গা। এ স্বার্থপরতার জগতে নির্দ্দোষীরও দণ্ড হয়। ভগবানকে ডাকো—প্রাণে বল পাবে।

প্রমোদ। তুমি চোর! কখনই না! চোরে—ভগবানে অত বিশ্বাস করে না। বল ভাই কে তুমি?

গঙ্গা। চুপ কর! আমি গঙ্গাধর! তোমার জন্যে স্বেচ্ছায় চোর হয়ে এখানে এসেছি। তোমার সমূহ বিপদ! যা বলি তাই কর।

প্রমোদ। কি কোর্ত্তে হবে ?

গঙ্গা। কাজী ব্যাটা ঘুষখোর। কিন্তু শেঠজী এর গোঁড়ায় আছেন বলে সে ঘুষও নেবে না, তোমায়ও ছাড়বেন না। অন্য উপায় না দেখে আমি আপোষে খুড়োর গয়নার বাক্স চুরি ক'রে চোর সেজেছি। তোমায় মুক্তির পরামর্শ দোব বলে, এই কারাগারে এসেছি।

প্রমোদ। গঙ্গা মামা! জানি না এ মহত্বময় আত্মত্যাগের জন্য ইহ-লোকে তুমি পুরস্কার পাবে কি না! কিন্তু তোমার মত মহাপুরুষকে এ বিপদের মুখে ফেলে, আমি কখনই পালাবো না। তোমার সব সংকল্প বিফল হলো!

গঙ্গা। বাবাজী! আমার জন্য ভেব্বোনা! এ গাঁজাখোরের মাথায় হরেক-রকম মতলব আছে। তুমিও যাবে, আর আমিও সাফ্ সরে পড়বো। আমার কথা শোন। প্রহরী ব্যাটারা ভাং খেয়ে আমোদে উন্মত্ত! নদীর ধারের দরজাটাও খোলা দেখে এসেছি। যাও! যাও—এখনি পালাও!

প্রমোদ। জগদীশ্বর! তুমি সাক্ষী! এ তুচ্ছ জীবনের জন্য নয়, খালি সেই অপাপবিদ্ধা নিরপরাধিনী বেলার মুখ চেয়ে, এ নীচ কাজ কোর্ত্তে হচ্ছে। মামা! সত্য বল, তোমার উদ্ধারের উপায় আছে ত ?

গঙ্গা। আছে, একটা নয়—অনেক। যদি ভগবান সত্য হন, তবে আমার উপায় হবে। গোবিন্দজী তোমার মঙ্গল করুন।

[আলিঙ্গন ও প্রমোদের প্রস্থান।

কারারক্ষী ও প্রহরীর প্রবেশ।

কারা। ওরে দু'জন কয়েদী যে এখানে ছিল! দেখছি—এক ব্যাটা ভেগেছে। ভাঙের নেশা যে ছুটে গেল রে!

প্রহরী। তাইত ভাই এখন জান বাঁচাব কেমন করে ?

কারা। এ শালা চুপ করে শুয়ে আছে। (হস্তদ্বারা ঠেলিয়া) ওরে বে[illegible] পা[illegible]য়েছে ! বল্ শালার ভাই শালা। সে ছোড়াকে কোথায় সরা[illegible] ?

গজা। কি করে জানবো বল ? আমি যেখানকার লোক, সেইখানেই ত আছি বাবা।

কারা। বটে ! সাঁড়াশীটা একবার নিয়ে আয় তো—ব্যাটা কবুল করে কি না দেখি।

[প্রহরীর প্রস্থান।

এখনও ভাল-মানসীতে বল্‌ছি, না বল্লে—প্রহারের চোটে চোদ্দভুবন অন্ধকার দেখিয়ে দোব।

গজা। বল্‌ছি ত বাবা, কিছুই জানি না।

সাঁড়াশী ও দড়ি লইয়া প্রহরীর প্রবেশ।

কারা। আগে ঐ দড়ি দিয়ে ব্যাটার পা হাত বাঁধ। তারপর সাঁড়াশী দিয়ে জিবটা টেনে বার কর।

(বন্ধন ও প্রহার।)

গজা। ভগবান ! ভগবান !

কারা। শালা আমার ! আসুক না তোর ভগবান বাবা। এবার রক্ষা করুক না দেখি ? শালা চোর ! বদমাইস—শয়তান !

[প্রহার।

গজা। দোহাই তোমাদের। আর মেরো না। তোমরাও মানুষ—আমিও মানুষ।

কারা। তোর চোদ্দ-পুরুষে মানুষ নয়। দে! আরও সাঁড়াশীর মোচড় দে! মার শালাকে—

(তথাকরণ।)

গঙ্গা। ওঃ—আর সহ্য কর্ত্তে পারি না! ভগবান! ভগবান!

(মূর্চ্ছা)

কারা। এঁ্যা—শালা মলো যে রে! এবার হাতে দড়ী পড়লো দেখ্‌ছি। চল্! চল্! বড় দারোগার কাছে যাই। না, ভাই! তুই এখানে থাক্। আমি এখুনি এলুম বলে।

[প্রস্থান।

প্রহ। এ শালার আক্কেল দেখ্‌ছ গা! মলি ত সন্ধানটা দিয়ে মরলি নি কেন? ওরে শালা! তোর জন্যে যে আমাদের মাগ ছেলে পথে বসলো।

(প্রহার।)

কারারক্ষীর পুনঃ প্রবেশ

কারা। মরাকে আর মারছিস্ কেন? দারোগা বল্লে, লহরে ভাসিয়ে দিতে।

প্রহ। কাজী হাঙ্গাম করবে না ত?

কারা। রেখে দে তোর কাজী! কাফের ফৌত হয়েছে, এর আবার হাঙ্গাম কি? তোল—শীগ্‌গীর তোল।

[মৃতদেহ লইয়া লহরে নিক্ষেপ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দ্বিতলের কক্ষ—মথুরা

বেলা।

বেলা। লোকে যা চায়, তা পায় না কেন? কে পেতে দেয় না? সেই মহাশক্তি যে কি, তাকি কেউ বলতে পারে? আমার দাসী, আমার প্রহরী, এরাই আমাকে আমারই ঘরে বন্দী করে রেখেছে। আবার তেম্নি ক'রে, পিতার আদরিণী হ'তে সাধ যায়, আবার মার বুকে মুখ লুকিয়ে আদর পেতে ইচ্ছে করে, আবার নদীতীরে তাঁর সঙ্গে তেম্নি করে বেড়াতে ইচ্ছে হয়। আমি তাঁকে ভাল বেসেছি, এই ত আমার অপরাধ! এ সংসারে ভালবাসাই যে পুণ্য। তবে এতে আমার এত কষ্ট কেন? মা! স্নেহময়ী মা আমার! জানি না নিষ্ঠুর পিতা তোমাকে আমার নিকট হ'তে বিচ্ছিন্ন করে কতই না কষ্ট দিচ্ছেন!

পুঁটুয়ার মার প্রবেশ।

কেও পুঁটুয়ার মা এসেছিস্? একটা উপকার কোর্ত্তে পারিস্? এই গহনাগুলো সব তোর বৌকে দোব।

পু-মা। কি উপকার দিদি! আহা! তোমাদের খেয়েই ত মানুষ গা।

বেলা। আমায় একটু বিষ এনে দিতে পারিস?

পু-মা। (উচ্চৈঃস্বরে) বিষ! একি সর্ব্বনেশে কথা গো! এইটুকু মেয়ে বিষ খাবে কি গো! বলে কি গো!

(ক্রন্দন।)

বেলা। চুপ্ কর পুটুয়ার মা! তোর পায়ে পড়ি।

পু-মা। ওমা! বলে কিগো—এঁ্যা? বিষ!

চামেলীর প্রবেশ।

চামেলী। কি হয়েছে পুঁটুয়ার মা? বিষ বিষ করে চেঁচাচ্ছিস্ কেন?

পু-মা। ওমা চামেলী! কি সর্ব্বনেশে কথা গো! দিদিমণি বলে কিনা—বিষ খাবো!

চামেলী। ওর কথা কি ধর্ত্তে আছে? সত্যি দিদিমণি! তুমি যেন পাগলের মত হয়েছ। অতটা কি ভাল? বাপ যাকে বিয়ে কর্ত্তে বলেন—

বেলা। চামেলী—চামেলী!

চামেলী। পুঁটুয়ার মা! দেখ্ছি তুই রোজই রাত জেগে দিদিমণিকে পাহারা দিস। আমি ইচ্ছে কচ্ছি, আজ এখানে থেকে দিদিমণিকে একটু বুঝিয়ে দেখি।

পু-মা। তাহ'লে ত ভালই হয় মা। আমার ছেলেটা—আর বৌটা, ঝগড়া করে আজ দু'দিন উপোষী রয়েছে। তুমি যদি পাহারার ভারটা আজ রাত্রের মতন নাও—তা'হলে আমি একবার বাড়ী যাই।

চামেলী। এই কথা! আচ্ছা আমিই আজ এখানে থাকবো।

পু-মা। তাহ'লে এই চাবি নাও। (চুপেচুপে) দোর জানালা সব ভাল করে বন্ধ করে দিও। মনিবের বড় কড়া হুকুম। দেখো! দিদিমণি যেন বাইরে না যেতে পারে।

চামেলী। তা আর বলতে হবে না।

পুমা। দেখো সাবধান! যেন আমার চাকরী না যায়।

[প্রস্থান।

বেলা। চামেলী। বোন। এতদিন পরে বুঝলুম—ভগবান সত্যিই দুঃখিনীর কথা শোনেন।

চামেলী। কেমন করে বুঝলে?

বেলা। তুমি খালি আমার সখী নও। মার পেটের বোনের চেয়েও বেশী। তুমি যখন এতদিন পরে এখানে থাকতে এসেছ, তখন বুঝেছি আমার এ কারা-যন্ত্রণারও শেষ হয়েছে। ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন।

চামেলী। তাই যদি হয়, তবে সেই ভগবানের উপর আর একটু বিশ্বাস রেখে এখান থেকে চলে যাও।

বেলা। তুমি যাবে না?

চামেলী। যাবো—একটু পরে। আমার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। পাহারাতে এমন কেউ নেই যে চামেলীকে আটকে রাখতে পারে।

বেলা। এ পৃথিবীতে আমার স্থান কোথায়?

চামেলী। যে পৃথিবীতে এক জীবের স্থান হয়, সেখানে কি তোমার স্থান হবে না। আর দেরী করো না। আমি সব ঠিক করেই এসেছি। তুমি খিড়কীর দ্বার খোলা পাবে। বরাবর উত্তরমুখো খানিকটা পথ গেলেই নদীর বাঁধা ঘাট। সেই ঘাটে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আমার এই কাপড় পরো—সবাই ভাববে চামেলীই যাচ্ছে—কেউ বাধা দেবে না। যাও বোন্‌ ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

বেলা। জগদীশ্বর! তোমার ভরসায় অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিলুম। চামেলী! বোন! তোর মুখ চেয়েই অকূলে ভাসলুম্।

[পোষাক লইয়া প্রস্থান

চামেলী। এতদিন সংসারে থেকে যা কিছু জমিয়েছি, সবই সঙ্গে নিইগে। নইলে আমার বেলার কষ্ট হবে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ—আগ্রা।

দুইজন পথিকের প্রবেশ।

১ম-প। মিয়া! গতিক বড় ভাল নয়। রাতও অনেক হয়েছে, তার উপর চিকুর হান্ছে—সহরের ফটক বন্ধ এখন করা যায় কি!

২য়-প। আরে বাপ্ জান! ভয় করিস কেন? আকবর সায় বাদ্‌শামধ্যে, শুনেছি শেরে গরুতে একঘাটে পানি খায়। চোর সুমুদ্দিরে বাবসা ছেড়ে মোল্লা হ'যে মসজীদে নমাজ পড্‌তিছে। চ' ঐ গাছতলায় যাই চ'।

১ম-প। আল্লার যেমন মরজী। নসীব ছাড়া ত পথ নেই। মনে ভেবেছিলুম সকাল সকাল সহরে ঢুকে সরাইখানায় গিয়ে পোলাও কাবাব খেয়ে জানটা ঠাণ্ডা কর্‌বো। তা না হ'লে গাছতলা সার হোল। বড় ভয় লাগ্‌ছি মিয়া! টাকাগুলো যায় ত একদম ফতুর!

২য়-প। তাই ত বাপজান! মোরও ভয় লাগ্‌তিছে। কোন সুমুন্দি এদিকে আস্‌তিছে যে রে! চ—চ—ঐ গাছতলার গা ঢাকা হই গে।

[উভয়ের প্রস্থান

প্রমোদের প্রবেশ।

প্রমোদ। স্বপ্ন! সব স্বপ্ন! দু'দিনের স্বপ্ন দু'দিনেই ভেঙ্গে গেল। স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম—বেলা বলে স্বর্গের সুরভিমাখা এক সুন্দরী, আমার গলায় মালা দিয়েছিল। আমি স্বর্গে উঠেছিলুম। স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হ'ল—আর আমি আশার নিরাশায়, সুখে দুঃখে উন্মাদের মত বেড়াচ্ছি। এ অপরিচিত নগরীতে কে আমায় আশ্রয় দেবে? আমার বাল্যবন্ধু শ্রীপতি, শুনেছি এখন বড়লোক হয়েছে। সে বাদসার চিত্রকর। তার গৃহে আশ্রয় নোব কি? না—না, সে ধনী—আমি দরিদ্র! ঘৃণার ফুৎকারে, উপেক্ষার তাড়নে, সব আশা ভেসে যাবে। সহরের তোরণ দ্বার ত এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। সহরেই বা যাই কেমন করে? আজ রাত্রে দেখ্‌ছি গাছতলাই সার হ'ল। আশ্রয়চ্যুত অনাথার তরুতলই যে শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

প্রমোদের প্রস্থানোদ্যোগ ও পূর্ব্বোক্ত পথিক-দ্বয়ের বেগে প্রবেশ।

১ম পথিক। দোহাই আল্লার! মশাই যে হোন্—বাঁচান। ডাকাতে আমাদের তাড়া করেছে।

প্রমোদ। ভয় নেই। আমার দেহে প্রাণ থাকতে, কেউ তোমাদের অনিষ্ট কর্ত্তে পার্‌বে না। তোমরা স্থির হোয়ে দাঁড়াও।

ডাকাতগণের প্রবেশ।

১ম ডাকাত। দুটো ছিল, তিন শালা এলো কোত্থেকে রে?

২য় ডাকাত। সাতশো আসুক না কেন দোস্ত ভয় কিসের ? মার্ ঐ শালাকে আগে। ওর কাছেই টাকার থলি আছে।

(অস্ত্রাঘাত ও প্রথম পথিকের পতন)

প্রমোদ। কি কল্লি নরাধম ! অর্থলোভে একটা জীবন নষ্ট কল্লি ?

[যুদ্ধ ও দস্যুগণের পশ্চাদ্ধাবন।

২য় পথিক। আর কেন, বাপজান ত জমি নিলেন। পালাই বাবা !

[প্রস্থান

প্রমোদ। কুকুরের মত পলায়ন কল্লি ? (আহতের নিকট যাইয়া) ভাই ত রক্তে যে মাটী ভেসে যাচ্চে ! একটু জল নেই, যে এর মুখে দিই। হা ভগবান !

ছদ্মবেশী বীরবল ও আকবরের প্রবেশ।

আকবর। (অসি নিষ্কাসিত করিয়া প্রমোদের হস্তধারণ) কে তুই নরঘাতক দস্যু ! প্রকাশ্য রাজপথে নরহত্যা !

প্রমোদ। (উঠিয়া অসি নিষ্কাসন) সাবধান ! আমিও দুর্ব্বল হস্তে অসি-ধারণ করিনি। কিন্তু মুসাহেব ! এখন বিবাদের সময় নয়। আগে একে বাঁচান।

১ম পথিক। ওঃ—জল—দাও—প্রাণ—যায়—

প্রমোদ। কোথায় জল পাবো ভাই ?

১ম পথিক। আপনি মহাত্মা, খোদা আপনার ভাল করুন। আল্লা দয়া কর—(মৃত্যু)

আকবর। (স্বগতঃ) এত দস্যু নয় ! আমরই ভ্রম। মহাশয় ! আপনি কে ? এখানে এ অবস্থায় এঁকে কেমন করে পেলেন ?

প্রমোদ। দস্যুতে এঁকে আক্রমণ করে। আমিও একজন মুসাফের—এদের সহায়তা কর্ত্তে' গিয়েই আমি আহত হয়েছি।

আকবর। দস্যুরা কোথায়?

প্রমোদ। অন্ধকারে কোথায় পালিয়েছে। আপনারা দেখ্‌ছি মুসলমান। এ মৃত ব্যক্তির সৎকারের ব্যবস্থা করুন। প্রয়োজন হয় আমিও আপনাদের সহায়তা কর্ত্তে পারি।

আকবর। মহাপ্রাণ হিন্দু! আপনার কথাতেই বুঝতে পেরেছি আপনি দস্যু নন্‌। আপনাকে কোন কষ্টই কর্ত্তে হবে না। আমাদের সঙ্গে লোক আছে।

বংশীবাদন ও দুইজন খোজার প্রবেশ।

প্রমোদ। (স্বগতঃ) কে এরা? নিশ্চয়ই কোন বড় লোক হবে।

আকবর। তোমরা এই মৃতদেহ, সাধারণ কবর-খানায় নিয়ে যাও। কবর-খানার অধ্যক্ষ আমার বিশেষ বন্ধু! এই পত্র তাঁকে দিয়ে বোলো যেন সৎকারের পক্ষে কোন ত্রুটী না হয়। (মৃতদেহ লইয়া খোজাগণের প্রস্থান) আপনি কে?

প্রমোদ। একজন ভাগ্য বিতাড়িত, সহায়হীন মুসাফের!

আকবর। এ রাত্রে কোথায় যাচ্ছেন? নগর-দ্বার ত অনেকক্ষণ বন্ধ হ'য়ে গেছে।

প্রমোদ। কি ক'রবো—কোন উপায়ই নেই। এরা বিপন্ন হ'য়ে আমার সাহায্য প্রার্থনা কল্লে, তাইতে দেরী হ'য়ে গেল।

আকবর। মুসাফের! আপনার মত সদাশয় ব্যক্তি যে অনর্থক কষ্ট পাবেন—তা আমাদের ইচ্ছা নয়। আমরা দিল্লীবাসী সওদাগর। আমাদের কাছে বাদসাহী ছাড় আছে—তাই আপনাকে দিচ্ছি।

(অঙ্গুরীয় দান)

প্রমোদ। একি! এ যে বহুমূল্য অঙ্গুরীয়! না—না—এ আমি নোব না! তরুতলই আমার আশ্রয় স্থান হবে।

আকবর। মহাশয়! এ অঙ্গুরীয় বহুমূল্য নয়। রাখ্‌তে ইচ্ছে না হয়, ফিরিয়ে দেবেন। ইস্কান্দার খাঁ সওদাগরের নাম কল্লেই, আগ্রার যে কোন লোক, আমার বাড়ী দেখিয়ে দেবে। আর আমরা দেরী কর্ত্তে পারি না। আদাব। আদাব!

প্রমোদ। (স্বগতঃ) যাই সহরের মধ্যে যাই। একটা মুসাফের খানায় গিয়ে বিশ্রাম করিগে। নামটা কি বল্লে! ইস্কান্দার খাঁ সওদাগর! কালই ওঁকে এই আংটীটা ফিরিয়ে দিতে হবে।

[প্রস্থান ।

আকবর। মহারাজ বীরবল! আপনি না এ নগরের শান্তিরক্ষক। প্রকাশ্য রাজপথে নরহত্যা! অর্থের জন্য জীবন নাশ!

বীরবল। জাহাপনা! আর লজ্জা দেবেন না, এর প্রতীকার আমি শীঘ্রই কর্ব্বো।

আকবর। আমার আদেশ, যে কোন উপায়েই হোক্ এই দস্যুদের ধরে আনতেই চান্। মনে রাখবেন, কর্ত্তব্যের ক্রটী দেখলে, আকবর সা তাঁর পুত্রকেও মার্জ্জনা করেন না।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

হেনার কক্ষ

হেনা।

হেনা। ভালবাসলে এত দাগা পেতে হয় কেন? কুলকফ্ বলে গেল, সে আজ আসবে। না—আশার ছলনায় আর ভুল্‌বো না। যে দিন থেকে আশা করে, চখের জল ফেল্‌তে শিখেছি, সে দিন থেকে আশার উপর বিরাগ জন্মেছে। আজ তার আসার আশায়, এই ভুবন মোহিনী রূপ ধরেছি—তবুও সে ভুলবে না? যে রূপ দেখে, দিল্লীশ্বর অতৃপ্ত নয়নে চেয়ে থাকেন, সেরূপ দেখেও কি সে ভুলবে না? না—না— সে পাষাণ—তার প্রাণ নেই। সে প্রাণ নিতে পারে, দিতে জানে না। দোলগোবিন্দ! কেন তোমার ঐ রূপের জ্যোতি নিয়ে, ভরাযৌবনে আমার চোখের সম্মুখে এসেছিলে? তোমার ছলনায় না ভুল্‌লে, আমি যে আজ রংমহলের অধীশ্বরী হ'তে পার্ত্তুম। আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও যদি তোমায় একদিনের জন্য আপনার বলে পাই, তাহ'লে আমি পথের ভিখারিণী হতেও প্রস্তুত। না! এখানে বড় গরম—যাই বারান্দায় গিয়ে যমুনার শীতল বায়ুতে তৃপ্তিলাভের চেষ্টা করি গে।

[প্রস্থান

দোলগোবিন্দ ও গুলসানার প্রবেশ।

দোল। গুল্‌সানা! তোমার বিবি কোথায়?

গুলসানা। আপনার জন্যই এতক্ষণ হা হুতাশ কচ্ছিলেন, বোধ হয় বারান্দায় গেছেন।

দোল। তাঁকে সংবাদ দাও—আমি এসেছি।

গুলসানার প্রস্থানোদ্যোগ ও একজন মোসাহেবের প্রবেশ।

দোল। কি হ'লো? কি হ'লো? কাজ শেষ হয়েছে ত?

মোসাহেব। কাজ কি আর বাকী থাকে হুজুর!

দোল। প্রহরী কি বল্লে?

মো-সা। দশ দশটা আসরফি। সে কি লোভ ছাড়তে [পারে]? নিজের ঘর থেকে একটা চাবি তালা অবধি দিলে!

দোল। বেশ করে চাবি দিয়েছ?

মো-সা। তা আর বলতে!

দোল। চাবি কোথায়?

মো-সা। এই নিন্। (চাবি প্রদান)

দোল। হেনা বিবি বোধ হয়, তার মহলে আছে। সাবধান! সে যেন না জানতে পারে! তাহ'লে সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে। যাও তুমি তার পাশের ঘরে বিশ্রাম করগে। ঘর চিনে নিতে পারবে ত? না—না—তোমরা বড় গাধা, চল আমিই তোমাদের সঙ্গে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান

গুলসানা। বাঁদীর বাচ্ছা! দশ-দশটা আশরফি মেরে দিলে গা? এ পোড়া সংসারের, উপরি উপায়গুলো কি পরের হাতেই যাবে। আচ্ছা বাবা! আমিও দেখে নোব। ঠিক সময়ে বিবিকে সংবাদ দিয়ে কিছু না নিয়ে ছাড়ছি নি। নূতন মেয়ে মানুষ এনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে! বুকের উপর বসে দাড়ি ওপড়ান! না?

হেনার প্রবেশ।

হেনা। যমুনার শীতল বায়ুতেও প্রাণ ঠাণ্ডা হোলনা। গুলসানা?

গুল। আর কেন হা-হুতাশ কচ্ছো? তিনি এসেছেন। তাঁর সঙ্গের লোকদের ডেরা দেখিয়ে দিতে গেছেন।

[প্রস্থান

দোলগোবিন্দের প্রবেশ।

দোল। (হাত ধরিয়া) হেনা! আমায় মার্জ্জনা কর।

হেনা। মার্জ্জনার অধিকার ত আমার নেই। আমি তোমার কে, যে মার্জ্জনা কোর্ব্ব?

দোল। (স্বগতঃ) বড্ডই খাপ্পা হয়েছে দেখ্‌ছি। ঠাণ্ডা কর্ত্তে হোল। (প্রকাশ্যে) তুমি আমার কে? আমার সর্ব্বস্ব। আমার প্রাণের প্রাণ! কার্য্যগতিকে আসতে বিলম্ব হয়েছে, কিছু মনে করোনা।

(হস্তধারণ)

হেনা। (স্বগতঃ) মনে করি অভিমানে থাকি। কিন্তু দেখ্‌লে সব ভুলে যাই। (প্রকাশ্যে) কেন ছলনা কোচ্ছ? আবার মিষ্ট কথায় কেন আমায় মজাচ্ছ? তোমায় আমি চিনেছি।

দোল। হেনা! আজ বুঝলুম জগতে প্রকৃত ভালবাসার প্রতিদান নেই। আমি তোমার জন্যে সব ছেড়েছি। বিবাহের সবই ঠিক, তা'তেও আমার মন নেই। হেনা! তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব!

হেনা। বল—আর কখনও আমায় ছেড়ে থাকবে না।

দোল। না—না—তুমি আমার সর্ব্বস্ব, আমি তোমার দাসানুদাস। এ সুখযামিনী কি অমনি যাবে প্রাণাধিকে!

গুলসানার প্রবেশ

হেনা। গুলসানা!

গুল। কেন মা?

হেনা। সেরাজী নিয়ে আয়। সে দিন বসোরা থেকে, যে নূতন জিনিষটে আনিয়েছি, শেঠজীকে তাই খাওয়াব।

গুল্। মা! সে ঘরের চাবি যে তোমার কাছে।

হেনা। হাঁ! হাঁ! তুই আমার সঙ্গে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দোল। (স্বগতঃ) দুদিনের জন্য এ উপাসনা। তোমার যে রূপ দেখে এক সময়ে উন্মাদ হয়েছিলুম—সে রূপের, উপভোগ আশা আমার মিটেছে। এখন আমি তোমায় চাই না। চাই—তোমার ঐশ্বর্য্য! সেটা হাতে এলেই, কুক্কুরীর মত—তোমায় পদাঘাতে দূর কর্ব্বো।

হেনার পুনঃ প্রবেশ।

হেনা। কতদিনের আশা! সে আশা আজ পূর্ণ হোল। তোমায় জন্য বসোরা থেকে এ সব আনিয়েছি। নাও।

(পান-পাত্র দান)

দোল। বাঃ কি সুন্দর! (পানপাত্র প্রত্যর্পণ) তার চেয়ে তুমি সুন্দর! বিধাতা যেন প্রস্ফুটিত শত শত বাসন্তী-কুসুমের সৌন্দর্য্য দিয়ে তোমায় গড়েছেন। এ সুখের রাত কি এমনিই যাবে? না—না তা হ'তে পারে না—তোমার কোমল কণ্ঠের একটী গান শুনতে চাই।

হেনা। যাতে তোমার তৃপ্তি হয়—তাই করবো।

গীত।

আও আও—পিয়া মেরি! প্রাণপিয়ারে,
উজর আলোক তুঁহু, ঘোর আঁধারে।
কনকমন্দির মেরা—উজরংকরি,
মুছাও—মুছাও, বঁধু! নয়নবারি,
মালতী-হার মম, বিষধর-দংশন,
কাতর-পরাণ—না হেরি তুহারে।

দোল। কি সুন্দর! কি সুন্দর! হেনা! হেনা! প্রাণাধিকে! আমার কাছে সরে এসো। তুমি আমার প্রাণের প্রাণ। (ঢলিয়া পড়ন)

হেনা। গুলসানা আমায় সব খবর দিয়েছে। নরাধম। আমার সঙ্গে প্রতারণা! আজ থেকে তোমার আশা ছেড়ে দিলুম। প্রাণে যার এত শঠতা, সে কি প্রাণ খুলে ভালবাসতে পারে? ইচ্ছে করেই তোকে আজ বেশী সরাব দিয়েছি। ওর সঙ্গে তীব্র মাদক মিশিয়েছি। থাক্! অমনি ভাবে মড়ার মত সকাল অবধি পড়ে থাক্। যাকে লুকিয়ে এনে আমার হৃদয়ে আগুন জ্বালাতে এসেছিস, তাকে পাবি না—পেতে দোব না। এখনি তাকে মুক্ত করবো। গুলসানা বলে, চাবিটা এরই কাছে আছে। (জেব অন্বেষণ) এই যে। দোলগোবিন্দ! পিশাচ! আজ তোকে বোঝাব, নিরাশ পেমে রমণী কি না কর্ত্তে পারে!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

আলেখ্য-শোভিত চিত্রগৃহ

শ্রীপতি ও ভিক্ষুকবেশী আকবর।

শ্রীপতি। একি রহস্য, জাঁহাপনা? আজ এ দরিদ্রের এ বেশ কেন?

আক। দেখ—সেবারে আমার দরবারের যে চিত্রখানা এঁকে দিয়েছিলে, সকলেই তার সুখ্যাতি কচ্ছে। ঐশ্বর্য্যের পূর্ণাবস্থা তাতে বড়ই সুন্দররূপে চিত্রিত করেছ। রত্নখচিত রাজবেশের পরিবর্ত্তে, দরিদ্রের

ছিন্ন-মলিন-চীরবাসে চিত্রিত হলে, সম্রাটকে কেমন দেখায়—আজ তাই দেখ্‌বার বড় সাধ হয়েছে। শ্রীপতি! আজ আমায় এই ভিখারী বেশে চিত্রিত কর।

শ্রীপতি। মণিমুক্তাখচিত রাজবেশেও যে বরাঙ্গের শোভা পূর্ণরূপে প্রকটিত হয় না, এ দাস কেমন করে তা ভিক্ষুকের বেশে আবৃত করবে? একি রহস্য জাঁহাপনা!

আক। রহস্য নয়—শ্রীপতি! আমীর ফকির খোদার সৃষ্টি নয়। অবস্থার পরিবর্ত্তনে ফকির আমীর হয়, আর আমীরও পথে পথে ভিক্ষা করে, আজ যে সম্রাট, ভাগ্য পরিবর্ত্তনে কাল সে ভিক্ষুক।

শ্রীপতি। সাহান্‌-সা! অভয় দিন, দাসের বেয়াদবি মাফ্‌ করুন।

আক। সঙ্কোচ ত্যাগ কর শ্রীপতি! এই ভিক্ষুকের বেশে আমায় চিত্রিত কর্ত্তে পাল্লে, পঞ্চাশ হাজার আসরফি তোমার কৃতিত্বের পুরস্কার!

শ্রীপতি। জাঁহাপনা! আদেশ পালনে এ দাস কোন গাফিলিই কর্ব্বে না। অনুমতি দিন সম্রাট! গৃহান্তর হ'তে চিত্রোপযোগী বর্ণ-সমাবেশ করে আনি।

আক। যাও, কিন্তু সাবধান! কেউ যেন না এ স্থানে আসে।

[শ্রীপতির প্রস্থান।

অনেক দিনের প্রাণের আশা আজ মিটবে। দরিদ্রে আর সম্রাটে প্রভেদ যে খুব কম, তা আমার স্বর্গীয় পিতা হুমায়ুনের জীবন দেখে বুঝেছি। ভাগ্য-বিতাড়িত, সহায়হীন, সম্পত্তিহীন, পিতার অতি দুঃসময়ে অমরকোটের মরুক্ষেত্রে এ অভাগার জন্ম! মা আমার রাজরাজেশ্বরী হয়েও সামান্য একটু হরিণমাংস দোহদরূপে প্রার্থনা করেছিলেন—তাও পাননি। আর সেই ভাগ্য-বিতাড়িত, দরিদ্র জনক জননীর সন্তান, আজ হিন্দুস্থানের রত্ন সিংহাসনে। পিতামাতার এ দুর্দ্দিনের স্মৃতি যত্নে রাখ্‌তে

চাই। তাই আজ এ ভিক্ষুকের বেশ ধরেছি। দম্ভ-তাড়িত প্রবৃত্তিপূর্ণ মনকে বোঝাতে চাই, যে আমি অতি দরিদ্রের সন্তান। আগরার উজ্জ্বল-রত্নমণ্ডিত প্রাসাদে, দরিদ্র্যের মলিন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে, নিজের গর্ব্ব খর্ব্ব করতে চাই। এ আশা কি পূর্ণ হবে না?

(আসনে উপবেশন)

অন্য দিক দিয়া প্রমোদের প্রবেশ।

প্রমোদ। কি সুন্দর চিত্রশালা! (আকবরকে দেখিয়া) (স্বগতঃ) একি? কে এখানে বসে, এযে আমারই মত অভাগা! (প্রকাশ্যে) ভাই! কে তুমি? এখানে এ ভাবে বসে কেন?

আক। (স্বগতঃ)-সহসা ধরা দেওয়া হবে না। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রকাশ্যে) জনাব! আমি এ সহরের একজন সবজান্তা গরীব লোক। চিত্রের নমুনা নেবার জন্যে, এ বাড়ীর মালিক আমায় পথ থেকে ডেকে এনেছেন।

প্রমোদ। ঠিকই হয়েছে। দারিদ্র্যের পূর্ণ মূর্ত্তি তুমি! তোমার সংসারে খেতে ক'জন ভাই?

আক। সে দুঃখের কথা আর বলেন কেন জনাব? চার ছেলে, তিন মেয়ে, তার ওপর আবার নাতি-পুতি। সবাই আমার রোজগার বসে খেতে চায়!

প্রমোদ। রোজ কত পাও?

আক। তার কিছু ঠিক নেই। কখনও পাই, কখনও নিরাশার নিশ্বাস ফেলে, রিক্ত হস্তে ঘরে ফিরে যাই। খোদা যে দিন মাপান, সেইদিন খেতে পাই—না হলে সপরিবারে উপোষ করি।

প্রমোদ। (স্বগতঃ) ভগবান! তোমার প্রেমের, স্নেহের, দয়ার রাজ্যে এ বৈষম্য, এ নিষ্ঠুরতা কেন প্রভু? কত আমীরের ভোজ্য-পাত্র-

স্থিত, সুপাচ্য অন্ন, রাজপথে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, আর তোমার গরীব সন্তানেরা না খেতে পেয়ে চক্ষের জল ফেল্‌ছে। (প্রকাশ্যে) ভাই! আমি অতি ক্ষমতাহীন, অতি গরীব। কিন্তু তোমার দুঃখের কথা শুনে, আমার চক্ষে জল এসেছে। তোমার মুখ শুষ্ক—বোধ হয় কাল কিছু জোটেনি। এই নাও ভাই, দরিদ্রের উপহার বলে উপেক্ষা করোনা। আমার আর কিছুই নেই। এতে তোমার একটা দিন চলে গেলেও সুখী হব।

আক। (স্বগতঃ) কি মহত্ত্ব! কিছু নেই, তবু ওর সর্ব্বস্ব দান কর্ত্তে চায়! আমার অনন্ত ঐশ্বর্য্য? কৈ আমি ত পারি না? দেখ্‌তে চাই! এর দয়ার শেষ সীমা কোথায়?

প্রমোদ। কি ভাবছো? নেবে না? গরীব বলে অগ্রাহ্য কচ্ছো? তোমায় নিতেই হবে। না হলে মনে দুঃখ পাব।

আক। জনাব! আপনার এ দয়ার মহত্ব ভুলতে পারবো না। কিন্তু আপনার উপায় কি হবে?

প্রমোদ। একটা পেট, এক মুষ্টি অন্ন হলেই ভ'রে। ভগবান এ ভার নেবেন। নাও—ভাই?

আক। এ দয়ার, এ দানের মূল্য নেই। আপনার মত দাতার মনে কষ্ট দিতে চাই না। দরিদ্রের ক্ষুধা, পাত্রাপাত্র বিচার করে না। অনাহারে জর্জ্জরিত, উপবাসী দরিদ্র, নির্ম্মম হয়ে সন্তানের মুখের গ্রাসও কেড়ে খায়। দিন্ জনাব। (মুদ্রা গ্রহণ) খোদা আপনার মঙ্গল করুন।

প্রমোদ। ভাই! কতক্ষণ এখানে থাকবে?

আক। যতক্ষণ না কাজ শেষ হয়।

প্রমোদ। তবে আর একটু বসো। কিছু মিষ্টান্ন আনিগে।

[প্রস্থান।

শ্রীপতির প্রবেশ।

শ্রীপতি। এ মলিন বেশ ভারতেশ্বরের উপযুক্ত নয়!

আক। মলিনতার মধ্যেই যে মহত্ত্ব লুকিয়ে থাকে শ্রীপতি! এইমাত্র তার পরিচয় পেয়েছি। কোথা থেকে এক দাতা এসে, ভিক্ষুক জ্ঞানে আমায় তার যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে গেল। দেখতে চাও, এই দেখ (মুদ্রা প্রদর্শন) আবার আমায় ক্ষুধিত ভেবে মিষ্টান্ন আন্‌তে গেছে।

শ্রীপতি। জাঁহাপনা! এ গৃহে আস্‌তে সকলকেই নিষেধ করেছি। কে এসেছিল—তাও ত বুঝতে পাচ্ছি না!

আক্‌। যে এসেছিল—সে দেবতা! আমার এ মলিন ছদ্মবেশ দেখে তার চোখে জল এসেছিল। শ্রীপতি! তার ভ্রম ভেঙ্গো না। সে মিষ্টান্ন নিয়ে এলে, তাকে নিরাশ করো না। বিনা সঙ্কোচে, সে করুণার দান আমার প্রাসাদে পাঠিয়ে দিও। আমি সে মহত্ত্বের দান, মহিষীদের সঙ্গে ভাগ করে খাব। আর আমার চিত্রে প্রয়োজন নেই।

[প্রস্থান।

শ্রীপতি। আপনার আদেশ যথাযথ পালিত হবে।

[প্রস্থান।

প্রমোদের প্রবেশ।

প্রমোদ। সে ভিক্ষুক কোথায়? তবে কি সে নিরাশ প্রাণে ক্ষুধার জ্বালা নিয়ে চলে গেছে। হা ভাগ্য!

শ্রীপতির প্রবেশ।

শ্রীপতি। কে আপনি? এখানে কেন? কি চান?

প্রমোদ। এখানে এক ভিক্ষুক ছিল, সে কোথায় গেল জানেন?

শ্রীপতি। তা বলবার আগে আমি জানতে চাই, গৃহস্বামীর অনুমতি না নিয়ে, এ গুপ্তগৃহে আসবার অধিকার আপনাকে কে দিলে?

প্রমোদ। কে দিলে? যে মহানুভব পথ থেকে অতিথি ডেকে এনে আশ্রয় দিয়েছেন, এ অধিকার তাঁরই—দান।

শ্রীপতি। (স্বগতঃ) না সন্দেহ নয়। এ সত্যই আমার সেই বাল্যবন্ধু প্রমোদ! (প্রকাশ্যে) হ'তে পারে। কিন্তু দয়ার অপব্যবহার যে অতি নিন্দনীয়!

প্রমোদ। মহাশয়! মার্জ্জনা করুন। সত্যই আমি অপরাধী।

শ্রীপতি। এ অপরাধের মার্জ্জনা নেই। এই আলিঙ্গনই তার শাস্তি। প্রমোদ! ভাই! আমায় চিনতে পাচ্ছো না! আমিই এ গৃহস্বামী; আমিই তোমার প্রাণের বন্ধু শ্রীপতি।

প্রমোদ। এত মহৎ না হলে তোমার এ উন্নতি কেন? লক্ষ্মী অচলা কেন? যে ভিক্ষুক এখানে বসেছিল, সে কোথায় গেল জান ভাই?

শ্রীপতি। জানি—তার সঙ্গে তোমার কি প্রয়োজন?

প্রমোদ। সে ক্ষুধায় পীড়িত, জ্বালায় ব্যথিত। মিষ্টান্নগুলি তার জন্যই এনেছি। সে ত চলে গেছে—উপায় কি হবে ভাই?

শ্রীপতি। আমায় দাও; তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। প্রমোদ! ধন্য তোমার দয়া। ধন্য তোমার প্রাণের মহত্ব! আমার সঙ্গে এস ভাই! এ বাড়ী ঘর তোমারই বলে জেনো।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কুটীর—বৃন্দাবন

আশ্রম বালকগণ ও হরিদাস স্বামী।

স্বামিজী। বাপ্‌সব! দিন তো গেল। দিবা জীবন—নিশাই মৃত্যু! আয় বাপ! মৃত্যু-ভয় এড়াবার জন্য এই সন্ধ্যায় একবার মুরারীর নাম করি।

গীত।

জয় নারায়ণ, জয় নারায়ণ, জয় নারায়ণ হে!
পতিতপাবন, পাতকীনাশন, জয় নারায়ণ হে।
মধু-মুর মর্দ্দন, জিষ্ণু-জনার্দ্দন, গিরি-গোবর্দ্ধন ধারণ হে।
রাধিকারঞ্জন, নিত্যনিরঞ্জন, জয় নারায়ণ হে!
মনসিজ-মোহন, সরসিজ-লোচন, ভবভয়-মোচন কারণ হে।
বৃন্দাবনধন, ব্রহ্মসনাতন, জয় নারায়ণ হে।

১ম বালক। বাবা! আজ রাত্রেও কি আমাদের সেই অতিথির কুটীরে থাকতে হবে?

স্বামিজী। হবে বৈকি বাবা! আর্ত্ত, অচৈতন্য, ক্লান্ত ও রুগ্নের সেবায় মহাপুণ্য। তবে আজ তোমাদের বেশী পরিশ্রম কর্ত্তে হবে না। আমার ঔষধেই সব কাজ করবে।

২য় বালক। ধন্য আপনার ঔষধের গুণ! ঐ দেখুন—সেই অর্দ্ধমৃত অতিথি, নব প্রাণ নিয়ে এই দিকেই আসছেন।

গঙ্গাধরের প্রবেশ।

স্বামিজী। এস বাবা! এখন কেমন আছ? (শিষ্যদের প্রতি) তোমরা আশ্রমে যাও।

[বালকগণের প্রস্থান।

গজাধর। প্রভু ! কে আপনি তা জানি না। কিন্তু ঐ সুদীর্ঘ তেজঃ-পুঞ্জময় মূর্ত্তি দেখে আমার মত মূর্খও বুঝেছে—আপনি দৈবশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ ! আপনার দয়াতেই এ প্রাণ ফিরে পেয়েছি। আমি অতি অজ্ঞান ! বলে দিন প্রভু ! এ ছার মনুষ্যজীবনের সার্থকতা কি ?

স্বামিজী। সংসার কর্ম্ম-ক্ষেত্র। কাজ করো—বাবা কাজ করো। তাহ'লে নিজের ক্ষুদ্রতা ভুলে যাবে। যাও বাবা ! কুটীরে বিশ্রাম করগে।

গজাধর। প্রভু ! এ দাসকে বিদায় দিন। বিশেষ প্রয়োজনে একবার দিল্লীতে যেতে হবে। আমার ভগ্নী কন্যা নিয়ে বিপন্না।

স্বামিজী। তাহ'লে তোমায় বাধা দোব না। কিন্তু দিল্লী এখান থেকে দশক্রোশ। মধ্যরাত্রে তুমি নগরে পৌঁছুবে। তার আগেই যে সহরের দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে।

গজাধর। তাহ'লে যে আমার সকল শ্রম পণ্ড হবে প্রভু ! আমার ভগ্নীকে বাঁচাব কেমন ক'রে ?

স্বামিজী। ভয় নেই ! আমিই তার উপায় করে দিচ্ছি, অপেক্ষা কর।

[প্রস্থান।

গজাধর। কি তেজঃপুঞ্জময় মূর্ত্তি ! কি প্রতিভা-মণ্ডিত উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ! গৈরিক-বস্ত্রমণ্ডিত ঐ বিশাল—দেহে, স্রক্-চন্দনের চিহ্ন দেখে বোধ হয়, ইনি কোন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ !

স্বামিজীর পুনঃ প্রবেশ।

স্বামিজী। এই পাঞ্জা নাও। এখানি দেখালে, নগর প্রবেশের কোন বাধাই হবে না।

গজাধর। (পাঞ্জা দেখিয়া) প্রভু ! এতক্ষণে আপনাকে চিনেছি। আপনি সেই ভারত-বিশ্রুত, সর্ব্বজন পূজ্য হরিদাস-স্বামী। স্বয়ং দিল্লীশ্বরও আপনার অনুগত।

স্বামিজী। ও সব কথা এখন থাক্। তুমি দিল্লীতে যাচ্ছ বল্লে না? এই পত্রখানি যুবরাজ খসরুকে দিও। ঐ পাঞ্জা, তাঁর মহলে তোমায় প্রবেশাধিকার দেবে। যদি তাঁকে সেখানে না দেখ্তে পাও, তবে এ পত্র ও পাঞ্জা ছিন্ন করে ফেলো। সাবধান! যেন অপরের হাতে না পড়ে।

গজাধর। এ দাসানুদাস আপনার আজ্ঞাপালনে বিমুখ হবে না। পদধূলি দিন---প্রভু!

(পদধূলি গ্রহণ।)

স্বামিজী। এস বৎস! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। এই বনের পথ ধরে উত্তরাভিমুখে চলে যেও, দিল্লী পাবে।

[গজাধর কর্ত্তৃক পদবন্দনা ও প্রস্থান।

স্বামিজী। তোমার লীলা কে বুঝবে দয়াময়! এই জীব, যে মৃত্যুর সীমায় উপস্থিত হয়েছিল, তাকে জীবন ফিরিয়ে দিলে। পরের উপকারে প্রাণ বলি দিলে, প্রাণ যে নষ্ট হয় না, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যুবক অতিথি। লীলাময়! এ মোহাচ্ছন্নের ভ্রম ভেঙ্গে দাও।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

দোলগোবিন্দের বাটী

দোলগোবিন্দ, মোসাহেবগণ ও নর্ত্তকীগণ।

গীত।

আহা! মরি! মরি! কে করিল চুরি, মোদের ভরা প্রেমের ভালবাসা।
মরম ভেঙ্গেছে, সরম টুটেছে, তবু বুকে বুকভরা আশা।
হলে মনের মিলন, অটুট বাঁধন, মিটে যায় প্রেম-পিয়াসা।
ফাঁকা ভালবাসা, মাপা ভালবাসা, সেটা শুধুই চোখের নেশা।

২য় মোসাহেবের প্রবেশ।

মোসাহেব। বাবু! এক সর্ব্বনেশে হাঙ্গাম জুটেছে। হুজুরের শ্বশুর সশরীরে এ বাড়ীতে এসে উপস্থিত!

দোলগোবিন্দ। সর্ব্বনাশ! আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম! এখন উপায়?

[নর্ত্তকীদের প্রস্থান।

চন্দ্রশ্রীর প্রবেশ।

চন্দ্রশ্রী। বাবা দোলগোবিন্দ! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে... বাবা! সর্ব্বনাশ হয়েছে!

দোলগোবিন্দ। ব্যাপার কি! বলুন—ঠাণ্ডা হোন, সব শুনছি। কারবারে কোন লোকসান হ'ল নাকি?

চন্দ্রশ্রী। এক রকম তাই বাবা। মেয়েটাকে তেতালার ঘরে চাবি দিয়ে রেখেছিলুম—পাছে পালায়। তা—সেই হাঘরে প্রমোদ-ব্যাটা তাকে সেখান থেকে সরিয়েছে!

দোলগোবিন্দ। তাই ত! কি হবে? আমি যে দ'য়ে মজলুম মশায়! এই বে'র জন্য পরশু যে আপনার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকার হুণ্ডী পাঠিয়েছি।

চন্দ্রশ্রী। ভয় নেই বাবা! আমি তেমন লোক নই। তোমার টাকা মারা যাবে না। কিন্তু মেয়ে চাই—মেয়ে চাই। কে আমার ভরা নৌকা ডুবুলে রে। কে আমার এ সর্ব্বনাশ কল্লে রে!

(মাথা চাপড়ান)

হেনার প্রবেশ।

হেনা। কে কল্লে জান্‌তে চান শেঠজী! যার কাছে মেয়ের জন্য কাঁদতে এসেছেন—সেই করেছে!

দোলগোবিন্দ। (স্বগতঃ) মজালে রে! (প্রকাশ্যে) হেনা! সাবধান! এ তোর পাগ্‌লামির সময় নয়।

হেনা। পাগল আমি না তুমি? যে নিজের বাক্‌দত্তা পত্নীকে, কাম লোলুপ হ'য়ে, পরপত্নী ভেবে লুট করে আনতে পারে, যে তাকে আমায় ভাঁড়িয়ে, আমারই বাড়ীতে লুকিয়ে রাখ্‌তে সাহস করে, সে পাগল না আমি পাগল?

চন্দ্রশ্রী। বিবি কে তুমি? কি প্রলাপ বক্‌ছো!

হেনা। প্রলাপ নয়—শেঠজী! জলন্ত সত্য কথা! সব শুনতে চান?

দোলগোবিন্দ। আরে মশাই! ওর কথা শুনবেন না। ও বেটী বদ্ধ পাগল। ও এক মুসলমান আড়তদারের মেয়ে! বিয়ে বিয়ে করে ওর মগজটা একেবারে বিগ্‌ড়ে গেছে!

হেনা। মিথ্যাবাদী! শয়তান! এখনও ছলনা! অনেক সয়েছি—আর না! তোর মুখ চেয়ে আমি নিজের জীবনের সুখ নষ্ট করেছি, আগরার রংমহলের সুখৈশ্বর্য্য অকাতরে পদদলিত করেছি। কিন্তু আর সইবো না। শুনুন শেঠজী! আমি এই সহরের একজন বার-বিলাসিনী। আপনার এই গুণধর জামাতার—বক্ষিতা। কাল রাত্রে ইনি আপনার কন্যা বেলাকে, পরস্ত্রী মনে করে, দু'জন মোসাহেবের সহায়তায় মুখ বেঁধে আমার বাড়ীতে এনে রাখেন। আমি কোন উপায়ে তা জানতে পেরে, তাকে ছেড়ে দিয়েছি।

চন্দ্র। মা! তুমি যা বলছ তা কি সত্য?

হেনা। খোদার কসম!

দোল। তবে রে শয়তানী! এই তোর ধৃষ্টতার পুরস্কার।

(ছুরিকা বাহির করণ)

হেনা। (ছোরা বাহির করিয়া) সাহস থাকে—এগিয়ে আয়! কাপুরুষ! সরে দাঁড়ালি যে?

[দোলগোবিন্দের পশ্চাৎ গমন।

দোলগোবিন্দ। যা—যা—এখন পাগলামির সময় নয়।

হেনা। চল্লুম—জন্মের মত চল্লুম। এই আমার শেষ। কিন্তু মনে স্থির জেনো, এ প্রতারণার প্রতিহিংসা না নিয়ে ছাড়বো না।

[বেগে প্রস্থান।

চন্দ্রশ্রী। এ সব কি ব্যাপার দোলগোবিন্দ?

দোলগোবিন্দ। আপনার মত বুদ্ধিমান লোককে আর বেশী কি বোঝাব বলুন। ছুঁড়িটা বিয়ে বিয়ে করে পাগল! আমি মাঝে মাঝে, এই কুঠীতে আসি—একটু আড্ডা দিই, তাই আমারই উপর

চোখ পড়েছে। খেয়ালের চোটে, মাঝে মাঝে অমনি করে রেগে তেড়ে আসে। এ ত প্রথম নয়! এ সব আমার গা-সওয়া আছে। ওর বাপের কাছে এখনই খবর পাঠাচ্ছি। দেখবেন—আপনার চোখের সামনেই ওকে বেঁধে নিয়ে যাবে।

১ম মোসাহেব। শেঠজী! বাবু যা বল্‌ছেন, তার এক চুলও মিথ্যা নয় সে দিন মাগিটা আমাকেও এই রকম ধাওয়া করেছিল।

চন্দ্রশ্রী। তাই ত ভাবি—এমনটা কি হ'তে পারে? তোমার পিতা প্রাণগোবিন্দ ভায়া, পুণ্যশ্লোক লোক ছিলেন। যাই হ'ক বাবা! এখন আমি চল্লুম। আমি যেমন মেয়েটার খোঁজ কচ্ছি, তুমিও তেমনি ক'রো বাবা।

দোল। যখন এ আড়তে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তখন আজ থেকে গেলে হয় না।

চন্দ্রশ্রী। না বাবা! আজ আর নয়! আমার মাথায় আগুণ জ্বলছে!

[প্রস্থান।

দোলগোবিন্দ। ওহে! একটা মস্ত ফাঁড়া কাটলো! শ্বশুর ব্যাটাকে কেমন বোকা বুঝিয়ে দিয়েছি! সত্যি সত্যিই আমরা বেলাকে ধ'রে এনেছিলুম নাকি হে?

১ম মো। খেপেছেন হুজুর! আমাদের কি এত রাতকাণা পেয়েছেন?

দোলগোবিন্দ। যাক্ মন্দের ভাল। চল—আমরাও স'রে পড়ি। হেনার সঙ্গে এই শেষ! এথনি আবার ছুরি নিয়ে তাড়া করবে।

২য় মোসাহেব। চলুন।—চলুন, এ ছুরীওয়ালা প্রেমের মহলায় আর কাজ নেই হুজুর!

সকলের প্রস্থান ও হেনার পুনঃ প্রবেশ।

হেনা। অশান্ত চিত্ত! আর কেন? সব ত দেখলে—সব ত বুঝলে! এত নীচ যার মন, তার কাছে তুমি নিঃস্বার্থ প্রেমের আশা কর? না আজ থেকে সব শেষ। আমি দেওয়ানা হব। যে প্রবৃত্তির দাসী হয়ে এত কষ্ট পাচ্ছি, সে প্রবৃত্তিকে দমন কর্ব্বো। আর নরকের পথে অগ্রসর হবো না। গেছে, চলে গেছে? পাপ গেছে। আর না—আর না।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

আগ্রা রাজপ্রাসাদ কক্ষ।

আকবর ও বীরবল।

আকবর। শুনতে পাই—মহারাজ বীরবল! লোকে আমায় "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরোবা" বলে সম্মান করে। খোদার এই বিশাল রাজ্যে, একটা ক্ষুদ্র কীটও উপবাসী থাকে না। সমগ্র মোগল-সাম্রাজ্যের কথা ছেড়ে দাও, এই রাজধানী আগরাতেই কত লোক অনাহারে প্রাণ ত্যাগ কচ্ছে। খোদার প্রতিনিধি আকবর সা, তার কি প্রতিকার কচ্ছেন মহারাজ?

বীরবল। যে দানবীর সম্রাট, নওরোজার দিনে এই রাজ্যের দীন দুঃখীদের ধন রত্ন বিতরণ করেন, খোসরোজের উৎসবে, অসংখ্য মণি

মুক্তায় ভূষিত হ'য়ে সেই সব দরিদ্রকে দান করেন, তাঁর দানের মহত্ত্ব জগতে অতুলনীয়! যে নিঃস্বার্থ দানে, মহাপ্রাণদাতা খোদার সিংহাসনের পার্শ্বে আসন পাবার যোগ্য হন, সে দানশক্তি আকবর বাদশাহে দুর্লভ নয়।

আকবর। মহারাজ! আমি জানি, তুমি নির্ভীক ও সত্যবাদী। এ কথা অন্য কেউ বল্লে তাকে স্তাবক বলে ভাবতুম। বল দেখি মহারাজ! আকবর সাহেব এমন কি শক্তি আছে, যাতে সে জীবনের সমস্ত সম্বল দরিদ্রের জন্য দান করতে পারে!

বীরবল। পরীক্ষা ক্ষেত্রে সাহানসার এ দানও সম্ভব হতে পারে।

আকবর। মহারাজ! তুমি ভুল বুঝেছ!

বীরবল। সাহানসা! নিঃস্বার্থ ভাবে নিজের সমস্ত সম্বল অকাতরে দরিদ্রকে দান করে, এমন দাতা এ দুনিয়ায় অতি দুর্লভ। এমন দাতা দেখাতো দূরের কথা! তাঁর নাম পর্য্যন্ত কখন কর্ণে শুনিনি।

আকবর। বীরবল! তুমি জীবনে যা দেখনি, আমি এই চোখে তা দেখেছি। শুনে আশ্চর্য্য হবে, সে দিন শ্রীপতির চিত্রালয়ে—তোমাদের ভারত-সম্রাট ভিখারী সেজে এক দীন দরিদ্রের কাছে দানগ্রহণ করেছেন। তার যথা সর্ব্বস্ব দুটী মাত্র মুদ্রা—তাও সে আমায় গরীব ভেবে দান করেছে। মহারাজ! সেই দিন দানের মহত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ দেখেছি। এ সংসারে যার নেই—সেই প্রাণ খুলে দেয়, কিন্তু যার আছে—সে কখনও প্রাণ খুলে দিতে পারে না।

বীরবল। কে সে ভাগ্যবান? ভারত-সম্রাট যার কাছে ভিখারী হ'য়ে দান গ্রহণ করেছেন?

আকবর। সে প্রমোদ-কুমার! শ্রীপতির নিকটই সে দিন তার পরিচয় পেয়েছি। সে শ্রীপতির বাল্যবন্ধু! এখন সে আশ্রয়হীন, ভাগ্যহীন, দরিদ্র যুবক। কিন্তু তার প্রাণে কি মহত্ত্ব! কি দয়া! কি করে আমি এ দেবোচিত মহত্ত্বের অধিকারী হব? এরূপ মহাত্মার সহবাসেও স্বর্গসুখ।

বীরবল। জাঁহাপনা যা বলছেন, সত্যই তাজ্জব কথা! এরূপ সাধু সদাশয় ব্যক্তির দর্শনেও মহাপুণ্য।

আকবর। মহারাজ! তোমার সে সাধ আজই পূর্ণ করবো। তুমিও তাঁকে দেখেছ। ইনি সেই সহৃদয় মোসাফের, যাঁকে সেই ডাকাতির রাত্রে, আমি ইস্কান্দার খাঁ বলে পরিচয় দিয়ে, একটী বহুমূল্য অঙ্গুরী দিয়েছিলুম। শ্রীপতিকে দিয়ে তাঁকে বলে পাঠিয়েছি—আজ সন্ধ্যার পর এই দুর্গে তিনি আমার সাক্ষাৎ পাবেন। তাঁর আসবার সময় হয়েছে। যাও মহারাজ! তাঁকে সমাদরে আমার মহলে নিয়ে এস।

[প্রস্থান।

প্রমোদের চক্ষু বন্ধন করিয়া খোজার প্রবেশ।

প্রমোদ। আর কত দূর এমন করে নিয়ে যাবে ভাই! আর যে অন্ধকার সহ্য হয় না!

খোজা। (চক্ষু খুলিয়া) জনাব! আপনি যথাস্থানে এসেছেন। আমাদের কাজ শেষ হয়েছে। কসুর মাফ্ করবেন।

[প্রস্থান।

অন্ধকার কক্ষ সহসা উজ্জ্বলিত হওন ও বীরবলের প্রবেশ

প্রমোদ। স্বপ্ন! প্রত্যক্ষ স্বপ্ন! কোথায় এলুম!

বীরবল। মহাশয়! আপনার নাম কি প্রমোদকুমার? খাঁ সাহেব এইমাত্র আপনার নাম কচ্ছিলেন।

প্রমোদ। হাঁ মহাশয়! এ দীনের ঐ নাম। আমারি মহা-সৌভাগ্য যে খাঁ-সাহেব আমায় স্মরণ করেছেন। খাঁ সাহেব মহাশয় লোক। তিনি নিজে ভাল বলেই তাঁর লোক জন সকলেই ভাল। বহু চেষ্টায়, আমার বন্ধু শ্রীপতির অনুগ্রহে, আমি খাঁ সাহেবের সন্ধান পেয়েছি। পরের গচ্ছিত ধন

ফিরিয়ে দিতে না পারায়, এতকাল যে অশান্তি ভোগ করছিলুম, যাঁর জিনিস তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে—আজ নিশ্চিন্ত হব।

ইস্কান্দার-খাঁ বেশী আকবরের প্রবেশ।

আকবর। আরজ বন্দেগি সাহেব! মেজাজ সরীফ? সেই ডাকাতির দিন রাত্রে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল! চিন্‌তে পাচ্ছেন কি? আমার নামই—ইস্কান্দার খাঁ।

প্রমোদ। বন্দেগি খাঁ সাহেব! আপনাকে চিন্‌তে পারবো না? সে রাত্রে আপনি যে উপকার করেছেন, আমি জীবনেও তা বিস্মৃত হবো না। অতি দীন পথের ভিক্ষুক আমি, আমাকে এত আদর অভ্যর্থনা কেন জনাব!

আকবর। ওকথা বলে অপরাধী কর্বেন না। আপনি আমার দোস্ত। এ আপনার নিজগৃহ বলেই জানবেন। আমাকে পর ভাব্‌বেন না। আপনার উপযুক্ত আদর অভ্যর্থনা করি, সে সাধ্য আমার কই? যা কিছু ত্রুটি, মেহেরবাণীতে মার্জ্জনা কর্বেন। শুনলুম, আপনি আমার সন্ধানে সহর তোলপাড় কচ্ছেন! কারণ কি?

প্রমোদ। সেই ডাকাতির রাত্রে, ছাড় বলে এই বহুমূল্য অঙ্গুরীয় আমায় ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। এটা ফিরিয়ে দিতে না পাল্লে—

আকবর। অত ব্যস্ত হবার প্রয়োজন কি সাহেব! বন্ধুত্বের সামান্য স্মৃতি বলেও তো ওটা রাখতে পার্ত্তেন।

প্রমোদ। বন্ধুত্বের পবিত্র স্মৃতিরক্ষা ত আদান প্রদানে হয় না জনাব! বিশেষতঃ এ বহুমূল্য স্মৃতি চিহ্ন—

আকবর। যদি অত সঙ্কোচ বোধ করেন, তা হ'লে দিন। পরের ধন গ্রহণে, আপনি যে নিস্পৃহতা দেখালেন, আমার প্রভু সম্রাট আকবর-সাহেও তা দুর্ল্লভ। বাজে কথা যাক্। আজ আপনি আমার মাননীয়

অতিথি। একটু আতর পান নিতে হবে। বাঁদী! বাঁদী! তোমাদের মধুর সঙ্গীতে আমার দোস্তের চিত্ত বিনোদন কর।

বাঁদীগণের প্রবেশ ও গীত।

বাঁদীগণ।

রঙ্গিলা যামিনী, বহিছে মলয়া, তাতে—তনু শিহরে
পশিছে জ্যোছনারাশি, অতি ধীরে, শ্যামল তরু শিরে।
তমালে কোকিল পঞ্চম তানে
হানিছে বিষম বাণ, বিরহীর প্রাণে—
রঙ্গিলা আশা, রঙ্গিলা ভাষা, রঙ্গিলা নেশা, হেরি চিতচোরে।

[প্রস্থান।

আকবর। আসুন মহারাজ! আমার দোস্তের সঙ্গে আপনার আলাপ করে দিই।

বীরবল। প্রকৃতই ইনি আপনার উপযুক্ত দোস্ত। এঁকে স্পর্শ কববার যোগ্যও আমরা নই। ইনি অতি মহাত্মা। এঁর পদস্পর্শে স্থান পবিত্র, দেহ স্পর্শে—আত্মা পবিত্র; মধুর সরস বাক্যে চিত্ত পবিত্র হয়। জাঁহাপনা! সম্রাট! আপনার কথাই সত্য। এঁকে দেখে আমি কৃতার্থ ও ধন্য হয়েছি।

প্রমোদ। (স্বগতঃ) একি! সম্রাট কে? জাঁহাপনা কে? একি প্রহেলিকা! (প্রকাশ্যে) সম্রাট! জাঁহাপনা! কই? কোথায় তিনি?

বীরবল। আপনি যাঁর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে, আজ আপনি যাঁর অতিথি, সেই ছদ্মবেশী ইস্কান্দার খাঁই—ভারত সম্রাট আকবর সাহ।

প্রমোদ। (ভূমে বসিয়া) সাহান্ সা! না জেনে এ অধম কত অপরাধই করেছে। বান্দার গোস্তাখি মার্জ্জনা করুন। দীনের চেয়েও দীন আমি। অতি ক্ষুদ্র আমি। এ দীনের সঙ্গে কঠোর রহস্য কেন নরাধিপ? এ গোলামের গোলাম—

আকবর। (হাত ধরিয়া) কে যে গোলাম, আর কে যে প্রভু, এ দুনিয়ায় তার কোন মীমাংসাই হয় না সাহেব। সব জীবই অবস্থার দাস, ভাগ্যের দাস। সম্রাট হয়েও কেউ ভিক্ষুকের মত নীচ-প্রবৃত্তি হয়, আর ভিক্ষুক হয়েও কেউ সম্রাটের মহত্বের উপরে গিয়ে কাজ করে। তার প্রমাণ তুমি। প্রমোদ! আমিই সেই দরিদ্র ভিক্ষুক, যে শ্রীপতির গৃহে তোমার করুণার দান গ্রহণ-করেছিল। আমিই সেই ইস্কান্দার খাঁ, যে ছলনার আশ্রয়ে, তোমার নির্লোভের পুরস্কার রূপে ছাড় বলে তোমাকে এ বহুমূল্য অঙ্গুরীয় দান করেছিল। তাও তুমি নিলে না, ফরিয়ে দিতে এসেছ। প্রমোদ! আমি ঐশ্বর্য্যে বড়, ক্ষমতায় বড়, কিন্তু মহত্বে তুমি অতি বড়। তোমার প্রাণের মহত্বের পুরস্কার-দানের ক্ষমতা আমার নাই। আজ হ'তে তুমি আমার বন্ধুর মত এই রাজ-প্রাসাদে স্থান পাবে—আর আমার রাজকার্য্যে সহায়তা কর্বে। তোমাকে পঞ্চশতী মনসবদারী প্রদান কল্লুম। একটু রহস্য করবার জন্য তোমায় যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছি। এখন এস বিশ্রাম কক্ষে যাই।

প্রমোদ। জাঁহাপনা! মার্জ্জনা করবেন। আমি উন্মাদ, আমার মতি স্থির নেই। আমার প্রাণ শ্মশান, মনে শান্তি নেই, লোকালয় ত্যাগ করে বনে বাস করাই আমার শ্রেয়ঃ। আমায় অনুমতি দিন সাহান সা—আমি আগ্রা ত্যাগ করে চলে যাই।

আকবর। প্রমোদ! তোমার অবস্থা আমি শ্রীপতির মুখে সব শুনেছি। সে অনুসন্ধান যদি না রাখ্তুম, তাহ'লে নিশ্চয় আমি এই সুবিশাল সাম্রাজ্য শাসনে অনুপযুক্ত। চন্দ্রশ্রীর কন্যা, দোলগোবিন্দ, সব কথাই জানি। শান্ত হও—শীঘ্রই তার সুব্যবস্থা করবো। আমার সঙ্গে এস। মহারাজ বীরবল! চন্দ্রশ্রীকে এখনই দরবারে হাজির হবার জন্যে পরোয়ানা দিন।

বীরবল। জনাব মালিক। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

বনপথ

বেলা। কি হবে! কোথায় যাব! এ নির্জ্জন বন প্রদেশে, কে আমার আশ্রয় দেবে? কে সে দেবী—যিনি অতকরুণা দেখিয়ে, দোলগোবিন্দের মত পিশাচের হাত থেকে আমায় মুক্ত কল্লেন! চিরজীবন ক্রীতদাসী হয়ে, তাঁর চরণ সেবা কল্লেও ত সে ঋণ শোধ হবে না! এত তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে গেল, যে তাঁর সঙ্গে দুটো কথাও কইতে পেলেম না! এ অনন্ত বিশ্বে যে আমি একা! হায়! কেন নিগ্রহের ভয়ে পিতৃগৃহ ত্যাগ কল্লুম! এ রূপ আমার শত্রু, যৌবন আমার শত্রু। এ রূপই দেখ্‌ছি আমার সর্ব্বনাশ কর্ব্বে! প্রমোদ! প্রিয়তম! কোথায় তুমি! জানিনা তুমি কারাগারে এ অভাগিনীর জন্য কতই না কষ্ট ভোগ করছো। কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল! যা—সত্য ছিল, তা স্বপ্ন হলো! ধনীর একমাত্র আদরিণী কন্যা হয়ে, আজ আমি পথের ভিখারিণী। মৃত্যু—মৃত্যুই এ বিপদে আমার একমাত্র উপায়! না—না মরতে পারবো না। আমার প্রমোদ, আশার আশায় কারাগারে দিন গুণছে! মরতে পারবো না। এক জন কাঠুরে বল্লে, এই বন পার হলেই আগরা সহর। শুনেছি, হিন্দুস্থানের বাদসা—আকবর সাহ ন্যায় বিচার করেন। তাঁর চরণে মনোবেদনা জানাবো। তাহলেও কি প্রমোদ মুক্তি পাবে না। একি! ওরা কারা এদিকে আসছে! কি বিকটাকার ভীষণ মূর্ত্তি! পোষাক দেখে বোধ হচ্ছে মুসলমান! কি হবে! কিরূপে নারীর সতীত্ব সম্মান মর্য্যাদা রক্ষা কর্ব্বো। ভগবান! ভগবান! রক্ষা করো! যাই অই গাছের আড়ালে লুকুই। হয়ত ওরা আমাকে দেখ্‌তে পায়নি।

[প্রস্থান।

১ম বদ্‌মায়েস্। বনের ভেতর থেকে পিছু নিয়েছি বাবা! পালাবে কোথায় চাঁদ?

২য় বদ্‌মায়েস। গেল কোথায়! এই ত এখানে ছিল! ওরে—সেটা জিন-পরীর বাচ্ছা! তা না হলে অত রূপ!

৩য়। থাম্ শালা আহাম্মোক! অই যে গাছের আড়ালে কে দাঁড়িয়ে আছে না—

(বেলার নিকট অগ্রসর হওন)

বেলা। কে তোমরা! কে তোমরা! আমি আশ্রয়হীনা অবলা।

১ম বদ্‌মায়েস। আলবৎ আশ্রয় দোব! তোমার ঘরে নিয়ে গিয়ে খুব তোয়াজে জানপেয়ারি কয়ে রাখবো।

বেলা। (স্বগতঃ) কি সর্ব্বনাশ! (প্রকাশ্যে) কে তোরা যা চলে যা—

২য় বদ্‌মায়েস। ওসব হুঙ্কারে চলছে না চাঁদমণি! আমরা আটাশে ছেলে নই—ওতে ভড়্‌কাইনি। সোজা কথা—বিনা হুজ্জুতে আমাদের সঙ্গে এস!

বেলা। তোমরা আমার পিতা—আমি তোমাদের আশ্রিতা কন্যা! বাবা! বাবা! তোমরাই আমার বাঁচাও—রক্ষা কর!

১ম বদ্‌মায়েস। কেয়া—বা—ত্ মেরে জা—ন! আর চালাকি করে কাজ নেই। সময় বয়ে যাচ্ছে! নে ধরে ফেল্—মুখ বাঁধ—(অগ্রসর হওন)

বেলা। সাবধান! ছুঁস্‌নে—কুমারির পবিত্র দেহ স্পর্শ করলে এখনি আগুন জ্বলে উঠ্‌বে!

১ম বদ্‌মায়েস। বটে—এইবার তোমার গজ্‌রানির শেষ কচ্ছি!

বেলা। কে কোথায় আছে! রক্ষা কর! রক্ষা কর। অবলার সতীত্ব নষ্ট হয়, কুমারীর ধর্ম্মনাশ হয়—(ভূমে পতন ও মূর্চ্ছা)

প্রমোদের বেগে প্রবেশ

প্রমোদ। ভয় নেই! ভয় নেই। এ কি। এ যে মুর্চ্ছিত রমণী দেহ! সাবধান পিশাচের দল! সরে যা—কেন বৃথা প্রাণে মরবি!

১ম বদমায়েস্। এ শালা দুস্‌মন আবার কোথা থেকে এলরে? আগে একেই সাবাড় কর। (প্রমোদকে আক্রমণ)

প্রমোদ। যমের কাছেও যদি প্রাণ ফিরে পাও, কিন্তু প্রমোদের কাছে প্রাণের কোন আশাই নেই। (যুদ্ধ)

৩য় বদমায়েস। ফুর্ত্তিসে লড়্। ফুর্ত্তিসে লড়। বুকে ছোরা মার! (আহত হইয়া প্রমোদের পতন)

প্রমোদ। ওঃ সাংঘাতিক আঘাত! ভগবান! এ দাসকে একবার দাঁড়াবার শক্তি দাও, না হয় তোমার মায়া শক্তি বলে এ বিপন্না অবলাকে উদ্ধার কর! ওঃ—

খোজা সঙ্গে ছদ্মবেশে হেনার প্রবেশ।

হেনা। উদ্ধার কর্ত্তে খোদা আমায় পাঠিয়েছেন।(প্রহরীদের প্রতি) সব ব্যাটাকেই বেঁধে ফেল—

দুইজন বদমায়েসের পতন ও অবশিষ্টের পলায়ন।

(প্রহরীদের প্রতি) তোমরা ধন্য! এ মহাকার্য্যের পুরস্কার আমার এই কণ্ঠহার। এই আহত মুর্চ্ছিত মোসাফেরকে যত্নের সহিত আমার আবাসে নিয়ে যাও। আমি এখনি যাচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান।

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মোসাফের খানার বারান্দা

গজাধর।

গজা। আচ্ছা চরকী ঘোরানটাই ঘোরালে বাবা! নসীব রে! দুনিয়ায় দেখেছি তোবই খুব ক্যারামত। জ্যান্ত ছিলুম—ফট্ করে মরে গেলুম। তারপর আবার ফস্ করে বাঁচলুম। শেষ কিনা ছদ্মবেশে দাগী আসামী হ'য়ে, সহরময় টোঁ টোঁ। কোথায় বা বেলা! আর তার জুড়ীদার আমার সেই আধফোটা চামেলী। রোজ এই মুসাফের-খানায় ধন্না দিয়ে বসে থাকি, মনে ভাবি তাকে দেখ্‌তে পাব, কই—কারুই ত দেখা নেই। তা নাই হোক্—আজ যে খুড়োর দেখা পেয়েছি এই ঢের! এই যে একটা ছোঁড়া, বাসন্তী মলয়ার মত বেশ হেলতে দুলতে এই দিকেই আসছে। ছোঁড়া হলেও বোধ হচ্ছে যেন এর মুখ খানা আমার চামেলী ছুঁড়ীর মত। মন্দ চামেলী এল কোত্থেকে রে বাপ! বাবা! এ হল তাজ্জব সহর, বাদসাহী আগরা! এখানে সবই হতে পারে।

পুরুষবেশী চামেলীর প্রবেশ।

গীত।

'দিল্‌কা রোশনি মেরা টুটা পিয়ারে।
কাঁহা মেরা, কাঁহা মেরা, প্রাণ পিয়ারে—রে—রে।"

গঙ্গাধর। বাঃ! বেশ তারিবৎ ছেলে, দেখ্‌ছি ত। বলি ও "দিল্‌কা-রোশনি-ভাই!" দাঁড়াও না—তোমার সঙ্গে দুটো কথা কই।

চামেলী। আপনি ত বড় বেয়াদব মশাই!

গঙ্গাধর। এ বান্দার অপরাধ?

চামেলী। চামেলী—চামেলী—করে চেঁচাচ্ছিলেন যে?

গঙ্গাধর। তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল চাঁদ?

চামেলী। আপনি কি গাঁজাটাজা খান নাকি?

গঙ্গাধর। গাঁজা খাই—চণ্ডু খাই—চরস খাই—তোর ঐ টেরিকাটা মাথাটা পর্য্যন্তও খেতে পারি। বলি বেয়াদবিটা হ'লো কোথায়—আগে তাই বল্।

চামেলী। জানেন—আমার ভালবাসার নাম চামেলী।

গঙ্গাধর। বটে! এই বয়সে ভালবাসার রসও ঢুকেছে! আচ্ছা বখাটে ছেলে যাই হ'ক।

চামেলী। কেন মশাই! যাকে ভালবাসি, সেত আপনার ভগ্নী নয়, যে গায়ে লাগ্‌লো!

গঙ্গাধর। হতভাগা-নচ্ছার-পাজী-বেইমান কোথাকার! যতবড় মুখ ততবড় কথা!

(প্রস্থান।)

চামেলী। ওহে পালোয়ান! ছাড় ছাড়। আমি পুরুষ নই—মেয়ে মানুষ!

গঙ্গাধর। মেয়েমানুষ! একি চামেলী যে! এ বেশে এ মোসাফের-খানায় কেন চামেলী! বেলা কোথায়?

চামেলী। যে গলা—টিপুনী দিয়েছ, একটু হাঁফ্ ছেড়ে সামলাতে দাও। সব বল্‌ছি, কিন্তু আগে বল দেখি তুমি এখানে কেন?

গঙ্গাধর। তোমাদেরই সন্ধানে। বেলা কোথায় চামেলী? শীঘ্র বল্—

চামেলী। সর্ব্বনাশ হয়েছে গঙ্গাধর! এ অভাগিনীই সেই সর্ব্ব-নাশের মূল। বেলা যে কোথায়,—তা জানিনি। তার জন্যে আমি পথে পথে ঘুর্‌ছি।

বিনায়কের প্রবেশ।

বিনায়ক। কে রে তোরা! আমার আদরিণী বেলার নাম কচ্ছিস্? একি গঙ্গাধর! আমার বেলা কোথায় গঙ্গাধর?

গঙ্গাধর। বাবাজী! বেশী আশায় গা—ভাসান দেবেন না। একে চিন্‌তে পাচ্ছেন কি?

বিনায়ক। চামেলী! তুই? তুই আর আমার বেলা যে কায়া-ছায়ার মত একসঙ্গে থাক্‌তিস্। বল চামেলী—আমার বেলা কোথায়?

চামেলী। দাদা! বেলাকে তার পিতার কারাগার থেকে এ হত-ভাগিনীই উদ্ধার করেছিল। কিন্তু কর্ম্মদোষে, ঠিক সময়ে বেলার কাছে নদীতীরে পৌঁছুতে পারিনি বলে, বেলাকে হারিয়েছি। তার সন্ধানে দেশে দেশে ফির্‌ছি। যে মাঝিদের নৌকা ঠিক করেছিলুম, তারা বলেছে, বেলাকে জনকতক বদমায়েস্ বলপূর্ব্বক আগরায় নিয়ে গেছে। কি হবে ঠাকুর্দ্দা—আর কি তাকে ফিরিয়ে পাব?

বিনায়ক। ভগবানে বিশ্বাস কর মা! মানুষ কিছুই কর্ত্তে পারে না। ভেতরে চল। তাকে খুঁজে বার করবার একটা উপায় স্থির করি গে।

[প্রস্থান।

গঙ্গাধর। কি উপায় হবে চামেলী?

চামেলী। উপায় অনেক। চেষ্টায় কি না হয় গঙ্গাধর! খালি এই সহর নয়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তন্ন-তন্ন কোরে আমার বেলাকে খুঁজতে হবে; দেখ্তে চাই—কোন পিশাচ সেই স্বর্গের প্রতিমাকে লুকিয়ে রেখেছে। নিশ্চয়ই তাকে খুঁজে বার কর্ব্বো—আর জেনো—যদি সেই পিশাচকে দেখ্তে পাই,—তা হ'লে এই শাণিত ছুরি তখনই তার বুকে বসাব!

(ছুরিকা প্রদর্শন।)

গঙ্গাধর। দেখিস্ রে! যেন আমার মেরে বসিস্ নি। চল চল খুড়োর সঙ্গে বসে, একটা মৎলব ঠিক করি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হেনার কক্ষ

হেনা

গীত

ধীর্ সে চেত মেরা মন্ ।
কই তুহারা নেহি আপন্ ।
দিল তুহারা, আপন না হুয়া,
সবহি পরবশ—সবহি দুষ্মন ॥
আঁখি তেরা আগে মজাওয়ে—
আফ্শোস্ সে দিল্—পিছাড়ি রোয়ে,
এহি দুনিয়াদারী, বড়া গুণাগারী
দুনিয়ামে কহি তেরা নেহি আপন্ ।

হেনা। ইয়ে মেরি হজরৎ! ইয়া মেরি খোদা! ময়্ একদম্ বেগানা হোগেয়ি। মেরে মহব্বৎবিটুটা। মেরে আসক্তি চলা গিয়া, এত্তা বড় দুনিয়া! লেকিন্ কই নেই হামারা। খোদা! মেহেরবান্! মেরা দিল একদম্ বিগড় গেই। ময়্ দেওয়ানা—ময়্ দেওয়ানা।

বাঁদীর প্রবেশ।

বাঁদী। বিবি! খানা তৈয়ারি—খাবে না?

হেনা। ময় দেওয়ানা! বাঁদী ময়—দেওয়ানা।

বাঁদী। বালাই! দেওয়ানা হ'তে গেলে কেন মা? এমন নসীব তোমার, এত দৌলত তোমার, ভোগ করবে কে?

হেনা। খোদার দেওয়া নসীব। নসীবের দেওয়া এ দৌলৎ। নসীব যখন বিগড়েছে—তখন জোর করে ভোগ করায় কে বাঁদী? আমার কে আছে, যাকে নিয়ে এই আমীরের ঐশ্বর্য্য ভোগ কোর্‌ব?

বাঁদী। এত আমীর তোমার রাঙ্গা পায়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, এত ওমরাও হাঁটাহাঁটি করে পায়ের চাম্‌ড়া ছিড়ে ফেল্লে—এদের নিয়ে ভোগ কর না কেন বিবি?

হেনা। আপনার লোক না হ'লে কি ঐশ্বর্য্য ভোগ হয় গুলসানা? যারা আমার কাছে আসে, তারা কেউ ত আমার আপনার নয়। কেউ বা একটু হাসির ভিখারী, কেউ বা একটু ভালবাসার ভিখারী, কেউ একটু মিষ্টি কথার ভিখারী। ভিখারীর দল নিয়ে কি সম্রাটের ঐশ্বর্য্য ভোগ হয় বাঁদী?

বাঁদী। তাহ'লে কেন খয়রাৎ কর না মা। বেহেস্তে তোমার পাক দৌলত-খানা হবে। হুরীরা তোমার গলায়, তারার-মালা পরিয়ে দেবে।

হেনা। তাই করবো। খয়রাতই করবো। এ তিন-মহল বাড়ী, এত জহরত-পোরা সিন্দুক, এত চক্‌চকে আসরফি, সব খয়রাত ক'রে দেওয়ানা হব।

একজন বাঁদীকে লইয়া কুল্‌ককের প্রবেশ

কুলকফ। নচ্ছার মাগী! আয়—এদিকে। চোর! বজ্জাৎ! হারামজাদী! কোথাকার! বিবি! এ মাগী আপনার সেই ফিরোজা-রঙের সাঁচ্চার পেশোয়াজ থেকে, মুক্তা চুরি কচ্ছিল—তাই একে ধরে এনেছি।

২য় বাঁদী। মা দয়াময়ী! তোমার অগুন্তি মোহর সিন্দুকে পচে যাচ্ছে আর একটা টাকার জন্ত আমার বালবাচ্ছা না খেতে পেয়ে মারা যেতে বসেছে। মা—এবার আমায় মাফ্‌ করো।

হেনা। তোকে মার্জ্জনা কল্লুম। নিয়েছিস্—বেশ করেছিস্। আরও নে—যত পারিস নে! এই পোষাক তোর। কিন্তু সাবধান! আর আমার কাছে আসিস্ নি! চুরি অতি হীনতা! চুরীর চেয়ে ভিক্ষাতেও মহত্ত্ব আছে। এখনি আমার স্বমুখ থেকে চলে যা।

২য় বাঁদী। মা দয়াময়ী! এই মতি-বসান পেশায়াজেই আমার জীবনের দুঃখ ঘুচবে। আর বাঁদিগিরি কোর্ত্তে হবে না। দয়াময়ী! বেহেস্তে তোমার সোণার বাতি জ্বলুক।

[প্রস্থান।

১ম বাঁদী। কল্লেন কি বিবি! ও পোষাকটার দাম যে হাজার আসরফি।

হেনা। কিন্তু ওর যে তেমনি দশ হাজার অভাব বাঁদী।

১ম বাঁদী। মা! মাগী বড় চোর! বড় শয়তান!

হেনা। এ স্বার্থপর দুনিয়ায়, মানুষ কটা আছে বাঁদী? শয়তান কে নয় বল দেখি? পরের না নিলে কি কারুর নিজের ধন বাড়ে। পরের মন্দ না কল্লে কি নিজে বড় হয়? শয়তান হয়—খোদার বিচারে শাস্তি পাবে। তোর আমার সে জন্যে ভাবনা কেন?

১ম বাঁদী। খোদার বিচার-ত কেউ দেখ্‌তে পায় না মা?

হেনা। যে চোখ্ দিয়ে দেখে,—সে দেখ্‌তে পায়। আর যার বিচার হয়, সেও জান্তে পারে। বিচারের ফল ত একজন্মে যায় না,—জন্মে জন্মে তার জের থাকে।

[বাঁদীর প্রস্থান।

একজন বালককে প্রহার করিতে করিতে রহিমের প্রবেশ।

হেনা। একি! এ কোমল প্রাণ শিশুকে, এমন নিষ্ঠুরভাবে কে আঘাত কল্লে? রহিম! একে বেঁধে এনেছিস্ কেন? এখনি ওর বাঁধন খুলে দে। আয় বাবা! আমার কোলে আয়।

(শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন)

রহিম। মা! ছোঁড়াটা বড় চোর। তোমার সেই সোনার ময়ুরটা চুরি করে পাঁচিল টপ্‌কে পালাচ্ছিল।

বালক। মা! ও আমার বড় মেরেছে। দেখ মা! রক্তে গা ভেসে যাচ্ছে। আমার বাপ মা—তিন দিন উপবাসী। ছোট ভাইটী খেলনার বায়না ধল্লে। গরীব বাপ মা খেল্‌না কোথায় পাবে? কে যেন আমার কাণে কাণে বলে দিয়ে গেল—"হেনা—বিবির বাড়ী যা।" মা! তোমার বাড়ীর পাঁচীল টপ্‌কে এসে, ঘরে ঢুকেই সুমুখে এই পুতুলটা দেখ্‌তে পেলুম। ভাইকে দোব বলে নিয়ে যাচ্ছি, এ শয়তান আমায় ধর্ল্লে। মা! মা! আমায় রক্ষা কর!

হেনা। রহিম! সত্যই তুই শয়তান। আমার জিনিস নিয়েছে—বেশ করেছে। তুই কে? আজ থেকে তোর ইস্তফা হোল।

রহিম। মা দয়াবতী! আমি ভৃত্যরূপে কর্ত্তব্য পালন করেছি। তোমার প্রাণে যে এত মহত্ব লুকানো ছিল—তাত আগে জানতুম না মা!

হেনা। খপরদার! আর কখনও বালকের গায়ে হাত তুলিস্ নি। যাও বাবা! এ সোণার পুতুল তোমায় দিলুম। তোমার ভাইকে খেলতে দাও গে। তোমার বাপ্‌কে ব'লো, এটা বেচ্‌লে দু'হাজার আসরফি পাবে। রহিম! এর উপবাসী বাপ মার জন্যে এখনই প্রচুর খানা নিয়ে যা। এবার তোকে মাপ কল্লুম।

রহিম। মা! তুমি অতি দয়াময়ী! সেলাম মা।

[বালক ও রহিমের প্রস্থান।

হেনা। কুলকক্ তুইও যা। আমি একটু নির্জ্জনে থাক্‌তে চাই। লোকের জ্বালা আমার বড় জ্বালা হ'য়েছে। সবাই ত্যক্ত করে। কেউ একটু শান্তিতে থাকতে দেয় না।

[কুল্‌কক্ষের প্রস্থান।

শূন্য প্রাণ আজ পূর্ণ হ'লো। একটু দানে কেন এত মহত্ব! কেন এত চিত্ত প্রফুল্লতা। খোদা! রাজ-রাজ্যেশ্বর! এতদিন তবে আমার চোখ বেঁধে রেখেছিলে কেন প্রভু? দানে এত পুণ্য—দাতার মনে এত অনাবিল শান্তি—আগে তা জান্‌তে দাও নি কেন প্রভু!

গীত।

কেন প্রাণে জেগে ওঠে, নিরাশার হাহাকার।
কেহ না মুছাতে আসে, এ গলিত নয়নাসার॥
সবাই আছে—কেউ নাই, জ্বালার জ্বলনে ছাই,
অলস অবোধ চিত, কিছু ত বোঝে না আর।
সুখভরা এ মেদিনী, খালি আমি বিষাদিনী,
জানি না কেমনে যাবে, এ জীবন যাতনা-ভার।

তৃতীয় দৃশ্য

উদ্যান

গঙ্গাধর

গঙ্গা। ভাগ্যগুণে আচ্ছা সানাইদার বোনাই-ই পেয়েছি। অমন আগরা সহর ছেড়ে, বাসা কল্লেম কিনা—দৌলতগঞ্জে। সহরে থাক্‌লে অনেক খরচ কিনা? পাঁচিল টপ্‌কে বাগানে ত ঢুক্‌লুম। এখন করি কি? সেই খাঞ্জা খাঁ বোনাই শালার চোখে পড়লে, এখনই কোত্তোয়ালকে ধরিয়ে দেবে। কিন্তু বেলার খবরটা দিদিকে ত দিতেই হবে। কেঁদে কেঁদে বোন্‌টা আমার পাগলের মত হ'য়ে গেছে। ওরে বাবা! এদিকে আসে কে? এইবারে মজালে দেখছি—যাই—ওই বড় গাছটার আড়ালে ঘাপ্‌টী মেরে থাকিগে।

চন্দ্রশ্রী ও সেফালির প্রবেশ।

চন্দ্রশ্রী। দেখ্‌! সেফালী! এখনও সব কথা স্বীকার কর। নিশ্চয়ই তুই বেলার খবর জানিস্‌। বল্‌—কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছিস্‌? দেড় দেড় লাখ টাকা আমার হাতছাড়া হ'তে বসেছে! তবুও তুই বুঝিলিনি। স্ত্রী হয়ে স্বামীর সর্ব্বনাশ কচ্ছিস্‌!

সেফালী। গোবিনজীর মন্দিরে দাঁড়িয়ে আমি বল্‌তে পারি, বাছার আমার কোন খপরই পাই নি। মেয়েটা যে কোথায় গেল, বাঁচলো কি মলো—সে ভাবনা তোমার নেই—কেবল টাকা টাকা করে খেপে উঠেছ। ছি! ছি!

চন্দ্রশ্রী। বটে! এবার আমার নিষ্ঠুরতার শেষ সীমা দেখতে পাবি। স্বামী হ'য়ে, স্ত্রীকে শাসন কোর্ত্তে যদি না পাল্লুম, ত পুরুষ হয়েছি কেন? সহর ছেড়ে এই নির্জ্জন বাগানে বাসা নিয়েছি—কেন জানিস্—তোর সর্ব্বনাশ করবো বলে। তুই যেমন আমার আশায় ছাই দিতে বসেছিস্—তেম্নি তোকে জব্দ কর্ব্বো। তোকে অনাহারে রাখবো। দগ্ধে দগ্ধে মারবো।

সেফালী। যেদিন থেকে বেলাকে হারিয়েছি—সেইদিন থেকে আমার সব সুখ চলে গেছে। যে হিন্দু-স্ত্রী, ব্রত—নিয়মের জন্য অত উপবাস কর্ত্তে পারে,—উপবাসে তার ভয় কি স্বামী? পতি হ'য়ে বিনা অপরাধে স্ত্রীকে কেন এত পীড়ন কোচ্ছ? দেখছি—মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ! তুমি আদেশ কর স্বামি! আমি এখুনি হাসিমুখে মরছি।

চন্দ্রশ্রী। যদি সহজে না বলিস্—তোকে খুন করে ফেলবো; দেখি স্বীকার করিস্ কি না?

সেফালী। হাঁগা টাকাই কি তোমার বড় হোল? ধর্ম্ম-পত্নী কেউ নয়? মান, সম্ভ্রম খেতাব বড় হ'ল? সেই স্নেহময়ী কন্যা তোমার কেউ নয়? ছি—ছি—ছি—স্বামিন! লোকে এ কথা শুনলে বলবে কি? এত নির্ব্বোধ তুমি! এত নিষ্ঠুর তুমি!

চন্দ্রশ্রী! আবার!—আবার মুখ ছুটিয়েছিস্? দূর হ'য়ে যা আমার সুমুখ থেকে। পৃথিবী থেকে তোর নাম লোপ হোলে, ভাববো—আমার একটা মহাকণ্টক চলে গেছে; এই পদাঘাতই তোর উপযুক্ত দণ্ড!

[পদাঘাত ও প্রস্থান।

সেফালী। (ভূমে বসিয়া) স্বামী তুমি! দেবতা তুমি! যা আদেশ করেছ, তাই করবো। কাল আর তুমি সেফালিকে জীবন্ত দেখতে পাবে না। মরতে বলেছ—মোরবো। কিন্তু কি করে মোর্ব্বো! বেলা মুখর

যে মনে পড়ছে ! তার মধুমাখা মা-সম্বোধন যে মনে পড়ছে। প্রমোদের সেই সরলতামাখা মুখখানি যে মনে পড়্ছে। না—না—আমায় মর্‌তেই হবে। ম'র্‌তেই হবে। ম'লেই সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। কি উপায়ে মোর্ব্বো ! বিষ ! কোথায় পাব ? ঐ যে গাছে একগাছা রজ্জু ঝুল্‌ছে। ঐ রজ্জুই আমার সকল যন্ত্রণার শেষ কোর্ব্বে। যাই ঐ মৃত্যু ! ঐ সে ডাক্‌ছে। স্বামী ! ইষ্টদেবতা ! আমায় মার্জ্জনা কর। ঠাকুর গোবিন্দ-জী ! মরণে আমায় শান্তি দিও—প্রভু !

বৃক্ষশাখাবদ্ধ রজ্জু—আকর্ষণ ও সবেগে গঙ্গাধরের প্রবেশ।

গঙ্গাধর। দিদি ! স্নেহময়ী ভগিনী ! কি সর্ব্বনাশ কোচ্ছ ? স্থির হও।

সেফালী। কেও গঙ্গাধর ? কেন বাধা দিলে ভাই ? বড় জ্বালায় জ্বলছি। এখনি সব শেষ হয়ে যেতো ! মায় পেটের ভাই হ'য়ে কেন এ বাদ সাধ্‌লে ?

গঙ্গাধর। আমি আড়াল থেকে তোমাদের সব কথা শুনেছি। এমন পিশাচের হাতে পড়েছ—দিদি ! এখন যতদিন বাঁচ্‌বে, চোখের জল ফেল্‌তে হবে। ভয় নেই বোন্ তোমার বেলা বেঁচে আছে।

সেফালী। বেলা বেঁচে আছে ! কোথায় ? কোথায় ? গঙ্গাধর ভাই ! আমায় সেখানে নিয়ে চল।

গঙ্গাধর। তোমার আশীর্ব্বাদে, আমার আর সে দুর্দ্দিন নেই। আমি এখন নেশা ভাঙ্গ ছেড়েছি—মানুষের মত হয়েছি। আগরায় ব্যবসা ক'রে, কিছু পয়সাও হয়েছে। এস দিদি ! আমার সঙ্গে। এ নিষ্ঠুরের কাছে থেকে কেন এত লাঞ্ছনা সহ্য করবে !

সেফালী। গজাধর! তুমি আমার সম্মুখে আমার স্বামীর নিন্দা কোর না। তিনি যতই নিষ্ঠুর হোন্, তবু তিনি আমার ইষ্টদেবতা! সতী কখনও স্বামার আশ্রয় ত্যাগ করে না।

গজাধর। দিদি! সত্যই তুমি রমণী-রত্ন! সতীর আদর্শ! দেখো বোন্! এই পতি-ভক্তির ফলে তোমার আবার সুখের দিন আস্‌বে। আমার সঙ্গে না যাও, ঘরে ফিরে যাও। কিন্তু আমার মাথায় হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা কর, সহস্র অপমানেও আর আত্মপ্রাণনাশে অগ্রসর হবে না।

সেফালী। না গজাধর! এখন আবার আমার প্রাণের মায়া হয়েছে। যখন বেলার সংবাদ পেয়েছি—তখন আরও কিছুদিন বাঁচতে চাই। বল বল ভাই! কবে আমার বেলাকে আন্‌বে?

গজা। শীঘ্রই সন্ধান করে তোমার বেলাকে এনে দোব। আমি এখন যাই। বোনাই এলে বড়ই হাঙ্গাম ঘট্‌বে।

[দ্রুত প্রস্থান।

সেফালী। ভগবান! আর কত সহ্য করবো! আমার জ্বালা যে নারী-সহিষ্ণুতাকেও অতিক্রম কচ্ছে! হায় ভাগ্য!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ

বেলা

গীত।

আমি তোমার, আশা পথ চেয়ে আছি
প্রিয়হে ! একবার দেখা দাও !
এ নয়নবারি, পাশরিতে নারি,
সখা হে ! আঁখিবারি মুছাও !
তৃষিত নয়নে—চেয়ে আছি পথপানে,
দরশন দিয়ে আশা মেটাও।
কেন তুমি পরবাসে, পিয়া বলে এস পাশে
আদরে সোহাগভরে, বারেক সুধাও।
তোমারে হৃদয়-দান, তোমারই চরণে প্রাণ
পাষাণ হয়োনা আর, এইবার ফিরে চাও।

কোথায় ! কোথায় ! তুমি হৃদয়েশ্বর ! একটী বার দেখা দাও। নাথ ! আর কি তোমায় দেখতে পাব না ? বল সখা ! কি অপরাধ করেছি যে এত নিষ্ঠুর হলে ? ভগবান ! ঐ বিশাল বিশ্বে তবে কি আমার মত হত-ভাগিনীর একটু মাত্রও স্থান নেই ? কে আসছে ?

নেপথ্যে সংগীত-ধ্বনি এবং হেনার প্রবেশ।

হেনা। কেমন সুন্দর গান গাচ্ছে মা—বেলা। ও গান শুনতে হবে। বাঁদী ! বাঁদী !

বাঁদীর প্রবেশ।

রাজপথে যে গান গেয়ে যাচ্ছে তাকে ডেকে আন্‌তো।

[বাঁদীর প্রস্থান।

বেলা! দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছ কেন? তোমার কি এখানে কোন কষ্ট হ'চ্ছে!

বেলা। কিসের কষ্ট স্নেহময়ী! আলাদা মহল দিয়েছে—হিন্দু চাকর দিয়েছ—এমন রাজভোগে রেখেছ—

হেনা। কেউ কা'কেও দেয় না। কেউ কাকেও খাওয়ায় না। আমি কে? দেখ—দিন রাত অমন করে ভেবোনা। আমি চারিদিকে লোক পাঠিয়েছি। তাঁর সন্ধান পেলেই, তোমার দুঃখ দূর হবে।

দরবেশ-বেশী চামেলীর প্রবেশ।

চামেলী। (স্বগতঃ) একি! আমার বেলা যে এখানে! গোবিন্‌জী! আজ আমার সকল পরিশ্রম সার্থক হোল। সেলাম—মা!

হেনা। দরবেশ! তুমিই কি রাজপথে গান গাচ্ছিলে? এ নবীন বয়সে দেওয়ানা হয়েছ কেন?

চামেলী। প্রাণের জ্বালায় মা! প্রাণের জ্বালায়! যাদের নিয়ে ঘর করি, তারা ত কেউ আপনার নয়। সব শত্রু।

হেনা। তোমার কি কেউ নেই?

চামেলী। যে দুনিয়ার—স্বার্থের বাঁধন পদে পদে, সেখানে কি খাটী আপনার লোক পাওয়া যায় মা?

হেনা। ঠিক বলেছ! আচ্ছা—সত্য বল দেখি, দেওয়ানা হয়েছ, কিন্তু প্রাণে শান্তি পেয়েছ কি?

চামেলী। শান্তি! শান্তি কোথায় পাবো! এ সংসারে শান্তিময় একমাত্র ভগবান! মানুষের মন কেবল ময়লায় ভরা। খুব জোর আগুনে, সে ময়লা কাট্‌লে যদি একটু শান্তি আসে। আগে মনের প্রধান ময়লা মায়াটাকে পোড়াও! নিরাসক্তির অস্ত্র দিয়ে আসক্তির মূল উচ্ছেদ কর। দেখ্‌বে, বর্ষার নদীর মত প্রাণ শান্তিবারিতে ভরে উঠবে। আমায় কি জন্যে ডাক্‌লে মা?

হেনা। যে গান গাচ্ছিলে সেটী আবার গাও।

চামেলী। যো হুকুম!

গীত।

মুস্কিলকা ইস দুনিয়ামে,
আপন্ কই নেহি তুহারা রে
দিন্‌কা রোস্‌নি, দিন্‌সে টুটে
আওয়ে ঘোর আঁধারা রে।
ঝিল্‌মেবনা এই দীন দুনিয়া
সোহি তেরা সব্‌সে আপনা,
দিল্ বিকায়ে দেওয়ানা হয়ে,
শরণ উন্‌কা লেনারে।
বাজী যব্ তেরা, হোয়েগা মাৎ—
কোই নেহি চলে গা, তুহারা সাৎ
খেয়াল ছোড়্‌কে, ধেয়ান্ ধর্‌কে
নজর সাফা রাখনা রে।

হেনা। দরবেশ! জানি না এ মধুময় সঙ্গীতের প্রত্যেক শব্দ যোজনা কার। তাঁকে আমি এখান থেকে সেলাম কচ্ছি। তোমার এ গান শুনে, আমার এ দাবদগ্ধ প্রাণে একটু শান্তি এল। একটু অপেক্ষা কর। আমি এলুম বলে।

[প্রস্থান।

বেলা। তোমার গলাটি বেশ মিষ্টি। হেনা বিবি ভারি খুসী হয়েছেন।

চামেলী। আপনাদের দয়া। আমায় কিছু দেবেন বলে বোধ হয়, উনি কিছু আনতে গেলেন। তুমিও কিছু দাওনা গা!

বেলা। আমার কি আছে দরবেশ—যে তোমায় দোব।

চামেলী। কেন, তোমার গলায় ত একছড়া সোণার হার দেখ্ছি।

বেলা। ও হার আমার নয়। এক স্বর্গের দেবতা, বিশ্বাসের দান রূপে, ওই হার আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন। দানে আমার কোন অধিকার নেই।

চামেলী। (স্বগতঃ) সহজে ধরা দিচ্ছিনি। একটু আমোদ কর্ত্তে হবে। (প্রকাশ্যে) হাঁ গা। হারছড়াটা না দাও, তোমার আর যা কিছু আছে,—তাও ত দিতে পার।

বেলা। আর আমার কি আছে দরবেশ?

চামেলী। ঐ রূপ—ঐ যৌবন, কার জন্য তিলে তিলে সঞ্চয় কোচ্ছ সুন্দরি! তুমি আমার হও।

(অগ্রসর হওন)

বেলা। সাবধান! নরপিশাচ! আমি কুলকন্যা—পরস্ত্রী।

চামেলী। এই বয়সে আমি অমন ঢের ঢের পরস্ত্রী দেখেছি। প্রথম প্রথম একটু লজ্জা হয় বটে। এ কাজের দস্তুরই অই!

(অগ্রসর হওন)

বেলা। সাবধান পাপিষ্ঠ! আর এগুস্নে। এত মহাপাষণ্ড তুই? হেনা বিবি! হেনা বিবি! বাঁদী! বাঁদী!

চামেলী। চুপ্ কর। চুপ্ কর। আমি দরবেশ নই তোমার চামেলী।

বেলা। চামেলী! চামেলী তুই এ বেশে কেন?

চামেলী। ভগবান আজ অনেক চেষ্টার পর তোমার সন্ধান মিলিয়েছেন। তোমার জন্যেই এ ভেক্।

বেলা। চামেলী! আয় তোকে ছাড়বো না।

চামেলী। চুপ্! হেনা বিবি এ দিকে আসছে। আমি আবার আসবো। আজ যাই।

হেনার প্রবেশ।

হেনা। দরবেশ! আমায় মার্জ্জনা কর। তোমার গান শুনে এ দাবদগ্ধ-প্রাণে বড়ই শান্তি পেয়েছি। এই নাও, কৃতজ্ঞতার সামান্য প্রতিদান।

(মোহরের থলি প্রদান)

চামেলী। গান গাই, পথে পথে ঘুরি বটে—ভিক্ষা কারুর কাছে নিই নি ত মা। যাদের অভাব আছে, তাদের দুঃখ দূর কর। আমার অর্থে কোন প্রয়োজন নেই।

(প্রস্থানোদ্যত)

হেনা। (পথরোধ করিয়া) বল—বল—আবার আসবে! আবার ঐ গান শুনাবে?

চামেলী। তা বরঞ্চ স্বীকার কচ্ছি! কিন্তু এরূপ বক্‌শীশের কথা আর মুখে এনো না মা।

[প্রস্থান।

হেনা। যা বললে সব ঠিক। প্রাণ শত্রু, মন শত্রু, চোখ্ শত্রু! এত দুষমন যার চারদিকে, তার শান্তি কোথায়?

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

দোলগোবিন্দের বৈঠকখানা

ইয়ারদ্বয় ও দোলগোবিন্দ

(গীত)

নর্ত্তকীগণ।

আমরা সব ভালবাসা হারিয়ে ফেলেছি,
হারিয়ে ফেলেছি।
এদিক্ ওদিক্, চারিদিকে তাই, ভালবাসা
খুঁজিতেছি।
ভালবাসা চোখের নেশা, আমরা ধারে, আশা মিটিয়েছি ;
ধরি মাছ, না ছুঁই পাণি—নয়না ঠেরে মজিয়েছি।
হারাবো, হারবো না কো, যদিও, প্রেমের শিকল পরেছি
মুচ্‌কে হাসি, প্রেমের ফাঁসি, অনেককে লো পরিয়েছি।

দোলগোবিন্দ। বাঃ বাঃ কেয়াবাৎ। আবার গাও—ফের গাও!

(গীত)

নর্ত্তকীগণ।

রমণীর প্রাণ, চুরী করে, পালাবে কোথায় ?
বঁধু! আজ ধরেছি তোমায়,
দেখি অধরে মধুর হাসি, পরেছি গলায় ফাঁসি,
ঐ বাঁকা নয়ন, ভুবন মোহন, রমণী মজায়
বাঁধবো আজ প্রেম ডোরে
রাখ্‌বো হৃদি-কারাগারে,
পরিয়ে দেবো, সোণার শিকল তোমার দুটী পায়।

দোলগোবিন্দ। কিছুই ভাল লাগ্‌ছেনা—তোমরা যাও। কুলকফ্‌ এখনো এলোনা কেন?

কুল্‌কফের প্রবেশ।

কুল্‌কফ্‌। বান্দা হাজির!

দোলগোবিন্দ। এস এস। কুলকফ্‌ তোমার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়েছিলাম।

কুলকফ্‌। হুজুর! আমি আপনার তাঁবেদার গোলাম। ঠিক সময়েই হাজির হবো—আর ঠিক সময়েও ত এসেছি।

দোলগোবিন্দ। আহা! কুলকফ বড় সাঁচ্চা আদমি। তোমাদের বিবির খবর কি হে!

কুলকফ্‌। অনেক খপর আছে হুজুর! সে সব কথা একটু গোপনে বলতে হবে।

দোলগোবিন্দ। (মোসাহেবদের প্রতি) ওহে! তোমরা একটু ওদিকে যাও—ত।

ইয়ারগণ। যাও ত কি হুজুর—নিশ্চয়ই যাচ্ছি।

[ইয়ারগণের প্রস্থান।

দোলগোবিন্দ। এখানে আর ত কেউ নেই। এখন তোমার বিবির খবর স্বচ্ছন্দে বোল্‌তে পার।

কুলকফ্‌। হুজুর! বোল্‌ব আর কি মাথামুণ্ডু! সব কথা আবার বল্‌তে লজ্জা করে।

দোলগোবিন্দ। লজ্জা? আমার কাছে তোমার কিসের লজ্জা হে!

কুলকফ্‌। হুজুর! আমার বিবির—এখন আর এক জনের ওপর পড়ন্তা হয়েছে।

দোলগোবিন্দ। বলিস্ কি ? চিতায় শুনেছি মড়া ফাঁক যায়—কিন্তু এদের কি একটা ছেড়ে আর একটা ধর্ত্তে দেরী হয় না। আচ্ছা—সেই নূতন শালা কে—বল্ দেখি।

কুলকফ্। কে, তা কে—জানে। কিন্তু পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছে।

দোলগোবিন্দ। আজই সেই শালাকে তাড়াব !

কুলকফ্। না হুজুর ! তাকে তাড়াতে আপনি পারিবেন না। বরঞ্চ তাড়া খেয়েই আস্‌তে হবে।

দোলগোবিন্দ। তবে কি প্রেমের শেকড় গেড়েছে নাকি ?

কুলকফ্। তা আর বলতে !

দোলগোবিন্দ। বটে ! আমি সে ছেলে নই ! তুই আমার গুপ্ত-গৃহে আয়। তোর সঙ্গে একটা মতলব আঁটিগে।

কুলকফ্। চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

--

ষষ্ঠ দৃশ্য

হেনার হাওয়া-খানার কক্ষ

সুখ শয্যাশায়িত প্রমোদ—পার্শ্বে হেনা

প্রমোদ। (অর্দ্ধোদিত হইয়া) আমি কোথায়?

হেনা। ব্যস্ত হবেন না। নিরাপদ স্থানেই আছেন।

প্রমোদ। এখন সব কথা মনে হচ্ছে। বল—বল—করুণারূপিণী কে তুমি? তুমি কোন স্বর্গের দেবী?

হেনা। মোসাফের! আমি দেবী নই,—পিশাচী। স্বর্গের নই—নরকের। আমার পরিচয়ে কোন ফল নেই। আপনি এখন কেমন আছেন?

প্রমোদ। আমি আপনার কৃপায় এ জীবন ফিরে পেয়েছি। অতি দরিদ্র আমি! কি কোরে এ কৃতজ্ঞতার ঋণ-শোধ কোর্ব্বো?

হেনা। (স্বগতঃ) কি দিয়ে ঋণ-শোধ কর্ব্বে তাই ভাবছ? আমি তোমায় বলে দোব। (প্রকাশ্যে) ও সব ভাবনার এখন কোন প্রয়োজন নেই। শরীরে শক্তি হবে—এই সরবৎটুকু খান।

প্রমোদ। দিন্। (সরবত পান) একটু আগে বাঁচবার সাধ ছিল না—এখন হয়েছে। তাকে আবার খুঁজতে হবে। সুখস্বপ্নে আবার বিভোর হ'তে হবে!

হেনা। কে সে,—কারজন্য আপনি এত কাতর?

প্রমোদ। বিবি! সে স্বর্গের দেবী—এ মর্ত্ত্যের নয়। পথ ভুলে—এ জ্বালাময় পৃথিবীতে এসেছিল। সে বেলা!

হেনা। বেলা! বেলা আপনার কে?

প্রমোদ। সে আমার সর্ব্বস্ব! সে আমার প্রাণের প্রাণ! জীবনের শক্তি! দেহের শোণিত!

হেনা। যদি বেলাকে ফিরে না পান—

প্রমোদ। যেখানে গেলে তাকে পাব, সেইখানে যাবো। সে যদি শ্মশান-শয্যায় শুয়ে থাকে—তার পার্শ্বে আমার চিতা-শয্যা রচনা কর্ব্বো। বিবি! আজ আমার এত ঘুম পাচ্ছে কেন? ওঃ—কি হলো! বেলা! বেলা—

(নিদ্রা)

হেনা। (স্বগতঃ) না—দেওয়ানা হ'তে পাল্লুম না। বিবেক, বৈরাগ্য, সব ভেসে গেল। আবার সেই রূপের মোহ! আহা! কি সুন্দর রূপ এই মোসাফেরের। খোদা! প্রাণে সাহস দাও,- হৃদয়ে শক্তি দাও। লোকে এ কথা শুনলে বলবে কি? যে হেনা একদিন দিল্লীশ্বর আকবর-সার প্রেম-প্রস্তাব, ঘৃণার চক্ষে উপেক্ষা করেছিল, সেই বাদসা—এ কথা শুন্‌লে কি বলবেন! সবাই বলবে—আমি দু'দিনের জন্য সখের দেওয়ানা হয়েছিলুম। কেন একে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এলেম? কেন এর কাছে বসে সেবা কল্লুম। কেন—এর ভুবনমোহন রূপ, প্রাণভরে দেখলুম! কি হবে! কি হবে? কে আমায় এ ভীষণ প্রলোভন থেকে বাঁচাবে? ওঃ—ওঃ—রূপে ভুবনমোহন কন্দর্প তুমি! যাও প্রিয়! সুখে নিদ্রা যাও। যেন একটীও দুঃস্বপ্ন তোমায় চঞ্চল করে না। জেনো! এখন তোমার সুখেই আমার সুখ। তোমার ঐরূপ দেখে আমি জন্মের মত মজেছি—প্রাণের জ্বালা ভুলেছি! দিনরাত বাঁদীর মত তোমার পরিচর্য্যা কচ্ছি, কিন্তু একটুও কৃতজ্ঞতা পাবো না! তুমি এত নিলে আমায় কিছুই দেবে না? না দাও—কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু তোমায় এখান থেকে যেতে দোব না। আমার মোহিনী-মন্ত্রে তোমায় অচেতন

করে রাখবো। আর একদৃষ্টে তৃষিত-নয়নে ঐ ভুবন-ভোলান রূপ দেখবো। তুমি কি সুন্দর! কি শান্তিময়! বল বল সখা! কেন এ হতভাগিনী হেনার সর্ব্বনাশ কল্লে? তোমায় দেখে এত সুখ,—না জানি, তোমায় স্পর্শ কল্লে আরও কত আনন্দ পাবো। দাও—হাত বাড়িয়ে দাও। আদরে চুম্বন করি। দিলে না,—নিজেই নোব। (হস্ত গ্রহণ ও চুম্বন) কি কচ্ছি! ছি! ছি!! একে স্পর্শ কর্‌লুম! প্রাণের কেন্দ্রে-কেন্দ্রে যে বিজলীর স্রোত ছুটে গেল! ধিক্ আমায়! বাঁদীরা দেখ্‌লে কি বোল্‌বে? না এখানে আর থাকা হলো না। নিশীথের নিস্তব্ধতায় শুনেছি—শয়তানের প্রভাব বাড়ে। যাই—নিজের কক্ষে যাই। বাঁদী—বাঁদী—

বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। কেন মা?

হেনা। আমার ঘরে আলো আছে?

বাঁদী। তুমি শোবে ব'লে এখনও বাতি নিবুইনি।

হেনা। দেখ্ তুই এখানে থাক্। এঁকে দেখিস্। সাবধান! যেন ঘুমুস্‌নি। ইনি যদি আমায় খোঁজেন—তখনই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিস্। এই—নে—মতির মালা। দেখিস্! এঁর সেবার যেন কোন ত্রুটী না হয়। আমি চল্লুম!

[প্রস্থান।

বাঁদী। হাঃ—হাঃ—হাঃ, আজ করিম পোড়ার-মুখোর মুখ দেখে উঠেছিলুম। একছড়া মতির মালাই নসীবে মিলে গেল। এমন রাত জাগ্‌তে আমি খুব রাজী। কিন্তু হেনা বিবি পাগল হলো নাকি?

সপ্তম দৃশ্য

হেনার বাটীর বারান্দা-নিম্নস্থ পথ

চুড়ী ওয়ালা বেশে গজাধর ও চুড়ী-ওয়ালী

(গীত)

চুড়ীওয়ালা। আমার এ বাক্সে মোড়া সাঁচ্চা চুড়ী, কে নিবিগো আয়।
বিকিয়ে গেলে, আর পাবিনে করবিগো হায়! হায়!

চুড়ীওয়ালী। আমার চুড়ী দিলে হাতে, থাকে নাগর সাথে সাথে—
জুড়াবে না নাগরীর প্রাণ—বিরহ জ্বালায়। (ওগো)

উভয়ে। নগরবাসী প্রেমপিয়াসী আছিস্ কে কোথায়
আয় গো ছুটে, নে যা লুটে - (শেষ) করবিগো হায়! হায়!
(ওগো) সবই বিকিয়ে যায়।

গজাধর। (স্বগতঃ) না বাবা! এ ঘোড়-দৌড়-ওয়ালা পিরীত, আমার সইবে না। চামেলী ছুঁড়ীটা সট্ করে যে কোথায় ডুব মাল্লে, পাত্তাই মিল্‌ছে না। অচ্ছা নাকালটাই কল্লে যা'হোক। শেষ কিনা চুড়ী-ওয়ালা সাজালে! (চুড়ীওয়ালীর প্রতি) ব্যবসার খাতিরে একবার হাঁক দাও বিবি সম্মুখেই মস্ত বাড়ী, আর বারান্দায় যেন কে একজন রয়েছে।

চুড়ী ওয়ালী। (উচ্চৈঃস্বরে দিল্লীর সাঁচ্চা চুড়ী, রাঙ্গের মুড়ি, বিকিয়ে যায় ঝুড় ঝুড়।"

চুড়ী-ওয়ালা। কে বংদার চুড়ী লিবিগো চলে—আয়!

চামেলীর প্রবেশ।

চামেলী। ভাল চূড়ী আছে রে মিন্‌সে ?

গঙ্গাধর। আছে বৈকি বিবি! তোমার যেমন গোলগাল হাত-দুখানি, তেমনই খাপ-সুরৎ চুড়ী পাবে।

চামেলী। তোর অত রূপের ব্যাখ্যানায় কাজ কিরে মিন্সে ?

গঙ্গাধর। চট কেন বিবি! তুমি বুঝি ঐ বাড়ীর বাঁদী-টাঁদি কেউ হবে ?

চামেলী। বাঁদীই হই—আর রাণীই হই, চুড়ী নোব দাম দোব। ছোট লোকের অত কথা সইবো কেন ?

গঙ্গাধর। তোমার মত ঢের ঢের খদ্দের দেখেছি। যাও সরে পড়।

চামেলী। আ—মলো যা। তবে কি ঠাট্টা কোর্ত্তে এসেছিস্ নাকি!

গঙ্গাধর। তুমি ত বিবি, আমার শালী নও—যে এই চুড়ীর মোট ঘাড়ে করে ঠাট্টা করে গেলুম।

চামেলী। ফের্ যদি অমন বেফাঁস কথা বল্‌বি, তাহ'লে পয়জার মেরে মুখ ছিঁড়ে দোব।

গঙ্গাধর। ওরে বাবা! আভাঙ্গা কেউটের মত ফোঁস্ করে উঠলো যে ? পয়জার ত মারবে বিবি, কিন্তু পা দুখানিত দেখছি খালি। পয়জার চাও—আমার কাছ থেকে ধার নাও। তার পর হাতের সুখ করে নিও। বাঁদী গুলোর স্বভাবই অই। দূর্‌! দূর!

চামেলী। (স্বগতঃ) কে এ ? এত সাহসের সঙ্গে ভদ্রঘরের জেনানার সঙ্গে কথা কয় ? এ নিশ্চয়ই সেই মুখ-পোড়া গঙ্গাধর। না একবার দেখ্‌তে হ'ল। (প্রকাশ্যে) তবে রে পাজী মিন্সে! তোর যত বড় মুখ—তত বড় কথা। তোর দাড়ী ছিঁড়ে দোব তবে ছাড়বো। কে তুই— (শ্মশ্রু ধারণ)

গজাধর। আমি গজা! থুড়ি! থুড়ি! গজনবী মহম্মদ!

চামেলী। বটে! কলমা পড়লি কবে! এটী কে তোর বোন বুঝি?

গজাধর। দাড়ী ছাড়্ চামেলী। রাস্তার মাঝখানে লোকে বোলবে কি বল্ দেখি। তোরই সন্ধানে ঘুরে মচ্ছি। এ দুনিয়ায় আমার আর কে আছে চামেলী?

চামেলী। এই ত হালফিল একজন জুটেছে দেখ্ছি। ওত মুসলমানী,—সত্যি সত্যি কল্মা পড়লি নাকি?

গজাধর। রাম! রাম! তোর বোনাই কল্মা পড়ুক। (চুড়ী ওয়ালীর প্রতি) ও গো বাছা! আর আমি চুড়ী-ওয়ালা নই। আমার কেনা বেচা শেষ হয়েছে, সখও মিটেছে। তুমি এই সব মাল-পত্র নাও। এ গুলো বেচ্লে কিছু টাকা হবে। আর এই নাও তোমার মেহনতের বখশিস্। (মুদ্রাদান)

চুড়ী-ওয়ালী। জনাব! আপনি বড় দানাদার। আপনার নজর বড় উঁচু। খোদা আপনার ভাল করবেন—সেলাম জনাব।

[চুড়ীর বস্তা লইয়া চুড়ী-ওয়ালীর প্রস্থান।

গজাধর। দানাদার—দরবেশ যা কিছু সব। যাও এখন যাও। চামেলী আমি ঢং-বদলে, চুড়ীওলা সেজে, তোদের জন্য দোর দোর ঘুচ্ছি। কিন্তু বেলা কই? তার যে কোন পাত্তাই নেই।

চামেলী। তাঁদের খুঁজে বার করা তোমার মত গাধার মুরদ নয়। আমি বেলাকে দেখ্তে পেয়েছি।

গজাধর। কোথায়? কোথায় সে?

চামেলী। একেবারে ব্যস্ত-বাগীশ হ'য়ে উঠ্লে যে! আমার সঙ্গে এস।

গজাধর। চল— [উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

কক্ষ

হেনা

হেনা। (স্বগতঃ) কি গভীর প্রেম! ছলনায় প্রমোদের প্রেমোপহার দেখিয়েও বেলার বুকে ত আগুন জ্বালাতে পাল্লুম না। কি অগাধ বিশ্বাস! গভীর মহাসাগর, সামান্য বায়ু বিতাড়নে ত তরঙ্গায়িত হয় না। না—না—বেলার হৃদয়ে অবিশ্বাস তরঙ্গ তুলতে পারলুম না। দেখি আমার কার্য্য সিদ্ধি কোর্ত্তে পারি কি না! প্রেমোন্মাদিনী রমণীর কি অসাধ্য কার্য্য আছে, একবার দেখ্তে চাই। কুল্কফ্কে, বেলার হার ও প্রমোদের পত্র চুরি কোরে আন্তে পাঠিয়েছি। সেই হার ও পত্র এখন আমার প্রধান অস্ত্র। সেই অস্ত্রে বেলাকে প্রমোদের হৃদয় হ'তে ছিন্ন করে আমিই সে হৃদয় অধিকার কোর্ব্ব!

কুলকফের প্রবেশ।

কুলকফ। বিবি! এই নিন্ (হার ও পত্র-প্রদান) হুকুম তামিল করেছি।

হেনা। এই তোর এনাম্। (অঙ্গুরীয় দান) বাহিরে অপেক্ষায় থাক্। আরও জরুরি কাজ আছে।

কুলকফ। যো হুকুম!

[প্রস্থান।

হেনা। হার! হার! তুমি বেলার পরম আদরের। আমি তোমায় তার চেয়ে বেশী আদর কোর্ব্ব, বুকে রাখবো, যদি তোমার সহায়তায়

আমার প্রেমের কণ্টক উৎপাটন কর্ত্তে পারি। একি! সহসা মনে এ বিকার উপস্থিত হচ্ছে কেন? কে যেন বারণ কচ্ছে—বলছে—এ ঘৃণিত কাজ করিস্‌নি। রমণী হয়ে রমণীর সর্ব্বনাশ করিস্‌নি। রূপ মোহে মত্ত হয়ে, নিরীহ সরলাবালার যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নিস্‌নি। কিন্তু পিশাচ-প্রকৃতি-ময় প্রাণ আমার উৎসাহিত কচ্ছে। ভাল-মন্দ, অগ্র-পশ্চাৎ দেখ্‌তে নিষেধ কচ্ছে। তৃষিত প্রাণের কথাই শুন্‌বো। ওই যে প্রমোদ এদিকেই আসছে।

প্রমোদের প্রবেশ।

প্রমোদ। আমায় বিদায় দাও হেনা বিবি!

হেনা। বিদায়? এত রাত্রে! কেন মোসাফের? আমি তোমার চরণে কি অপরাধ করেছি?

প্রমোদ। ছি! ছি! ওকথা বল্‌তে নেই। অপরাধ তোমার নয়, আমার। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে বড়ই চঞ্চল হয়েছি, তাই যেতে চাচ্ছি। সুন্দরি! আমি আজীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ!

হেনা। যুবক! এই কি তোমার কৃতজ্ঞতার প্রতিদান?

প্রমোদ। রূপে, গুণে, স্নেহ—মমতায় তুমি দেবী! কৃতজ্ঞতার প্রতিদান আমার মত দরিদ্র কি করে দেবে হেনা-বিবি! বল—কি কল্লে তোমার তৃপ্তি হতে পারে।

হেনা। যদি যথার্থই কৃতজ্ঞতার ঋণ-শোধ কর্ত্তে চাও, তা হ'লে আমার চোখে চোখে থাকো। তোমায় দেখে সুখ, ভেবে—ভালবেসে সুখ।

প্রমোদ। কি বোল্‌ছ বিবি! কি বোলছ! আমি কি সত্যই জাগ্রতে স্বপ্ন দেখ্‌ছি। (চক্ষু মার্জ্জন)

হেনা। স্বপ্ন নয়—প্রত্যক্ষ সত্য। প্রমোদ! তুমি জাগ্রত, আমি নিদ্রিত। মুসাফের! আমায় জাগিয়ে দাও, আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে দাও। আমি ঘৃণিতা—কলঙ্কিতা। তা হ'লেও তোমায় আমি প্রাণভরে ভাল বেসেছি।

প্রমোদ। আমার জীবন-দানে যে অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করেছ, কেন এ পাপ-কামনায় সে পুণ্য নষ্ট কর্‌বে হেনা? তুমি রূপসী, গর্ব্বীয়সী, ধনশালিনী। দিল্লীশ্বরের অনুগৃহীতা। কেন এ কঠোর বিদ্রূপ কচ্ছো বিবি! পথের ভিখারী আমি! আমায় ভালবেসে তোমার কি লাভ হবে?

হেনা। কি লাভ হবে? আমি যা জীবনে পাইনি—তাই পাবো। এত ঐশ্বর্য্যে যে প্রাণের আশ মেটেনি, কত শত ধন কুবেরের দিবারাত্র-ব্যাপী অসার তোষামোদে যে প্রাণ এতটুকুও কোমল হয়নি, সে প্রাণ আজ তোমার মত দরিদ্রের জন্য ব্যাকুল। প্রমোদ! প্রমোদ! কেন তুমি ঐ ভুবন-ভরা রূপ নিয়ে আমায় দেখা দিলে! কেন আমার মত হত-ভাগিনীর সর্ব্বনাশ কল্লে! আমি সর্ব্বত্যাগিনী হয়ে যে দেওয়ানা হ'য়েছিলেম। আমায় মজিও না—ডুবিও না, আর কাঁদিও না।

প্রমোদ। হেনা! সত্যই কি তুমি আমার জন্য উন্মাদিনী?

হেনা। তা না হ'লে দিন রাত জেগে তোমার সেবা কোর্ব্বো কেন? যে হাতে দিল্লীশ্বরের সেবা কল্লে, আজ আমি রাজ রাজ্যেশ্বরী হতুম, সেই হাতে তোমার পদ-সেবা কোরব কেন? তুমি কে আমার মুসাফের, যার জন্য এ গর্ব্বিতা হেনা, এতটা হীনতা স্বীকার কোর্ত্তে পাবে?

প্রমোদ। হেনা! হেনা! কেন তোমার এ কুমতি হ'ল?

হেনা। কেন হ'ল—কেউ বলে না। মনকে জিজ্ঞাসা করি, সে আরও নাচিয়ে দেয়। প্রাণকে জিজ্ঞাসা করি, সে নিরাশায় ভয়ে কাঁপে। নিশ্বাসকে জিজ্ঞাসা করি, সে আরও জোরে হৃদয়কে নিপীড়িত করে। কেউ বলে দেয়না। কেউ বুঝিয়ে দেয় না। তুমি পারো, আমায় বুঝিয়ে

দাও। প্রমোদ! প্রমোদ! সম্রাট আকবরসার আদরিণী হেনা আজ মান-সম্ভ্রম, দম্ভ-অভিমান, সব ভুলে গিয়ে, তোমার পায়ে লোটাচ্ছে। পাষাণ! নিষ্ঠুর! তাকে চরণে স্থান দাও।

(পদ ধারণের চেষ্টা)

প্রমোদ। (সরিয়া) কি কর হেনা! কি কর! নিশ্চয়ই তুমি উন্মাদিনী। আমায় ভালবাস্‌তে তোমার কোন অধিকার নেই।

হেনা। কেন—কি জন্য।

প্রমোদ। আমি বিবাহিত! আমি অপরের। ব্যভিচার—মহাপাপ! আমি সে মহাপাপে লিপ্ত হ'তে চাই না।

হেনা। কিন্তু তুমি যাকে ভালবাস। সে যদ্যপি ব্যাভিচারিণী হয়—

প্রমোদ। সাবধান্! পিশাচী! পুনরায় ও কথা বল্লে—

(মুষ্টি উত্তোলন)

হেনা। তোমার হাতে মৃত্যু হোলেও আমার পরম সুখ। কিন্তু প্রমোদ! নিশ্চয় জেনো—যার জন্য তুমি এত উন্মাদ, সে বেলা তোমার নয়! প্রমাণ দেখতে চাও? এ রত্নহার কার প্রমোদ?

(হার প্রদান)

প্রমোদ। আমার—আমার! এ হার তুমি কোথায় পেলে?

হেনা। আর—এই পত্র?

(পত্র দান ও প্রমোদের পাঠ)

প্রমোদ। বল্ পিশাচী! বল্ রাক্ষসী! কেন আমার প্রাণে দাবানল জ্বালাতে এসেছিস্।

হেনা। আমি জ্বালাতে এসেছি? ভ্রম! মহাভ্রম! ব্যভিচারিণীকে বুকে তুলে নিয়ে, আজীবন জ্বল্‌বে কেন প্রমোদ! বিশ্বাস না কর, আরও

প্রমাণ দেখাব। তা দেখে তোমার প্রত্যেক ধমনীতে বজ্রের আগুন জ্বলে উঠ্‌বে। শিরায় শিরায় প্রলয়ের কম্পন উপস্থিত হবে।

প্রমোদ। হেনা! রাক্ষসী! কেন আমার এ সর্ব্বনাশ কচ্ছিস্? কোথায় প্রমাণ—কি প্রমাণ? না দেখাতে পাল্লে, তোর হৃদয়ের রক্ত শোষণ কোর্ব্ব।

হেনা। তাই কোর। এই জীবনের উত্তপ্ত শোণিতে যদি তোমার প্রাণের তৃপ্তি হয়—তাও নিও। কিন্তু আগে বল—ব্যভিচারিণীর কি দণ্ড দেবে প্রমোদ?

প্রমোদ। যা দোষ—তাতে ব্যভিচার-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি হবে। মৃত্যু! মৃত্যুই ব্যভিচারিণীর দণ্ড। হেনা! রাক্ষসী! কি কল্লি! কেন এ সর্ব্বনাশ কল্লি!

হেনা। না—তুমি পারবে না। সেই কলঙ্কিনী বেলাকে বধ কর্ত্তে তোমার সাহস হবে না। যদি পার, প্রাণকে পাষাণ করে এখনি আমার সঙ্গে এস। যা দেখ্‌বে—তাতে কেঁপো না, ভয় পেয়ো না। এই নাও শাণিত ছুরিকা। (ছুরিকা বাহিরকরণ ও পুনঃ কোষমধ্যে রক্ষা) না—না—তোমায় এই অস্ত্র এখন দোব না। মর্ম্ম-জ্বালায়, নিরাশায়, তুমি আত্মহত্যা কর্ত্তে পার। আমি তোমায় চাই। তোমার জীবনে আমার স্বার্থ—মৃত্যুতে নয়। (স্বগতঃ) গবাক্ষ-পথে দেখেছি, চামেলী দরবেশ বেশে বাটীতে ঢুকেছে। এতেই আমার কাজ উদ্ধার হবে। (প্রকাশ্যে) এস মুসাফের! আমার সঙ্গে এস।

[হাত ধরিয়া লইয়া সবেগে প্রস্থান।

———

নবম দৃশ্য

বেলার কক্ষ

বেলা

বেলা। হায় ভাগ্য! জানি না—তুমি আমায় আরো কত কষ্ট দেবে। যে হেনা, দেবীরূপে আমায় আশ্রয় দিয়েছিল—সেই এখন শয়তানী হয়ে আমার সর্ব্বনাশে উদ্যত। সে পিশাচী—ঘোর শয়তানী! কেন সে সন্দেহ আগুনে, আমার সর্ব্বস্ব ভস্মীভূত কর্ত্তে চায়! প্রমোদকে আমি অবিশ্বাস কর্ব্বো! যে প্রমোদের দেবমূর্ত্তি, এ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করেছি—যে আমারি ধ্যানের দেবতা, তার প্রেমে আমি সন্দেহ কর্ব্বো! এ বিরাট-বিশ্ব যদি অনন্ত শূন্যে মিশিয়ে যায়, এ শোভাসম্পদময়ী মেদিনী যদি চির আঁধারে ডুবে যায়, যাক্—এখনি যাক্—তবুও আমার সে ধ্যান ভঙ্গ হবে না। চামেলী কোথায় গেল? তাকে কি এ সব কথা খুলে বলবো? সে কি আমায় এ পিশাচীর হাত থেকে উদ্ধার কর্ত্তে পারে? দেখি—সে কোথায় গেল।

দরবেশ বেশে মালা হাতে চামেলীর প্রবেশ।

চামেলী। আচ্ছা, ভোলই ফিরিয়েছি। কই পুরুষ গুলো, এমন করে ভোল ফেরাক্ দেখি। গজাধর যা বল্লে তা থেকে বোধ হয়, সে প্রমোদের সন্ধান নিশ্চয়ই পেয়েছে। তার কথা শুনে বুঝছি শীঘ্রই আমার সখীর বাসরের আয়োজন কর্ত্তে পারবো। অনেক দিন বেলাকে মালা গেঁথে পরাইনি! সে গেল কোথায়!

বেলা। চামেলি! চামেলী! পাগলের মত হাস্‌ছিস কি? বড় বিপদ উপস্থিত!

চামেলি। তোমার ও ছাই বিপদ এখন মাথায় থাক। শীঘ্রই এসব বিপদের মামলা কেটে যাবে। বুঝলে? সাধ করে আজ অনেক দিনের পর এক ছড়া মালা গেঁথে এনেছি। গলায় পরে আমার প্রাণ জুড়াও দেখি?

প্রমোদ ও হেনার অন্তরালে আগমন!

বেলা। চামেলি রঙ্গ ছাড়! আগে কাজের কথা শোন।

চামেলি। রঙ্গ ছাড়বো কিগো ঠাকরুণ! এ সব রঙ্গ তো তোমারই জন্য! মেয়ের পাট তুলে হুবহু পুরুষ সেজেছি। পুরুষের অন্য অধিকার না পাই, তোমার মত সুন্দরীর গলায় মালা ছড়াটা পরিয়ে না হয়, দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়ে নিই। (চুম্বন)

বেলা। আগে আমার কথাটা শোন। এ শত্রুপুরী। পদে পদে বিপদ! হয় ত পিশাচী হেনা এখনি এসে পড়বে! আয় কাণে কাণে বলি। বোঝ ব্যাপার টা কি ভয়ানক হয়ে উঠেছে।

(উভয়ের কথোপকথন)

হেনা। প্রমোদ! আরও দেখ্‌তে চাও!

প্রমোদ। কি দেখ্‌ছি! আমি জাগ্রত—না স্বপ্ন-মোহিত। না স্বপ্নেও ত এ বীভৎস দৃশ্য দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। প্রাণ জ্বলে গেল! শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুট্‌ছে। কি সর্ব্বনাশ!

হেনা। প্রাণকে পাষাণ কর। যা বলেছি দেখ—তা সত্য কিনা! তুমি সুধাভ্রমে হলাহল পান করেছ। প্রমোদ! নিজের চোখে সব দেখলে ত।

প্রমোদ। না—না, সব সত্য! সব প্রত্যক্ষ! প্রাণে যেন কে গরল ঢেলে দিলে! বুক ফেটে গেল। মাথা ঘুরছে, সমস্ত বিশ্বসংসার ঘুরছে। পা কাঁপছে—আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনি।

হেনা। প্রাণে শক্তি সঞ্চার কর। ঐ বিশ্বাস-ঘাতিনীর ছল চাতুরীর মোহ থেকে মুক্ত হও প্রমোদ!

চামেলি। তাই ত—এতদূর হয়েছে। ভয় নেই বেলা! প্রমোদের সন্ধান পাইনি বলে, তোমায় এখান থেকে নিয়ে যাইনি! যখন ব্যাপার এত দূর ঘটেছে, তখন গঙ্গাধরকে সংবাদ দিয়ে—আজি তোমায় উদ্ধার করে নিয়ে যাব।

[প্রস্থান।

প্রমোদ। উঃ! আর সহ্য হয় না! কলঙ্কিনী! বিশ্বাস-ঘাতিনী! আজ তুই আমার সুখময় প্রাণ, শ্মশান করে দিলি। মনুষ্যত্ব দূর হও। শয়তান! পিশাচের ভীষণ প্রতিহিংসা বৃত্তিতে এ হৃদয় পূর্ণ কর! না—না আর সহ্য হয় না! হেনা—বিশ্বাস-ঘাতিনীর দণ্ড কি?

হেনা। এই নাও—অস্ত্র নাও—

প্রমোদ। দাও—দাও, আজ সব শেষ করবো।

উন্মাদের মত কক্ষ মধ্যে প্রবেশ ও অস্ত্রাঘাত।

—

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কারাগার

প্রমোদ

প্রমোদ। উঃ! কি ঘৃণিত কাজই করেছি! আমি উন্মাদ—আমি পশুর অধম। হেনা! সর্ব্বনাশী! কুহকিনী! তোর কুহকে পড়ে আত্মহারা হয়ে নিজের হৃৎপিণ্ড নিজেই ছিন্ন করেছি। বেলা—কলঙ্কিনী? না—না—হতেই পারে না। সে স্বর্গীয় দেবী-প্রতিমাকে বিধাতা নির্জ্জনে সৃষ্টি করেছিলেন। আমি ঘৃণ্য নারকী, অবিশ্বাস বিষে উন্মাদ হয়ে তাকে বিনাশ করেছি। আর আপনিও মহা-বিষের জ্বালায় জ্বল্‌ছি। জ্বল্—জ্বল্—রে অশান্ত হৃদয়! ধূ—ধূ—করে জ্বল্। পুড়ে পুড়েও যদি তোর নারীহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। (সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া) ও কে? এ অন্ধকারময় কারাগারে ও—কে? কে আমায় প্রমোদ বলে ডাক্‌লে! বেলা! স্বর্গের অপ্সরী! এস—এস। এগিয়ে এস। আমি তোমায় পায়ে ধরে মার্জ্জনা চাচ্ছি। ও কি! বেলা? আমার আদরের আদরিণী—চির করুণাময়ী সোণার প্রতিমা—অমন ভীষণ ভ্রুকুটি ভঙ্গী করে আমায় ভয় দেখাচ্ছ কেন? তোমার চির-প্রেমময় দৃষ্টিতে অত আগুন জ্বলে উঠ্‌লো কেন? প্রতিহিংসা চাও—এস এগিয়ে এস। বুক পেতে দিয়েছি।—আমায় হত্যা কর! আমি তোমার কাছে মহা অপরাধী! বল কি কঠোর প্রায়শ্চিত্তে তোমার করুণামাখা মার্জ্জনা পেতে পারি। বেলা—বেলা।

এলে না—কাছে এলে না। ঐ—যা, সব মিলিয়ে গেল। কই—কই—কোথায় গেল সে? এ কি তবে আমার উন্মাদ মস্তিষ্কের ফল! বেলা—কোথায় বেলা! সে ত স্বর্গে গেছে। না—না, আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। এস—এস মৃত্যু! আমায় চির শান্তি দান কর! আমার সর্ব্ব জ্বালার শান্তি কর—তোমার শীতল আলিঙ্গনে আমায় জন্মের মত সুখী কর!

হেনার প্রবেশ।

হেনা। ছি—ছি ওকথা বলতে নেই! আমি তোমার শান্তি দোব। প্রমোদ! প্রমোদ! আমার এ আঁধার হৃদয় আলো করে থাক্‌বে এস! আমি চির-ক্রীতদাসী হয়ে তোমার সেবা করবো।

প্রমোদ। কে তুই? হেনা! দূর হ পিশাচী! তোর মুখ দর্শনেও মহা পাপ! চলে—যা, চলে—যা।

হেনা। প্রমোদ এখনও আমার হও! আমার এ অতুল ঐশ্বর্য্য তোমার। আমার অনন্ত অফুরন্ত ভালবাসা তোমার। আমি তোমার। আমি তোমার দাসী—আমায় চরণে স্থান দাও!

প্রমোদ। ইচ্ছা হচ্ছে—এখনই তোর ঐ কলুষময় প্রেম-সম্ভাষণ জন্মের মত শেষ করে দি। ঐ জ্বালাময়ী জিহ্বা, খণ্ড খণ্ড করে কুকুরকে উপহার দিই। যে মুখে তুই কালকূট উদ্গীরণ করেছিস, তোর সেই মুখ পদাঘাতে বিচূর্ণ করে, বিষ্ঠাকীটময় নরকে নিক্ষেপ করি।

হেনা। হাঃ নির্ব্বোধ! চক্ষু থাক্‌তেও কি তুমি অন্ধ! যে বীভৎস চিত্র, স্বচক্ষে দেখ্‌লে—তা দেখে সেই কলঙ্কিনীতে এখনও অটল বিশ্বাস! কেন প্রমোদ! সেই অবিশ্বাসিনী বেলার জন্য তোমার জীবনের সুখ নষ্ট কর্ত্তে চাও? ভেবে দেখ—মৃত্যু তোমার শিয়রে। সম্রাটের পায়ে ধরে, আমি এ মৃত্যুর হাত থেকে তোমায় বাঁচাব! তুমি আমার হও।

প্রমোদ! না—না। এ মৃত্যু যন্ত্রণার চেয়ে—প্রকৃত মৃত্যুই আমার শান্তি। আমি বাঁচতে চাই না—পার, এই মুহূর্ত্তে আমায় মৃত্যু এনে দাও!

হেনা। প্রমোদ! বুদ্ধিমান হয়ে কি প্রলাপ বক্‌ছো! ভেবে দেখ—মৃত্যুর কল্পনার চেয়ে, কার্য্যক্ষেত্রে প্রকৃত মৃত্যু কত ভীষণ? এই দেখ—প্রমোদ! তোমায় উদ্ধার কর্ব্বো বলে, কারাকক্ষের চাবি সংগ্রহ করেছি। এস তোমায় মুক্ত করে—বুকের ধন বুকে নিয়ে, গৃহে ফিরে যাই। হেনা জীবিতা থাক্‌তে কার সাধ্য—তোমার এক গাছি কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ কর্ত্তে পারে!

প্রমোদ। দূর হ! ছলনাময়ী শয়তানী। আবার আমায় ছলনায় প্রলোভিত কর্ত্তে এসেছিস্! কি বল্‌বো—যে আমি এখন শৃঙ্খলাবদ্ধ। নচেৎ তোকে এই বজ্রমুষ্টিতে বধ করে, আত্মঘাতী হয়ে, সকল যন্ত্রণার শেষ কর্ত্তুম। ভগবান! ভগবান! আর যে এ নরক যন্ত্রণা সহ্য হয় না! আমার মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও!

(কারাকক্ষ মধ্যে প্রবেশ)

হেনা। বটে! এখনও তোমার স্পর্দ্ধা! এখনও সেই তেজ! প্রেম-পিপাসিতা রমণীর কাতর অনুনয় বিনয়েও, তোমার ঐ পাষাণ হৃদয়ে এখনও দয়া হলো না। বেশ! কিন্তু জেনো—আমি রমণী হলেও আমার সহিষ্ণুতার সীমা আছে। তোমার এখন হয়েছে কি প্রমোদ! নারীহত্যার ভীষণ দণ্ডে, বাদসাহের আদেশে যখন তোমার ঐ ঘৃণিত মস্তক, স্কন্ধচ্যুত হবে, তখন আমি সেই দৃশ্য দেখে—পিশাচীর মত নৃত্য করবো! তোমার কণ্ঠোৎসারিত সমুষ্ণ শোণিতধারা আমি ডাকিনীর মত আকণ্ঠ পান করবো!! তখন বুঝবে—নারীর প্রতিহিংসা-শক্তি কত ভীষণ!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

বিনায়ক ও গজাধর

বিনায়ক। হাঁ—রে গজাধর! বেলার কি কোন সংবাদ আন্‌তে পারলি নি? এমন করে আর কতদিন প্রবোধ দিবি বাবা! বেলাকে যে কোলে পিঠে কোরে মানুষ করেছি। তার মুখ মনে পড়ে, আর প্রাণ কেঁদে কেঁদে ওঠে। হায়! চন্দ্রশ্রীর কি দুর্ব্বুদ্ধিই ঘটেছিল। মেয়েটাকে হারালে, অমন শান্ত ছেলে প্রমোদ, যাকে দেখে লোকে না ভালবেসে থাক্‌তে পারে না—তাকে কি নির্য্যাতনটাই না কল্লে! এখন এদের একটা সুখবর পেলে যে এ সংসারবন্ধন কাটিয়ে, বুড়ো বয়সে তীর্থবাসী হই। গোবিনজী কি আমার সে-শুভদিন দেবেন।

গজাধর। খুড়ো! ঘাবড়াও কেন! তারা কি রাস্তায় খেলা করে বেড়াচ্ছে, সে বাড়ী থেকে বেরিয়েই ঝাঁকেরে ডেকে নিয়ে আস্‌বো! সাত ঘাটের জল এক করেছি—সাত সহর তোলপাড় করেছি, তবুও ত পাত্তা লাগাতে পাচ্ছিনি বাবা! তারা যেন এই আছে—আর এই নেই। ধরতে গেলেই—যেন মিলিয়ে যায়। ভয় নেই খুড়ো! তুমি ভাগাড়ে মরবে না—কাশীতেই মরবে। আর তেমন জবর বরাত হয়—ক'র যায়গায় "ফ" ও হয়ে যেতে পারে।

বিনায়ক। কাশী হোক—আর ফাঁসীই হোক্‌—তাতে কোন দুঃখই নেই। আমি আর কিছুই চাই না—এদের চাঁদ মুখ দেখে মর্‌ত্তে পারি—গোবিনজী যেন এই করেন। তুই যে বাবা সে দিন বল্লি—

চামেলি আমার বেলার সন্ধান পেয়েছে—তুই গিয়ে বেলাকে নিয়ে আসবি।

গঙ্গাধর। তাকি যাই নি—গিয়ে দেখি কর্পূরের মত বেলাটা কোথায় উপে গেছে। সেইজন্যই মনটা খিচ্‌ড়ে আছে—আর একটা খটকাও লেগেছে। ব্যাপারটা ত কিছুই বুঝ্‌তেই পাল্লুম না। কিন্তু যা শুন্‌লুম—সেও ভয়ানক কথা!

বিনায়ক। কি—বল্‌ছো—কি বল্‌ছো! তবে কি আমার বেলা প্রাণে বেঁচে নেই।

গঙ্গাধর। হাঁ—একরকম তাই বটে। সঠিক খবর না পেলে ত কিছুই বিশ্বাস কর্ত্তে পারিনি! কাজেই কিছু প্রকাশ কর্ত্তে পাচ্ছিনি।

বিনায়ক। বেলার কি হয়েছিল গঙ্গাধর!

গঙ্গাধর। শুনলুম—প্রমোদ তাকে হত্যা করেছে।

বিনায়ক। না—না, একথা আমার বিশ্বাস হয় না। প্রমোদ কেন তাকে খুন করবে! বেলা সতী সাধ্বী! সে কখনও অবিশ্বাসিনী হতে পারে না। চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্তের পরিবর্ত্তন বরঞ্চ সম্ভব—কিন্তু বেলার পবিত্র চরিত্রে কোন পরিবর্ত্তনই ঘট্‌তে পারে না।

গঙ্গাধর। সে কথা আবার আমায় বল্‌ছো খুড়ো। বেলা আমার মানবী নয়—দেবী। সে চরিত্রে কোন কলঙ্কই হতে পারে না। যাক্—তুমি এখন বাড়ীতে যাও। বেলা যদি বেঁচে থাকে—তা'হলে চামেলি আর আমি, তাকে যেখান থেকে পারি খুঁজে বার করবো। বাড়ীতে যেন একথা প্রকাশ করো না। দিদি শুনলে আছাড় খেয়ে পড়বে।

বিনায়ক। পাগল তুমি! তাও আবার বলে দিতে হয়—তবে যাই বাবা।

গঙ্গাধর। বাবাজী! কেন বৃথা ভাব্‌ছো। কর্ম্ম ক্ষয় না হ'লে ভোগের শেষ হয় না। তোমার আশীর্ব্বাদের জোরে আমি শীঘ্রই বেলাকে খুঁজে আন্‌বোই আন্‌বো।

[বিনায়কের প্রস্থান।

(স্বগতঃ) আনবো ত বল্লুম—কিন্তু কোন দিকে যাই! ঐ না দোলগোবিন্দ আসছে! ও ব্যাটার ত হেনা-বিবির বাড়ী খুব যাতায়াত। ওর সঙ্গে ভিড়ে একটা খবর নিতে হবে। গাছের আড়ালে একটু ঘাপ্‌টী মেরে থাকি—তারপর ওৎ বুঝে ঘোৎ মার্‌বো।

অন্তরালে গমন—দোলগোবিন্দ ও কুলকফের প্রবেশ।

দোলগোবিন্দ। আধা-আধি হলে যে মারা যাই স্নেইয়া!

কুলকফ। কি করবো হুজুর! কাজের ঝুঁকি বুঝেছেন ত? লাসের মোহাড়া নিতে হবে—চাবির খবরও নিতে হবে—বাঁদীটাকেও হাত কর্ত্তে হবে! মেহনত পোষান ত চাই!

দোলগোবিন্দ। আচ্ছা! টাকা আর জহরতে কত হবে বোধ হয়?

কুলকফ। ওঃ—সে কথা বলছেন কি! তার আর গোণাগুন্তি নেই। বেটী আণ্ডিল! আণ্ডিল! বিশ লাখের কম তো নয়।

দোলগোবিন্দ। বল কি! অ্যাঁ—বিশ লা—খ! আমার যে লেগে গেল তাক্‌।

কুলকফ। এর পর যখন সিন্দুকের তালা ভাঙ্গবেন—তখন একাবারে ধাত ছেড়ে যাবে। আজকের রাতটা নিশুতি। রাজি হয়ে পড়ুন—কাজ সুরু করে দিই।

দোলগোবিন্দ। লাসটা—বেমালুম পাচার কর্ত্তে পারবে ত হে?

কুলকফ। এত আর নূতন বউনি নয় সাহেব।

দোলগোবিন্দ। আচ্ছা ভাই! আধা-আধিই ঠিক। কিন্তু রাতা-রাতি দামী মালগুলো পাচার করবার উপায়!

কুলকফ। সে জন্য ভাবছেন কেন! হীরে জহরত বই ত নয়। আমি আছি—আর একটা জোয়ান গোছ মুটে যোগাড় হলেই চলে যাবে। একটা মুটে খুঁজে আনুন।

দোলগোবিন্দ। এত রাত্রে মুটে কোথায় পাব হে!

কুলকফ। নসীব জুটিয়ে দেবে হুজুর! এত বড় আগরা সহরে মুটের অভাব কি? আমি অনেকক্ষণ এসেছি। হেনা বিবি হয়তঃ সন্দেহ কর্ত্তে পারে। আপনি শীঘ্র মুটে নিয়ে আসুন। আমি সব ঠিকঠাক্ করে রাখিগে।

[কুলকফের প্রস্থান।

দোলগোবিন্দ। শয়তানী আমার অনেক টাকা ঠকিয়ে নিয়েছে, অনেক অপমান করেছে। আজ তার মায়সুদ প্রতিশোধ নিতে হবে। হেনা। আজ তোর শেষ দিন। তাইত—কুলকফ ব্যাটা দেখ্‌ছি ধাড়ী শয়তান। লোকে দেখ্‌ছি, ঐ ব্যাটাই খুন করেছে। কি সর্ব্বনাশ! ও সব ভাবনা থাক এখন। যদি রাতারাতি দশলাখ টাকা মারতে পারি, তাহলে ত কেয়া মার দিয়া বাবা। সব জহরৎ! সব হীরে! দেখি একটা মুটে কোথায় পাই!

[প্রস্থান।

গজাধরের প্রবেশ।

গজাধর। বাঁপ-মা আর অভিধানে নাম খুঁজে পেলেন না! নাম রেখেছেন—কিনা—গজাধর! বলি—"বুদ্ধিমানচন্দ্র বাহাদুর" নামটা রাখ্‌লে ত মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো না। ঠিক্ ধরেছি বাবা! আজ রাত্রেই দেখ্‌ছি—এ দুটো শয়তান—হেনা-বিবিকে খুন করে তার যথা-

সর্ব্বস্ব পাচার করবে। না—তা হোতে দোব না। শেষ মুটে হতে হলো দেখ্‌ছি। গজা—একবার ভগবান্‌কে ডাক্‌। এবার তোর কাজের মত একটা কাজ জুটেছে। হয়তঃ এই হিড়িকে বেলারও সন্ধান কত্তে পারে।

প্রস্থানোদ্যোগ ও প্রহরীগণের প্রবেশ।

প্রথম প্রহরী। ইয়ো শালে—শয়তান—তোম্‌ কৌন হো।

গঙ্গাধর। মুটিয়া হো—বাপ্‌ধন!

১ম প্রহরী। নেহি—তোম্‌ চোট্টা! বদমাস্‌!

গঙ্গাধর। তার মতন কি রকমটা দেখ্‌লে বাবা! মুখে চুনকালি মেখেছি! গায়ে তেল-টেল মেখেছি! মুখোস্‌ পরেছি!

১ম প্রহরী। চুপ্‌ রহো! তুম্‌কো কোত্‌য়ালি জানে হোগা!

গঙ্গাধর। বহুৎ খুব—মেজাজ সরীফ। কিন্তু সাহেব! তোমার নসীবটা দেখ্‌ছি নেহাত মন্দ।

১ম প্রহরী। কেয়া—বোলতা?

গঙ্গাধর। বোল্‌তা—যে আজ ঐ বাড়ীতে এক্‌টো খুন হোনে সেক্‌তা। শুনাতো হেনা-বিবি বাউরা হো গয়া। দু-ঠো গুণ্ডা উন্‌কা পিছু লাগা। সাহেব! সব গাঁড়া মারে গা। দেখো—যদি শালাদের ধর্ত্তে পার—ত রাতারাতি আমীর হোনে সেক্‌তা।

১ম প্রহরী। কেয়া খুন করেঙ্গে! কাঁহা খুন দেখ্‌লাও!

গঙ্গাধর। হুঁ—আলবৎ দেখ্‌লায় দেগা। ও সাহেব! মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা করে কাজ কর। জহরত ভরা সিন্দুক সরাবে বলে, তারা মুটে খুঁজতে গেছে। তোম লোক্‌ ঐ পাঁচিলের পাশে গা ঢাকা হও—আমি মুটে হয়ে ভেতরে সেধুঁবো। সিস্‌ দিলেই তোমরা পাচিল টপ্‌কে পড়ো, আর পপ্‌ করে ব্যাটাদের পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলো—বুঝলে।

১ম প্রহরী। সম্‌জ গিয়া। ভাই লোক চল উধার !

[প্রহরীগণের প্রস্থান।

দোলগোবিন্দের পুনঃ প্রবেশ।

দোলগোবিন্দ। মুটে ত পেলুম না। এখন উপায় ? (গঙ্গাধরকে দেখিয়া) আরে কৌন্ হো তুম্ ?

গঙ্গাধর। (স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া) আন্ধা নাচার হো বাবা ! রোজ্‌ভর ভুঁখা হ্যায় বাবা !

দোলগোবিন্দ। (স্বগতঃ) দেখ্‌ছি—ব্যাটা অন্ধ ! যা কিছু কর্‌বো দেখ্‌তে পাবে না। কেবল গাধার মত মোট বইবে ! ঠিক মুটেই মিলেছে। (প্রকাশ্যে) ওরে ! মোট বইতে পারবি ?

গঙ্গাধর। কাহে নেই সকেগা বাবা ! আন্ধা নাচার বাবা ! সারা রোজ ভুঁখা বাবা।

দোলগোবিন্দ। তবে—আয়্ ব্যাটা আমার সঙ্গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

দেওয়ান খাস

বীরবল ও সভাসদ্‌গণ

নকীব। (নেপথ্যে) দুনিয়ার মালেক, জ্বলন্ত সূর্য্যস্বরূপ—সাহ মহম্মদ জালাল-উদ্দিন আকবর পাত্‌শা দরবারে আস্‌ছেন ; আপনারা তাঁর সম্বর্দ্ধনার জন্য প্রস্তুত হোন।

অস্ত্রধারী প্রহরীসঙ্গে—আকবরের প্রবেশ
ও সিংহাসনে উপবেশন।

বীরবল। (কুর্ণীশ করিয়া) ভারতেশ্বর! সাহান সা! সভাসদ্‌গণ-পূর্ণ এই আম দরবারে আমার এক আরজ আছে। প্রমোদ নামে এক হিন্দু যুবক নিরাশ প্রেমে উন্মাদ হয়ে—বেলা নাম্নী এক হিন্দু-যুবতীকে হত্যা করেছে। এ সহরের হেনা বিবি, সেই যুবতীকে কন্যার মত পালন কচ্ছিল। কোন অদ্ভুত ঘটনাচক্রের অধীন হয়ে—সেই যুবতী—হেনা বিবির আশ্রয়ে ছিল। হেনা-বিবি আমার কাছে—এ খুনের এত্তালা করায়, আমি সেই হত্যাকারীকে কারাগারে রেখেছি। জাঁহাপনা—সেই নারীহত্যায় বিচার করেন, এই দাসের প্রার্থনা।

আকবরসাহ। বীরবল—আসামীকে দরবারে হাজির কর।

(প্রহরীদের ইঙ্গিতকরণ)

রক্ষীগণবেষ্টিত প্রমোদের প্রবেশ।

একি! সেই প্রমোদ যে! (প্রকাশ্যে) মহারাজ প্রমাণের জন্য সাক্ষীদের তলব করান।

প্রমোদ। জাঁহাপনা! দুনিয়ার মালিক! অপরাধী যখন নিজমুখে দোষ স্বীকারে প্রস্তুত—তখন বৃথা সাক্ষী তলবে- সে আপনার বহুমূল্য সময় নষ্ট কর্ত্তে চায় না। আমি স্বীকার কচ্ছি, আমিই সেই নিরীহা অবলাকে হত্যা করেছি। আমার উপযুক্ত দণ্ড—প্রাণের বিনিময়ে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিন।

আকবরসাহ। প্রমোদ—তুমি আমার পরিচিত। তুমি সত্যবাদী। তোমার কথায় আমার কোন অবিশ্বাসই নেই। একদিন তোমার হৃদয়ের মহত্ব দেখে—বড়ই প্রীত হয়েছিলেম! তোমায় বন্ধু বলে গণ্য করেছিলুম। যে মুখে—তোমায় একদিন স্নেহসম্ভাষণ করেছি—আজ সেই মুখে—তোমার মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা দিতে, তিলমাত্র সংকোচ-বোধ করবো না। আমি খোদার প্রতিনিধি! তাই আজ মায়া মমতা ভাসিয়ে দিয়ে, ন্যায় ও কর্ত্তব্যের অনুরোধে, চোখের জল চেপে রেখে—হৃদয়ের ব্যাকুলতা চেপে রেখে—অচল অটল পাষাণের মত কর্ত্তব্যসাধন কর্ত্তে হবে। নারীহত্যা অতি গুরুতর অপরাধ। যদি আমার বংশধর সুলতান সেলিম, এই মহাপাপে লিপ্ত হতো—তা হলে পুত্রস্নেহ বিস্মৃত হয়ে, তাকে মার্জ্জনা না করে—এইভাবেই শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দিতুম। আমি তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম। এ অন্তিম সময়ে যদি তোমার কোন বাসনা থাকে—প্রকাশ কর। এখনিই তোমার শেষ বাসনা পূর্ণ হবে।

প্রমোদ। ধন্য! সম্রাট! সত্যই আপনি অপক্ষপাতী ন্যায়-বিচারক! ন্যায়ের সম্মান, একমাত্র আপনিই জানেন। ভগবান আপনাকে সুখী করুন। জাঁহাপনা! সম্রাট! আমার কোন ইচ্ছাই নেই। আমি এক রাক্ষসীর ছলনায় মুগ্ধ হয়ে, না বুঝ্‌তে পেরে—সেই চিরসুন্দর স্বর্ণ প্রতিমাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করেছি। যার হৃদয়ে আমার জন্য থরে থরে প্রেম ও ভালবাসা সঞ্চিত ছিলো—আমি বৃথা সন্দেহে প্রবৃত্তির উত্তেজনায়

সেই প্রেমপূর্ণ পবিত্র হৃদয়ের শোণিতধারা আকর্ষণ করেছি। সম্রাট! ঘাতককে আদেশ করুন—সে এখনি আপনার আদেশ পালন করুক।

আকবরসাহ। প্রমোদ—এখনও বল! সত্যই কি এ অন্তিমে তোমার কোন কামনাই নেই?

প্রমোদ। কামনা—কামনা! আছে—আছে! কিন্তু জাঁহাপনা—সে ইচ্ছা পূর্ণ করবার কোন শক্তিই ত ভারত-সম্রাটের নেই। অই লোকান্তরবাসী—সম্রাটের সম্রাট ব্যতীত, কেউ আমার সে শেষবাসনা পূর্ণ কর্ত্তে পার্ব্বে না।

আকবরসাহ। তোমার মনের কথা কি—প্রমোদ?

প্রমোদ। জাঁহাপনা! এ নারকীয় জীবনের অবসানের পূর্ব্বে একবার তাকে দেখ্‌তে চাই! যার অপাপবিদ্ধ কোমল হৃদয়ে ছুরিকা বিদ্ধ করে, আজ আমার এই শোচনীয় পরিণাম—তাকে একবার দেখ্‌তে সাধ হয়। সেই চির-প্রেমোজ্জ্বল, করুণাময়ী দেবীর কাছে—একবার করজোড়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা কুর্ত্তে চাই। তারপর—সম্রাট! হাসি-মুখে আপনার জহ্লাদের অস্ত্রের শোণিত-পিপাসা পূর্ণ করবো। না—না—আমার সে বাসনা পূর্ণ হবে না। হবার কোন সম্ভাবনা নেই! আমি উন্মাদ! সাহান্‌সা—জল্লাদকে আদেশ করুন—আমার সব যন্ত্রণার শেষ করে দিক।

(অবনত মস্তকে অবস্থান)

আকবরসাহ। জহ্লাদ! সাম্রাজ্যের প্রথামত কাল প্রভাতে এই অপরাধীর শিরশ্ছেদ করো।

জহ্লাদ। যো হুকুম সাহানসা।

প্রমোদ। ধন্য জাঁহাপনা! ধন্য দিল্লীশ্বর আকবর সা! ধন্য আপনার উদারতা! ধন্য আপনার ন্যায়-বিচার! আজ আপনি আমার

নরকযন্ত্রণা হতে মুক্ত কল্লেন। বেলা! বেলা! তোমার কাছে যেতে আর বেশী দেরী নেই! কিন্তু সেখানে যেন আমায় ঘৃণা করো না।

[প্রমোদকে লইয়া ঘাতকের প্রস্থান।

আকবর সাহ। দরবারের কাজ শেষ হয়েছে। তোমরা বিদায় পেতে পার।

[সভাসদ্‌গণের প্রস্থান।

একি! অকস্মাৎ সেই অতীত প্রভাত-স্বপ্নের স্মৃতি—মানসপটে জাগরুক হলো কেন? সেই স্বপ্ন-ঘটনার সব কথাই ত প্রত্যক্ষভাবে মিলে যাচ্ছে! এই প্রমোদ, একদিন আমায় ভিক্ষুক ভেবে চোখের জলে ভেসে—তার যথাসর্ব্বস্ব দান করেছিল, আজ সেই প্রমোদ—নারী-হত্যা অপরাধে আমার সম্মুখে উপস্থিত। ন্যায়বিচারে তার প্রাণবধের আজ্ঞা দিয়েছি—তবে এ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রাণ অত কাঁপে কেন? আজ দেখ্‌ছি সখীগণের সেই তিরস্কার, যেন অভিশাপরূপে প্রচণ্ড বজ্রাগ্নি নিয়ে আমার মস্তকে পতিত হচ্ছে। খোদা! খোদা! তোমায় অন্তরে ধ্যান করে প্রতিদিন বিচারকার্য্য করে আস্‌ছি—তবে কেন এ সমস্যা উপস্থিত কোল্লে প্রভু? এ গভীর সমস্যা পূরণ করে আমার অশান্ত প্রাণে শান্তি দাও করুণাময়।

প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

হেনার কক্ষ

হেনা

হেনা। সুখের আশায়, দুঃখের তরঙ্গময় সাগরগর্ভে কেন ঝাঁপ দিলুম? ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী আগুন জ্বলিয়ে কি সুখ পেলুম! রূপের মত্ততায় আচ্ছন্ন হয়ে, প্রাণের প্রবল তৃষ্ণা মিটাতে গিয়ে, জ্বালার উপর জ্বালা বাড়িয়েছি। হায়! কেন দেওয়ানা হতে পাল্লুম না। তা'হলে আজ বুকের মধ্যে এ আশী-বিষের জ্বালা জ্বল্‌তো না। যার প্রত্যাখানে দারুণ মর্ম্মজ্বালা পেয়েছি, যার পদাঘাতে অভিমানিনী হয়ে, এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছি তার প্রাণ নিলেই কি প্রকৃত প্রতিহিংসা নেওয়া হবে! তাতেই কি যাতনার শান্তি হবে? ভালবাসা যে কি তা জানি না—তবু ভালবাসার প্রার্থী হয়ে এই নূতন নরক সৃষ্টি করেছি। তার ঘৃণা সব উপেক্ষা সব সহ্য করে, প্রাণ ঢেলে তাকে ভাল বাসি না কেন? কুক্ষণে পথভ্রষ্ট হয়ে কেন নরকাগ্নিতে পুড়ে ছাই হচ্ছি! হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ কল্লেম! একি ভালবাসা?—না না এ কাম-পিপাসা। কামোন্মত্তা পিশাচিনী হয়ে আমি এক মহা-পৈশাচিক কাজ করেছি। যদি তার সুখে সুখী হতে পার্ত্তুম, তার দুঃখের অংশ নিয়ে দুঃখী হ'তে পারতুম—প্রত্যাশা ত্যাগ করে স্বার্থের আবিলময় ভাবোচ্ছ্বাসে অন্ধ না হয়ে ছায়ার মত যদি তার সঙ্গের সাথী—চরণের দাসী হ'তে পারতুম—তা'হলে নিশ্চয়ই তাকে পেতুম। সেই ত উপযুক্ত প্রতিহিংসা, প্রকৃত প্রতিশোধ। না—তার প্রাণের হিংসা করবো

না। এ নারকীয় প্রতিহিংসায় কোন প্রয়োজন নেই। এখনি সম্রাটের কাছে গিয়ে—অকপটে—সকল রহস্য প্রকাশ করে প্রমোদকে বাঁচাব। এতেও কি শান্তি পাবো না! হায়! হায়! এ নিরাশা-দগ্ধ প্রাণের জ্বালা শান্তি কর্ব্বে?

দোলগোবিন্দ ও কুলকফের প্রবেশ।

দোলগোবিন্দ। ভাব্‌ছো কেন—হেনা! এ জ্বালা আমিই শান্তি কর্ব্বো!

হেনা। কে—কে তুমি? প্রমোদ! না—না—

দোলগোবিন্দ। চিন্‌তে পারছো না—হেনা বিবি!

হেনা। দোলগোবিন্দ—তুমি! এতদিন পরে কি মনে করে এসেছ দোলগোবিন্দ? তোমার হাতে শাণিত ছুরিকা কেন!

দোলগোবিন্দ। কেন—বুঝ্‌তে পাচ্ছো না! এসেছি—তোমার ইহলীলা শেষ করে, তোমার যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ কর্ত্তে। জানিস্ না শয়তানী—তোর জন্যেই সেই স্বর্গের সুন্দরী বেলা আমার হাতছাড়া হয়েছে! আমার যথাসর্ব্বস্ব গিয়েছে। কুলকফ্! কুলকফ্! হতভাগিনীকে এখনি হত্যা কর।

হেনা। মেরো না মেরো না, প্রাণ ভিক্ষা দাও, এই চাবি নাও!

[চাবি নিক্ষেপ ও তাহা লইয়া কুলকফের প্রস্থান।

আমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে যাও। আমি একটী কথাও বলবো না। স্থির জেনো—মরণে আমার কোন ভয় নেই—মৃত্যুই আমার এ অবস্থার মহৌষধ। কিন্তু একটী মহাকার্য্য বাকী আছে—সেটী আমায় শেষ কর্ত্তে দাও। তারপর দেখো—হেনা হাস্‌তে হাস্‌তে, জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারে কি না!

দোলগোবিন্দ। কি—সে মহাকার্য্য—হেনা!

হেনা। আমার প্রেমের কুহক-খেলা শেষ হয়েছে! কিন্তু এখনও মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বাকী। আমি নির্দ্দোষী প্রমোদকে রক্ষা করতে চাই। আমায় সে অবসর দাও। সে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত।

দোলগোবিন্দ। হেনা! আবার প্রাণে আগুন জ্বালিয়ে দিলি। না—না একটুও সময় দোব না। প্রমোদের মৃত্যুতেই আমার সুখ। তোকে এক পাও এগুতে দোব না—তোর মুখে হাতে কাপড় বেঁধে এইখানেই ফেলে রাখ্‌বো! তারপর যা হয় করবো

(বস্ত্র দ্বারা মুখ ও হস্তপদ বন্ধন)

কুলকফ্‌ চাবি নিয়ে গেলি কোথায়? দেরী হচ্ছে কেন? চোরের উপর বাট্‌পাড়ী কল্লে নাকি!

কুলকফের পুনঃপ্রবেশ।

কুলকফ্‌। কুলকফ্‌ কথনও কথার খেলাপ করে না হুজুর! জহর ভরা সিন্দুক ভেঙ্গে ফেলেছি। চলুন—হীরে মতিগুলো ভাগ করে নিইগে।

দোলগোবিন্দ। তোমাকে সমান ভাগ দোব কেন বাবু। যখন হেনাকে হত্যা কর্ত্তে হোল না—তখন তোমার ভাগ—সিকি।

কুলকফ্‌। বটে! শেষ এই কথা। জানিস্‌ আমি কাফ্রি! ভয়ানক জাত আমরা! সাবধানে কথা কস্‌। আমরা প্রাণ দিতে পারি—কিন্তু কথার খেলাপ করিনি। আমি তোর চেয়েও শয়তান! যাকে মা বলেছি—যার খেয়ে আজন্ম মানুষ—যার কাছে চাইলে পেতুম—আজ তোর মন্ত্রণায় ভুলে—সে মার বুকে ছুরী বসাতে এসেছিলুম। আমার রক্ত-পিপাসু সেই ছুরী, এক্ষণে তোর বুকে বসাই।

(ছুরিকাঘাত ও দোলগোবিন্দের পতন)

গঙ্গাধরের প্রবেশ।

গঙ্গাধর। এই—দিকে! এই দিকে! জল্‌দি—জলদি—

ফুলকফ্‌। কে তুই?

গঙ্গা। মুটিয়া হো বাবা! আল্লা নাচার বাবা!

প্রহরীগণের প্রবেশ।

সর্দ্দার প্রহরী। বাঁধ—একে বেঁধে ফেল।

গঙ্গাধর। দোল! দোল! দোল! ফাঁসি কাঠে দোল! কোথায় আমার বাপ্‌ দোলগোবিন্দ! (অগ্রসর হইয়া) এই যে বাবাজান আমার ফুপোকাৎ হয়ে ধূলোয় লুটোপুটী খাচ্ছেন।

(হেনাকে দেখিয়া)

একি! হেনা বিবি! (মুখের কাপড় খুলিয়া দিয়া) ওঠ—বিবি ওঠ!

হেনা। (উঠিয়া) খোদা তোমার মঙ্গল করুন! আমার মৃত্যুতে পৃথিবীর কোন ক্ষতিই হতো না। এক মহাপাপিনীর অস্তিত্ব লোপ হতো। কিন্তু তুমি আজ আমায় রক্ষা করে এক নির্দ্দোষীর প্রাণ বাঁচালে। এক পবিত্র পুণ্যময় সংসারকে রক্ষা কল্লে। তুমি যেই হও—অতি মহৎ! তোমার মহাপ্রাণতা আছে। তোমার কাছে একমাত্র ভিক্ষা—আমার এক মহাকার্য্যের সহায়তা কর্ব্বে এস!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আগরার দুর্গ প্রাঙ্গণ

আকবর

বেগে হেনার প্রবেশ।

হেনা। (ভূমে বসিয়া) সাহান্ সা—সম্রাট! আমি করযোড়ে প্রার্থনা কচ্ছি—এই পিশাচিনীকে দণ্ড দিন। আমি মহাপাপ করেছি। আমিই বেলাকে হত্যা করেছি।

আকবর। একি প্রহেলিকা—হেনা! তুমিই ত প্রমোদকে হত্যা-কারী বলে ধরিয়ে দিয়েছ!

হেনা। হাঁ—সম্রাট। মোহের প্রবল আবর্ত্তে পড়ে আমি সেই মহাপাপ করেছিলুম। সে মোহ এখন কুহেলিকার মত অপসৃত হয়েছে। প্রমোদের পরিবর্ত্তে আমার প্রাণ দণ্ডিত করে—তাকে নিষ্কৃতি দিন। এ হতভাগিনীর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক। একটী নিরীহ দম্পতি আমরণ সুখী হয়ে, সাহানসার গুণ কীর্ত্তন করুক।

আকবর। হেনা!—কেন এ গর্হিত কার্য্য করেছিলে?

হেনা। জাঁহাপনা! বারনারীর জীবন বড়ই পাপতাপময়। যারা নরসমাজে ক্রিমিকীট অপেক্ষা ঘৃণ্য, তাহারাই কুহকিনী মূর্ত্তি ধরে—বেশী শয়তানী করে। প্রেমের ছলনাময় ভাষায়—নরসমাজের সমূহ সর্ব্বনাশ করে। আমার উপযুক্ত কাজই আমি করেছি। রূপোন্মাদিনী হয়ে,

কামলোলুপ অন্তরের উত্তেজনা চেপে না রাখ্‌তে পেরে, আমি এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছি। নারীর লজ্জা, সরম, মান—অপমান সব ভাসিয়ে দিয়ে, পায়ে ধরে তার প্রেমভিক্ষা করেছিলুম, কিন্তু চরিত্রবলে বলীয়ান—প্রমোদ হতাদরে আমায় পায়ে ঠেল্‌লে। আর স্থির থাকৃতে পাল্লেম না। তাকে আপনার কর্ব্বার জন্যে, বিশ্বাসঘাতিনীর স্বভাবসিদ্ধ কুহক-জাল বিস্তার কল্লেম। দৃষ্টি-উদ্ভ্রান্তকারী সেই কৌশল জালের মধ্যে তাকে ফেলে বুঝালেম—যে তার আদরের বেলা অবিশ্বাসিনী। আমার আশা-সিদ্ধ হলো—সে বেলাকে বধ কর্ত্তে গেলো—ছুরিকা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। বেলা ভয়ে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগে আমি বেলাকে লুকিয়ে রেখে, প্রমোদকে বেলার হত্যাকারী বলে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করি! তাকে কারামুক্ত করবো, এই প্রলোভনে যদি তাকে আপনার কর্ত্তে পারি—বিধিমতে সে চেষ্টাও করেছিলুম। কিন্তু সে ঘৃণায় ফুৎকারে উপেক্ষায় অনাদরে, আমায় আবার প্রত্যাখ্যান কল্লে। অপমানে অভি-মানে জর্জ্জরিতা হয়ে আবার ভাবলুম, তার প্রাণদণ্ড হলে আমার এ প্রতি-হিংসাময় প্রাণের জ্বালা মিট্‌বে। কিন্তু সম্রাট! আমার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি লোপ হয়েছে, অনুতাপের প্রবল অগ্নিতে, নীচ প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি সমূলে ধ্বংস হয়েছে। এখন আমি প্রমোদকে আমার সুখের জন্য চাই না। কিন্তু তার অমানুষিক গুণাবলীর জন্য তাকে ভালবাস্‌তে চাই। আর আমার প্রবৃত্তি-পিপাসা নেই—এখন কেবল তার দর্শন লালসা। এখন তার সুখে সুখী হ'তে চাই—তার দুঃখে অশ্রুধারায় ধরা ভাসিয়ে দিতে চাই। আর কিছুই চাই না জাঁহাপনা! এ ভিখারিণীর আশাপূর্ণ করুন—প্রমোদকে মুক্তি দিন—আমার প্রাণদণ্ড করুন।

আকবর। হেনা! এতক্ষণে বুঝলুম তুই মহাপাপিষ্ঠা! তোর এই মহাপাপের শাস্তি কি তা জানিস্! ভীমকায় কৃষ্ণসর্প দ্বারা দংশিত করে, তোর প্রাণবধ কর্ব্বো!

হেনা। সম্রাটের জয় হোক্। জাঁহাপনা! আমি ঐরূপ ভীষণ শাস্তিই চাই। এই প্রাণ আমায় বড় জ্বালিয়েছে। আমি এইভাবে তার ছলনাময় অবসান করাতে, লীলার শেষ কর্ত্তে চাই। আমার এই রূপ—আমায় আজীবন গর্ব্বিতা করে রেখেছে। তীব্র হলাহলের প্রভাবে এরূপ অঙ্গার বর্ণ হয়ে যাক্,—এখন আমি এই চাই। এই চোখ্ আমায় বড় জ্বালিয়েছে —আমি জন্মের মত তার দর্শন-শক্তি বিলোপ কর্ত্তে চাই। রূপমোহে উন্মাদিনী হয়ে, স্ত্রীলোকে যা না কর্ত্তে পারে—আমি তাও করেছি। সম্রাট! আপনি আমার উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছেন। এই ভীষণ মৃত্যু-আদেশ শিরোধার্য্য করে, যদি একবার খোদাকে প্রাণভরে ডাক্‌তে পারি— তা'হলে বলবো—"প্রভু! দয়াময়! আর যেন ঘৃণিতা বারনারী করে এ দুনিয়ায় পাঠিও না।"

আকবর। কে আছিস্। এই শয়তানীকে এখনই শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ভূমধ্যস্থ কারাগারে নিয়ে যা।

দুইজন তাতারী প্রহরীর প্রবেশ।

হেনা। জাঁহাপনা! মৃত্যুর পূর্ব্বে একটা সৎকার্য্য কর্ব্বো মনে করেছি। আমায় একটুমাত্র অবসর দিন। এখনি আস্‌ছি। তারপর হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবো।

[প্রস্থান।

বেলা ও গঙ্গাধরকে লইয়া হেনার পুনঃ প্রবেশ।

হেনা। এই নিন্ জাঁহাপনা। আপনার প্রমোদের আদরিণী, চির সোহাগিনী সুন্দরী বেলা! প্রমোদকে চরম রাজদণ্ডে দণ্ডিত করবার জন্য— এতদিন একে লুকিয়ে রেখেছিলুম। কিন্তু সংকল্প ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে, এ কলঙ্কিত প্রাণে একটু মহত্ত্ব ফিরে পেয়েছি। আজ তার হৃদয়-রত্ন—তাকে ফিরে দিয়ে আমি মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কচ্ছি

বেলা। (ভূমিতে বসিয়া) জাঁহাপনা—

আকবর। মা—তুমিই কি চন্দ্রশ্রী শেঠীর কন্যা বেলা? ভয় পেয়ো না—তুমি আমার কন্যা-স্থানীয়া। আমার কাছে সকল সংকোচ ত্যাগ কর।

বেলা। পিতা! সম্রাট! আমিই সেই হতভাগিনী বেলা! কন্যার শুভাশুভ, পিতার করুণার উপর নির্ভর করে। সম্রাট! এ হতভাগিনীকে কৃপা করুন।

আকবর। (গঙ্গাধরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) ইনি কে? হেনা!

গঙ্গাধর। (কুর্নিশ করিয়া) জাঁহাপনা! আমি একজন ভবঘুরে। অদৃষ্ট চক্রের পাকে এখানে এসে পড়েছি। বান্দার গোস্তাখি মাফ হোক্।

হেনা। ইনি এক মহাপ্রাণ সদাশয় ব্যক্তি। এঁর কৃপায় ঘাতকের তীক্ষ্ণ মুখ ছুরিকা হ'তে আমার এ ছার জীবন রক্ষা হয়েছে—আর তা না হ'লে নির্দ্দোষী প্রমোদের প্রাণদণ্ড হতো। এ বিচার-বিভ্রাটে আপনার গৌরবের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিমলিন হোত। এ মহাত্মার ঋণ অপরিশোধ্য, আমি আপনার সম্মুখে এঁকে আমার যথাসর্ব্বস্ব দান কল্লেম।

গঙ্গাধর। জাঁহাপনা! আমি কৃতকার্য্যের বিনিময়ে পুরস্কার-প্রার্থী নই। হেনা-বিবির সমস্ত সম্পত্তি—তারই নামে—কোন সৎকার্য্যে ব্যয় হোক্—তাহাই আমার পুরস্কার।

আকবর। (প্রহরীদের প্রতি) একে নিয়ে যাও। কাল প্রাতে এর মৃত্যুব্যবস্থা হবে।

বেলা। (পদতলে বসিয়া) সম্রাট্! সাহানসা! আপনি পিতা—আমি কন্যা। এঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞতার মহাঋণে আবদ্ধ। একে মার্জ্জনা করে, এ দীনা কন্যাকে ঋণমুক্ত করুন—জাঁহাপনা।

আকবর। তুমি কি চাও মা!

বেলা। এ দাসী করজোড়ে সম্রাটের কাছে হেনাবিবির প্রাণ-ভিক্ষা কচ্ছে।

আকবর। যে তোমার জীবন নষ্ট কর্ত্তে গিয়েছিল—তুমি তারই জীবন ভিক্ষা কচ্ছ! মা—তুমি করুণার পূর্ণ প্রতিমা—তোমার প্রার্থনায় হেনার প্রাণদণ্ড রহিত কল্লুম।

হেনা। (করজোড়ে) জাঁহাপনা! সম্রাট! এ দাসীকে মার্জ্জনা করুন—বিদায় দিন। যে কলঙ্কিনী একদিন শান্তি শান্তি করে, এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে উল্কার মত ঘুরে বেড়িয়েছিল—আজ সে প্রাণে শান্তি পেয়েছে। এ জীবনে আর সে প্রবৃত্তির দাসী হবে না। আজ থেকে সে প্রকৃতই দেওয়ানা হল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রশ্রীর বাসাবাটীর সম্মুখ

সেফালি। অই যে চামেলি ফিরে আস্‌ছে—ওর মুখ শুক্‌নো কেন? তবে কি খপর ভাল নয়!

চামেলির প্রবেশ।

চামেলি! চামেলি! সংবাদ কি? গজাধর কোথায়?

চামেলি। মা—এত খুজেছি তবু তাকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনি। কোথায় যে গেল তারও কিছু পাত্তানেই। বেলারও খোঁজ কচ্ছি—কিন্তু কিছুই কর্ত্তে পাচ্ছিনি! কত রকমের কথাই শুন্‌ছি! গজাধর না ফিরে এলে ত—কিছুই হবে না মা।

সেফালিকা। চামেলি! তবে কি আমার বেলা ইহজগতে নেই! আমার মন দিনরাত কাঁদ্‌ছে—প্রাণ হু হু কচ্ছে। খুলে বল—চামেলি!

আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েছে! (ক্রন্দন) বেলা—মা আমার, আর কি তোকে ফিরে পাব?

চামেলি। চুপ করুন মা—গজাধর ফিরে এলেই, খপর পাবো। কোন চিন্তা নেই।

চন্দ্রশ্রীর প্রবেশ।

চন্দ্রশ্রী। না—ঘরে ত টিকৃতে পাল্লুম না! চামেলি! চামেলি! আমার বেলা কই! উঃ কি মর্ম্মভেদী যাতনা! অনুতাপের আগুণে, বুক জলে গেল! আমি অর্থলোভে পিশাচ হয়েছিলেম। অত্যাচারে সে স্বর্ণ নলিনীকে মৃণাল-চ্যুত করেছি। সরলা—নিষ্কলঙ্কা—বেলা কি বেঁচে আছে!

বিনায়কের প্রবেশ।

বিনায়ক। বৌমা!, তোমরা সব বাড়ীর ভিতর যাও! রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদাকাটী কল্লে কি বেলাকে পাবে! বাবা চন্দ্রশ্রী! যাও মুখে জলটল দিয়ে পেটে কিছু দাওগে।

চন্দ্রশ্রী। না—অনাহারে মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ। আহা! বাছাকে কি যাতনাই দিয়েছি! বজ্র! আমার মাথায় পড়! তা হলেই আমার মহা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে!

বিনায়ক। আমি এদের কি সান্ত্বনা দোব! আমার যে চোখ ফেটে জল বেরুচ্ছে! বেলা—বেলা—তোর সে চাঁদমুখ যে কেবলই মনে পড়ছে!

গণকবেশে গজাধরের প্রবেশ।

গজাধর। (স্বগতঃ) এই শালার ভাই শালা, বোনাইকে একটু নাকাল কর্ত্তে হবে! (সম্মুখে আসিয়া) কাঁদিস্‌নি—গো—তোরা কাঁদিস্‌নি। তোরা শীগ্‌গির মেয়ে ফিরে পাবি!

সেফালি। কে তুমি—মহাপুরুষ?

গজাধর। আমি গণক—গো গণক! ভাগ্যবতী তুই। তোর ললাটে সতী-চিহ্ন আঁকা। স্বামীর কোলে মরবি—খুব সুখী হবি। দেখি তোর হাত!

(সেফালীর হস্ত প্রসারণ)

(হাত দেখিয়া) ব'য়ে ব্যষ্টি, ল'য়ে লাভ
বুদ্ধিহীন মেয়ের বাপ্—
বসন্তে ফোটে, বর্ষায় ফোটে
চারিদিকে সুবাস ছোটে—

ওগো তোরা বুঝি, বেলা বলে একটা মেয়ের জন্য কাঁদ্‌চিস্।

চন্দ্রশ্রী। মহাপুরুষ! সত্যই আপনি সর্ব্বজ্ঞ—আমায় বাঁচান।

গজাধর। বড়া বদমাস্ তুই! সরে—যা। আবার গুণে দেখি

চন্দ্রশ্রী। সত্যই আমি বদমাস্—এই সরে যাচ্ছি—ঠাকুর!

গজাধর। লোভ যাস্তি, দোলার শাস্তি
চাঁদারামের বুদ্ধি নাস্তি

(চন্দ্রশ্রীর প্রতি) ওরে বদমাস্—দোলা তোর কে? তার কপালে ত খুন দেখ্‌ছি!

চন্দ্রশ্রী। তার ঝাড়ে বংশে খুন হোক বাবা। সে গোল্লায় যাক্। ঠাকুর—আমার মেয়ে কবে ফিরে পাব, আগে তাই বল!

গজাধর। দক্ষিণে কলহ, পশ্চিমে অগ্নি
বিয়ে করেছ—গজার ভগ্নি,
আজই যদি মেয়ে চাও, তবে—
সবাই মিলে, কাণমলো, নাকখত দাও।

চন্দ্রশ্রী। কাণমলনে আর নাকখত দিলেই, মেয়ে ফিরে পাব। বেশ গণক—বেশ গণক! ওগো সবাই মিলে—কাণমলো আর নাকখত দাও! তা হলে আজই বেলাকে পাবে!

(বিনায়ক ব্যতীত সকলের তথাকরণ)

গঙ্গাধর। (বিনায়কের প্রতি) কি গো! তুমি ত কিছুই কল্লেনা!

চন্দ্রশ্রী। কাকা—তোমার পায়ে পড়ি! খুঁত রেখো না—গণক যা বলেন তাই কর।

বিনায়ক। (গঙ্গাধরের দিকে চাহিয়া) কে রে! গঙ্গা না? তুই আমায় ঠকা'বি! ব্যাটা পাজী কোথাকার!

(দাড়ি ধরিয়া টানা ও কৃত্রিম শ্মশ্রু পতন)

চামেলী। কি বিটকেল—ঁাদড়ামি! খেংরে বিষ ঝাড়বো। হাসি-মস্‌কারার আর সময় পাওান—না!

গঙ্গাধর। চামেলী—থাম। য'দ গণনা না মেলে—তাহ'লে খেংরা ঝাড়িস।

চন্দ্রশ্রী। ভাই গঙ্গাধর! তোর যা ইচ্ছে তাই কর—কিন্তু আগে বল—আমার বেলা কোথায়?

গঙ্গাধর। সব ভাল আছে! বেলাকে পাওয়া গেছে। বাদসা তাকে আশ্রয় দিয়েছেন—আর তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। তাই তোমাদের দরবারে নিয়ে যেতে এসেছি। এই বোনাই-শালার বুদ্ধির দোষেই সবার এত কষ্ট—তাই শালাকে নাক কাণ মলিয়ে ছাড়লুম।

সকলে। কি আনন্দ! কি আনন্দ!

গঙ্গাধর। যাও তোমরা প্রস্তুত হয়ে এস।

[গঙ্গাধর ও চামেলী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

গঙ্গাধর। চামেলি—আজ বড় আনন্দের দিন! এই তোকে দেখে, আমার ভাই—নাচ্‌তে ইচ্ছে কচ্ছে! তুই একটা গান গানা ভাই।

চামেলী। থাম্‌—থাম! গাঁজাখোর কিনা! সবই উল্‌টো! এত কান্নাহাটি, কোথায় জের মেটে—তার ঠিক নেই। তোর এখন আমোদ পড়ে গেল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

(গীত)

চামেলি। ছি! ছি! ছি! সরম আসে না?
মরমে দিয়ে ব্যথা, প্রেমের কথা, ভাল লাগে না।'

গঙ্গাধর। আমি তোমার কেনা গোলাম
আমার ওপর রাগ করো না—
অমন করে, নয়না ঠেরে—
এ ছ্যাঁদা প্রাণে বাণ্‌ মেরো না।

চামেলি। সত্যি নাকি?

গঙ্গাধর। তবে কি কথায় ফাঁকি?
তোর এত কেন রিষ্‌
ঐ নয়নে কোথা থেকে
আন্‌লি এত বিষ!

চামেলি। নাহি কি ভয় অপমানে,
যা—সরে যা—মানে মানে,

গঙ্গাধর। বোঝ প্রাণ, প্রাণে প্রাণে—
তুমি আমার, আমি তোমার
এ বুক ছাড়া আর করবো না।

(চামেলীকে লইয়া প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য

উদ্যান

বেলা

(গীত)

বেলা। আমি তব চরণে, কত অপরাধী।
ক্ষমা কর সখা! একবার দাওহে দেখা,
চরণ ধরিয়া সাধি।
ভেঙ্গে যায় বুঝি সোণার স্বপন
এ তরুণ জীবন, আঁধারে মগন,
ভেঙ্গে যায় বুক, মুছে যায় সুখ,
দিবানিশি খালি কাঁদি।
পারি না থাকিতে শূন্য প্রাণ নিয়ে,
হৃদয় দেবতা! এসহে হৃদয়ে—
জানিনা কি পাপে, এত মনস্তাপ
বিধি মোরে প্রতিবাদী।

এমন সুন্দর চাঁদের আলোয় পৃথিবী হাস্‌ছে—এমন মধুর মলয় স্পর্শে, জীবজন্তু আনন্দে মাতোয়ারা। কিন্তু আমার প্রাণে আনন্দ কই? এ হৃদয় চিরবিষাদে আচ্ছন্ন কেন! এ সুখময়ী মেদিনী আমার চোখে ঘোর অন্ধকারে আবরিত কেন? আমার প্রমোদ কোথায়? সে যা করেছে—তাতে আমি তিলমাত্র দুঃখিতা নই। আবার কি তার দেখা পাব! যদি পাই—তা'হলে তার পায়ে ধরে, নয়নজলে ভেসে—প্রাণখুলে

বলবো—আমি কলঙ্কিনী নই। যদি তাতে সে বিশ্বাস না করে—তাহ'লে কি হবে! তাহ'লে তার সম্মুখেই আত্মঘাতিনী হয়ে, এ ঘৃণিত প্রাণ ত্যাগ করবো।

ছদ্মবেশে আকবরের প্রবেশ।

আকবর। ভুবনমোহিনী—সুন্দরী! তোমার এত রূপ! এ রূপ সম্রাটের অন্তঃপুরের যোগ্য।

বেলা। কে আপনি! কুল-মহিলার প্রতি এরূপ অশিষ্ট বাক্য-প্রয়োগ! আপনি কি রাজ-বিধানের ভয় করেন না?

আকবর। আর বিধানকর্ত্তা—যদি নিজেই বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহ'লে তাঁর কাকে ভয় সুন্দরী?

বেলা। তবে আপনি দিল্লীশ্বর আকবর সাহ! সম্রাট! আশ্রয় দান করে, আশ্রিতার উপর এ অত্যাচার কেন? সম্রাটের সম্রাট, ঐই খোদাকে আপনি ভয় করেন না?

আকবর। আমি তোমার সৌন্দর্য্য দেখে আত্মহারা—উন্মাদ। এ উন্মত্ততায়, ন্যায়-অন্যায় বিচার থাকে না। তোমার ঐ পুষ্প-কোমল স্পর্শে একটু আত্মহারা হ'তে চাই। সুন্দরী—সদয় হও।

(অগ্রসর হওন)

বেলা। সাবধান! সতী অঙ্গস্পর্শে প্রাণঘাতী পাবকের সৃষ্টি হবে। আপনি আশ্রয় দিয়েছেন—আপনাকে অভিশাপ দোব না। কিন্তু দেখুন—হিন্দু-রমণী আত্মরক্ষা কর্ত্তে জানে কি না!

(হস্তস্থিত হীরকাঙ্গুরীয় লেহন-চেষ্টা)

আকবর। মা! স্থির হও। তোমায় পরীক্ষা করবার জন্যে আজ আমায় এই নীচ ছলনার ক্ষণিক আশ্রয় নিতে হয়েছিল। আমার সে

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। তুমি সতীত্বের পরীক্ষায় সহজেই উত্তীর্ণ হয়েছ। তোমার ঐ একপ্রবণ হৃদয়ের অনাবিল প্রেমের, যোগ্য পুরস্কার আজই দোব।

বেলা। জাঁহাপনা—আমায় মার্জ্জনা করুন।

আকবর। অপরাধ কোথায়—যে মার্জ্জনা! আমার সঙ্গে এস মা। অনেক কথা আছে!

চতুর্থ দৃশ্য

গুপ্ত বধ্যভূমি

প্রমোদ

প্রমোদ। এরা আবার আমায় এখানে আনলে কেন? এক কারাগার থেকে অপর কারাগারে এনে, আবার কি নূতন কষ্ট দেবে! না—না— এবার বোধ হয়, গুপ্ত—হত্যার জন্য এখানে এনেছে। আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না! মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ। এ জীবন এখন ভার মাত্র।

আকবরের প্রবেশ।

আকবর। প্রমোদ!—সে চিন্তায় কাতর হয়ো না। তোমার জীবনভার আমি নিশ্চয়ই লাঘব কর্ব্বো। আকবর সা এত পক্ষপাতী নয়—যে বন্ধুত্ব স্নেহে আবদ্ধ হয়ে তোমার কঠোর অপরাধ মার্জ্জনা কর্ব্বে! তোমার কি শাস্তি দোব, এখনই তা জানতে পারবে। প্রস্তুত থাক।

[প্রস্থান।

প্রমোদ। কি অদ্ভুত ব্যাপার! সব প্রহেলিকা! কিছুই ত বুঝ্তে পাচ্ছিনি। না—মৃত্যুই আমার শাস্তি। বেলা! বেলা! কেন তুমি না বুঝে, এ নরপিশাচকে হৃদয়দান করেছিলে! কোথায় তুমি! স্বর্গ থেকে এসে একবার দেখা দাও—

সরবতের পাত্রহস্তে অবগুণ্ঠনবতী বেলার প্রবেশ।

বেলা। জাঁহাপনার আদেশে, আপনাকে বিষ দান কর্ত্তে এসেছি। পান করুন।

প্রমোদ। আমি নিদ্রিত—না জাগরিত! কি শুনি! কার এ কণ্ঠস্বর! একি বেলা! না—না—তাকে কোথায় পাব! সে স্বর্গের দেবী। স্বর্গের দেবী—স্বর্গে চলে গেছে! সত্য বল—কে তুমি!

বেলা। আপনি কি প্রলাপ বক্‌ছেন! আমি বেলা নই, সম্রাটের বাঁদী!

প্রমোদ। না—প্রতারণা করো না। তুমি কখনই বাঁদী নও! জানিনা কেন এ প্রাণ—তোমায় আলিঙ্গন কর্ত্তে ব্যাকুল! বেলার মত তোমার কণ্ঠস্বর—তার মত তোমার মরাল-গতি—তার অঙ্গের চিরপ্রফুল্ল জ্যোতি, তোমার অঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। তোমার পায়ে ধরি—(অগ্রসর হওন) যদি বেলা হও—আমায় মার্জ্জনা কর। বিষ? কি বিষ দেবে! অনুতাপ বিষে আমার মেদ-মজ্জা সব ছাই হয়ে যাচ্ছে!

বেলা। (স্বগত) আর না। প্রাণের বাঁধ ভেঙ্গেছে। ছলনায় আর আত্মগোপন করা হলো না। আর কষ্ট দেখ্‌তে পারিনি। (পদতলে পড়িয়া) প্রমোদ! হৃদয়েশ্বর! আমিই তোমার সেই হতভাগিনী বেলা। তোমার কাছে আমি বড় অপরাধী—চরণে আশ্রয় দাও।

প্রমোদ। বেলা—স্বর্গের দেবী! এস—দুজনে প্রাণে প্রাণে মিশিয়ে এ জ্বালাময় সংসার থেকে দূরে গিয়ে বাস করি। (আলিঙ্গন)

(গঙ্গাধর, সেফালি, চন্দ্রশ্রী, বিনায়ক ও
চামেলীর প্রবেশ।

গঙ্গাধর। এই তোমাদের বেলা, আর প্রমোদকে নাও। আমি হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচি বাবা !

সেফালী। এই যে আমার প্রমোদ ! এই যে আমার বেলা ! এত বিপদের পর যে তোমাদের ফিরে পাব—তা ত মনে ছিল না। গোবিন্দজী তোমাদের চিরসুখী করুন।

চন্দ্রশ্রী। বাবা প্রমোদ ! আমি তোমার কাছে বড়ই অপরাধী। আমায় মার্জ্জনা কর। এখন আমার ভ্রম দূর হয়েছে। তোমার মত সুপাত্রে, আমার স্বর্ণলতা বেলাকে অর্পণ করে চিরসুখী হই—এখন আমার এই বাসনা। বাবা ! এ হতভাগ্যকে দান গ্রহণে কৃতার্থ কর।

(হস্তে হস্তে মিলন)

প্রমোদ। (অবনত হইয়া) আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য।

বেলা। হতভাগিনী কন্যার, সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন পিতা ! মা ! মা ! আশীর্ব্বাদ কর—যেন আর না দুঃখ পাই। (পদবন্দনা।)

বিনায়ক। ওরে শালা প্রমোদ ! দেখ্‌ছি—তুই আমাকেই শেষটা ফাঁকি দিলি ! তা হোক্ গে। এখন এই বুড়োর আশীর্ব্বাদ, যেন তোরা দুজনে মনের আনন্দে চিরজীবি হয়ে সংসার-সুখে সুখী হ।

প্রমোদ। দাদা ! আপনার আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হবার নয়।

গঙ্গাধর। আশীর্ব্বাদের ত ঝাঁক চলে গেল। এই বার আমার পালা। কি বলে আশীর্ব্বাদ করি ? প্রমোদ ! বাবা ! তোমরা আজীবন জোড়গাঁথা হয়ে থাক। আমি পাগল মানুষ, বেশী কথা জানি না।

চন্দ্রশ্রী। দূর শালা—কি বেফাঁস কথা বল্লি !

গঙ্গাধর। বোনাই—ও ফাঁসাফাসি বুঝিনা। আমি জমাট মুর্খু। আশীর্ব্বাদের ছন্দবন্ধ অত জানি না—যা প্রাণে এল—বলে খালাস!

হেনার প্রবেশ।

হেনা। কি মধুর! কি সুন্দর! কি শান্তি! নয়ন—আজ এই মধুর মিলন প্রাণভরে দেখ। (অগ্রসর হইয়া) প্রমোদ—ভাই! এ মহাপাপিনী, মোহমুগ্ধ, হেনাকে ভগ্নী ভেবে—সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর।

আকবরের প্রবেশ।

আকবর। প্রমোদ! হেনা সত্যই এখন তোমার ক্ষমার পাত্রী। অই দেখ—সেই ঐশ্বর্য্যময়ী গর্ব্বিতা হেনা—আজ দেওয়ানা বেশে, তোমাদের কাছে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন কচ্ছে। তার চরিত্রে, স্বর্গীয় পরিবর্ত্তন হয়েছে। সে যদি সরলভাবে—আমার কাছে আত্মদোষ স্বীকার না কর্ত্তো, তা'হলে তোমার জীবন রক্ষা হতো না। আর এই সরলা সতী সাধ্বী বেলাও, আজ স্বামীরত্ন লাভে সুখী হতো না। আর আমিও এক নির্দ্দোষীর প্রাণবধের মহাপাতক থেকে মুক্তি লাভ কর্ত্তুম না!

প্রমোদ। হেনা—আবার ভাই বলে ডাক!

হেনা। প্রমোদ! ভাই! প্রকৃত স্বর্গীয় ভালবাসা কি, আজ তা বুঝ্‌লুম! তোমার কাছে আমার প্রার্থনা—ধরার অমূল্য রত্ন এ বেলাকে যত্নে রেখো, আর সুখে দুঃখে এ অভাগিনীকে ভুলো না। খোদার আশীর্ব্বাদে তোমরা চিরজীবন সুখী হও।

[প্রস্থান।

আকবর। আজ আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে—সমস্যার পূরণ হয়েছে। খোদা! তোমায় ধন্যবাদ! যে আমার ন্যায় বিচারের মর্য্যাদা নষ্ট হোলো না।

গঙ্গাধর। জাঁহাপনা! আপনার এ বান্দার গোস্তাখি মাফ হোক্। আপনার বিচার কর্ত্তব্যও এখনও শেষ হয়নি। একজোড়ার হয়েছে—আর এক জোড়ার শেষ করে যান। এই চামেলী, আমার যথাসর্ব্বস্ব চুরী করেছে!

আকবর। (সহাস্যে) বটে! কিন্তু বামাল কোথায় গঙ্গাধর?

গঙ্গাধর। সাহান সা—বামাল ওর মনের ভেতর।

আকবর। চামেলি! গঙ্গাধরের অভিযোগ কি সত্য!

চামেলী। জাঁহাপনা—সত্যমিথ্যা জানিনি। আমি ত চুরী করিনি, তবে বদলাবদলি করেছি। এতে যদি শাস্তি দিতে হয়—দিন!

আকবর। গঙ্গাধর! মন-চুরীর বিচারে মন নিজেই বিচারক। সম্রাট—নন। তা'হলেও আমার সূক্ষ্ম বিচারে—আজ হ'তে চামেলী তোমার। তুমিও—চামেলীর। তোমরা এখন আপোষে মামলা মিটিয়ে ফেল। (হস্তে হস্তে সমর্পণ)

গঙ্গাধর। (অবনত হইয়া) সম্রাটের জয় হোক! আমরা আপনার বাঁন্দা ও বাঁদি। জন্মের মত এ ন্যায়বিচারের জন্য জাঁহাপনার চরণে কেনা রইলুম।

(কুর্ণীস্ করণ)

আকবর। চন্দ্রশ্রী? তুমি এমন রত্ন ত্যাগ করে, এক নরকুলকলঙ্ককে বেলার মত অমূল্য রত্ন দান কর্ত্তে যাচ্ছিলে! তোমার দৃষ্টান্ত দেখেও কি তোমার মত স্বার্থপর পিতাদের একটুও চৈতন্য হবে না! প্রমোদ! আজ থেকে তুমি আমার প্রধান শরীররক্ষী নিযুক্ত হলে! গঙ্গাধর! তুমিও আজ থেকে এ রাজ-সংসারে পালিত হবে। তোমার মত নিঃস্বার্থ পরোপকারী, এই স্বার্থপর সংসারে বড়ই দুর্লভ। এই প্রাসাদেই তোমরা আনন্দোৎসব কর। খোদার কাছে প্রার্থনা করি, তোমরা সকলেই সুখী হও।

পট পরিবর্ত্তন

বিচিত্র আলোকমালা ও পুষ্পপতাকা শোভিত রঙ্গমহালের উদ্যান

(সখীগণের প্রবেশ ও গীত।)

সখীগণ। আহা কি মধুর নিশি, উজল দশদিশি

প্রাণে প্রাণে, মিলিল কেমন।

হৃদয় পুলকে ভরা গতি সুখময় ধরা

সফল হইল আজ, সোণার স্বপন

উজল মধুর নিশি, নয়নে অমিয় রাশি,

সুখের সঙ্গীতে ভরা উভয়েরই মন

মধুরে মধুরে—হ'ল মধুর মিলন

যবনিকা পতন

শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ধর প্রণীত উপন্যাস গ্রন্থাবলীর

সমালোচনা

(সারসংগ্রহ)

দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথের "বেঙ্গলী" পত্র বলেন ঃ—

"Kaki-ma"...Is a story of one aspect of Bengali domestic life told with a good deal of ingenuity, delineating the triumph of virtue over vice. Babu Banku Behary Dhur, knows the art of telling stories with grace and has acquitted himself well in the task.

The Bengalee, 26th September, 1907.

স্বনামখ্যাত শিশিরকুমার ঘোষের "অমৃতবাজারপত্রিকা" বলেন ঃ—

"Kaki-ma"...A domestic novel by Babu Banku Behari Dhur, a young author of promise and reputation. The story is a powerful one, depicting virtue and vice in their true colours.

The Amrita Bazar Patrika. 8th October, 1907.

জমীদার সভার মুখপত্র সুবিখ্যাত "হিন্দুপেট্রিয়ট" সম্পাদক বলেন ঃ—

"Kaki-ma" is the title of an interesting and instructive domestic novel written by Babu Banku Behary Dhur. * * *

The narrative has been effectively told in a happy and charming style which does credit to the author. The characters have been very well drawn up and developed.

The Hindu Patriot, 4th October, 1907.

শিয়ালদহ কোর্টের প্রথিতযশা পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন ঃ —

"One of the most unvarnished pictures of Hindu domestic life is presented in "Kaki-ma."

* * * *

The Characters are drawn from life and do great credit to the descriptive power of the author who evidently has the special gift of holding the mirror up to our domestic life.

(Sd) Chandi Das Ghose, M. A, B. L.

"বঙ্গভূমি" সম্পাদক বলেন ঃ—

* * "কাকী-মা" ধৈর্য্য, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা বন্ধুত্ব, সতীত্ব ও মনুষ্যত্বের নির্ম্মল দর্পণ, * * বঙ্গভূমি, ১৪ই আশ্বিন ১৩১৪।

"সময়" সম্পাদক বলেন ঃ—

"কাকী-মা" গ্রন্থ একখানি সামাজিক চিত্র। এই চিত্রটী সমাজের চক্ষে ধরিলে উপকারই হইবে। এরূপ গ্রন্থ সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করে।

সময়, ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৪।

"বসুমতী" সম্পাদক বলেন ঃ—

"কাকী-মা * *. 'স্বর্ণলতা' শ্রেণীর উপন্যাস—আমরা এ পুস্তক পাঠে প্রীতিলাভ করিয়াছি। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।" বসুমতী ১৯শে পৌষ, ১৩১৪ সাল।

"হিতবাদী সম্পাদক বলেন ঃ—

"কাকী-মা * * গল্পটী ভাল, ছাপা ও কাগজ ভাল।

হিতবাদী ২৪শে মাঘ ১৩১৪ সাল।

"আশা" সম্পাদক বলেন—

"তারকনাথের স্বর্ণলতায় পর এরূপ গার্হস্থ্য জীবনের উপদেশ পূর্ণ উপন্যাস এদেশে আর প্রকাশিত হয় নাই।" আশা, পৌষ, ১৩১৪ সাল।

"হাওড়া হিতৈষী" সম্পাদক বলেন—

সমাজের বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলতার সময়ে "কাকী মা" অনেক উপকার সাধিবে।"

চুঁচুঁড়ার মুখপত্র "মহামায়া" সম্পাদক বলেন ঃ—

"গৌরীদান"—হিন্দু সমাজের কন্যাদায় যে কি বিষম, বরপণ যে কি ভয়ঙ্কর—সমাজের বুকে শ্লেষের শক্তি শেল হানিয়া গ্রন্থকার তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। * * * নিত্য দৃষ্ট সহজ পরিচিত এক সংসারের ঘটনার মধ্যে এক পুরাতন অতীতের মধুর স্বপ্ন জাল জড়িত সাধের নিকুঞ্জে প্রেমের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গৌরীদানে—নারীর নারীত্ব, বধূত্ব, মাতৃত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন চিত্রের একত্র সমাবেশে, লেখক তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও প্রাণপূর্ণ অনুভূতির পরিচয় দিয়াছেন। * * *

মহামায়া—২২শে চৈত্র, ১৩১৭

সুবর্ণ বণিক সমাজের মুখপত্র সুবর্ণ বণিক-সম্পাদক বলেন—

গৌরী দান—গ্রন্থকার সমাজ চিত্র অঙ্কনে সিদ্ধ হস্ত। আমরা দৃঢ়তা সহিত বলিতে প্রস্তুত যে, তাঁহার প্রয়াস ও উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। গ্রন্থখানির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছত্রে ছত্রে গ্রন্থকারের ভাবুকতা ও সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। * * *

চিকিৎসা বিষয়ক এক মাত্র মাসিক "চিকিৎসা প্রকাশ" সম্পাদক বলেন :—

"গৌরীদান" - * * * গ্রন্থের বহুল প্রচার বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ উপকার সাধন করিবে—আমরা প্রত্যেক গৃহস্থকেই এই গ্রন্থ খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

চিকিৎসা প্রকাশ—৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩১৭